হালকা প্রকৌশল শিল্প
বিসনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স

একটি রেগুলেটরি গাইড

প্রকাশক
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) ও
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

গবেষণা
বিল্ড-এর রিসার্চ, ডায়ালগ, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন উইং
৬ষ্ঠ বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স রেগুলেটরি গাইড

হালকা প্রকৌশল শিল্প
বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সেস একটি রেগুলেটরি গাইড

কপিরাইট বিল্ড

ISBN:

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)
ডিসিসিআই ভবন
৯ম তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন:
ইমেইল: ceo@buildbd.org, info@buildbd.org
ওয়েবসাইট: www.buildbd.org

ডিসক্লেইমার

হালকা প্রকৌশল খাতের জন্য বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যৌথ উদ্যোগে এই **হালকা প্রকৌশল বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সেস: একটি রেগুলেটরি গাইড** প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোক্তাদের জন্য, বিশেষ করে নতুন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য, ব্যবসা শুরুর প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, অনুমোদন, সনদপত্র, পারমিট ও ফিস সংক্রান্ত সকল তথ্য এই গাইডবুকটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে এটি একটি আম্ব্রেলা পাবলিকেশন হিসেবে সকলের কাজে লাগে।

এই গাইডবুকটি আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় বিল্ড কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকার, সরকারি ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও গৃহীত উৎস অনুযায়ী অধিকাংশ তথ্যই নির্ভরযোগ্য, তবে ব্যাখ্যার ভিন্নতা, পর্যায়ক্রমিক নীতিগত পরিবর্তন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদের কারণে তথ্যে কিছুটা পার্থক্য তৈরি হতে পারে।

বিল্ড ও আইএলও প্রকাশনাটি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তবে এটিকে কোনো আইনি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এই প্রকাশনার নির্ভুলতা যাচাইকরণে এবং সামগ্রিকভাবে এর প্রস্তুতকরণে **শিল্প মন্ত্রণালয়** সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত সর্বশেষ ও সুনির্দিষ্ট তথ্য জানতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই গাইডবুকের সর্বত্র প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের লিংক প্রদান করা হয়েছে।

সূচিপত্র

বিল্ড এর চেয়ারপার্সনের বার্তা	৬
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টরের বার্তা	৭
বিল্ড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (CEO) বার্তা	৯
হালকা প্রকৌশল খাতভিত্তিক লাইসেন্সিং গাইডবুক সম্পর্কে	১০
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) সম্পর্কে	১১
বিল্ড কীভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারে	১১
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সম্পর্কে	১২
আইএলও কীভাবে কাজ করে	১২
সাম্প্রতিক গুরুত্বারোপ: অনানুষ্ঠানিক খাতের আনুষ্ঠানিকীকরণ	১২
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ	১২
ডকুমেন্টে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত রূপ	১৩
ডকুমেন্টে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার তালিকা	১৬
হালকা প্রকৌশল লাইসেন্সিং ম্যাপিং	১৮
বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের ম্যাট্রিক্স Error! Bookmark not defined. প্রয়োজনীয় লিঙ্কসমূহ	২১
অধ্যায় ১ - হালকা প্রকৌশলখাতের পরিচিতি	২২
প্রাথমিক বিবরণ	২২
সংজ্ঞা	২২
নীতি কাঠামো: হালকা প্রকৌশলইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২২	২৩
শিল্পনীতি ২০২২-এর প্রেক্ষাপটে	২৩
খাতের বর্তমান অবস্থা	২৫
দেশীয় বাজারের আকার	২৫
রপ্তানি বাজার	২৫
প্রধান রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান	২৬
শিল্পায়নে ভূমিকা	২৬
SWOT বিশ্লেষণ	২৬
হালকা প্রকৌশলখাত: একটি টেকসই ইকোসিস্টেমের রূপরেখা	২৭
অধ্যায় ২: পদ্ধতিগত কৌশল ও কর্মপন্থা	২৮
সার-সংক্ষেপ	২৮
সাহিত্য পর্যালোচনা ও গৌণ গবেষণা	২৮
স্টেকহোল্ডার পরামর্শক সভা ও মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	২৮
গবেষণার পরিধি ও পণ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ	২৯
অধ্যায় ৩: রেগুলেটরি ইস্যু	৩১
ট্রেড লাইসেন্স	৩২
করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)	৩৫
ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন)/ভ্যাট নিবন্ধন	৩৭
বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা	৩৯
নামের ছাড়পত্র সনদ	৪০
কোম্পানি নিবন্ধন (প্রাইভেট ও পাবলিক)	৪২
শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ এবং ১০০% বিদেশি মালিকানাধীন)	৪৬

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের (অ্যাড-হক) জন্য সুপারিশপত্র ৪৯
ফায়ার লাইসেন্স ৫১
গ্যাস সংযোগ ৫৩
বাণিজ্যিক ও শিল্প জলসংযোগ অনুমোদন ৫৭
বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন ৬১
আমদানি নিবন্ধন সনদ (Import Registration Certificate - IRC, Commercial) ৬৪
রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (Export Registration Certificate - ERC) ৬৭
শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (অ্যাড-হক) ৭০
অধ্যায় ৪: খাত-ভিত্তিক রেগুলেটরি ইস্যু ৭৩
কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স ৭৪
প্ল্যান্ট নির্মাণ অনুমোদন ৭৭
পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance Certificate - ECC) ৭৯
সার্টিফিকেশন মার্ক লাইসেন্স ৮২
বয়লার নিবন্ধন ৮৫
বয়লার অপারেটর লাইসেন্স ৮৮
সাইকেল, সাইকেল যন্ত্রাংশ, টায়ার ও টিউব বিক্রয়ের লাইসেন্সের আবেদন ৯০
চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সার্জিকাল যন্ত্র বিক্রয় লাইসেন্স (পাইকারি/সরবরাহকারী) ৯২
বিইআইওএ (বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি)-এর সদস্যপদ সার্টিফিকেট ৯৪
বিইএমএমএ (বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন)-এর মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট ৯৬
ইপিবি এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট ৯৮
জিরো ডিসচার্জ অফ হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল (জেডিএইচসি) সার্টিফিকেশন ১০০
বিকিরণকারী যন্ত্রের লাইসেন্স ১০২
বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মনোনয়ন ১০৩
বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল খাতে টেস্টিং ঘাটতি ১০৫
অধ্যায় ৫: প্রাসঙ্গিক নীতিমালার প্রাথমিক বিবরণ ১০৬
বাংলাদেশ শিল্পনীতি ২০২২: প্রাথমিক বিবরণ ১০৬
বাংলাদেশ হালকা প্রকৌশলইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২২: প্রাথমিক বিবরণ ১১০
কারখানা আইন, ১৯৬৫ (বাংলাদেশ) এর প্রাথমিক বিবরণ ১১২
বাংলাদেশ বয়লার আইন, ২০২২ : প্রাথমিক বিবরণ ১১৪
অধ্যায় ৬: পরিশিষ্ট ১১৬
পরিশিষ্ট ১: হালকা প্রকৌশল শিল্প বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সেস-একটি রেগুলেটরি গাইডবই এর গবেষণা ও সম্পাদনা প্যানেল ১১৬
পরিশিষ্ট ২: প্রক্রিয়াচিত্র এর ব্যবহৃত লিজেন্ডস ১১৭
পরিশিষ্ট ৩: পরামর্শ এবং মন্তব্য ১১৮
পরিশিষ্ট ৪: ছবিতে অংশীজনদের সাথে সংলাপের কিছু মুহূর্ত ১১৯

বার্তা

বিল্ড চেয়ারপারসনের বার্তা

বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল খাতকে অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে আনুষ্ঠানিক খাতে উত্তরণে প্রকাশিত এই রেগুলেটরি গাইডটি আপনাদের কাছে উত্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এই প্রকাশনাটি প্রস্তুতকরণে বিল্ডের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। আমি আইএলওকে তাদের সহায়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলাদেশের জটিল ও আন্তঃসম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নানাধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষাপটে, গাইডটি হালকা প্রকৌশল কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় সকল লাইসেন্স, পারমিট ও অনুমোদনের একটি সুসংহত ও কাঠামোবদ্ধ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, প্রাপ্তির আনুমানিক সময়সীমা এবং প্রযোজ্য ফির বিস্তারিত তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা উদ্যোক্তাদেরকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম করবে।

গাইডটিতে সংযুক্ত প্রক্রিয়াচিত্র (প্রসেস ম্যাপ) ও ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য করতে সহায়তা করবে। এতে রেগুলেটরি জটিলতা হ্রাস পেয়ে আনুষ্ঠানিক খাতে উত্তরণের গতি ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই গাইডটি হালকা প্রকৌশল খাতের উদ্যোক্তা, নীতিপ্রণেতা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের জন্য একটি অপরিহার্য রেফারেন্স গাইড হিসেবে কাজ করবে এবং একটি সক্ষম ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতি তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সহায়তা, এবং বিল্ড টিমের সদস্যদেরকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবুল কাসেম খান
চেয়ারপারসন
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের বার্তা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর পক্ষ থেকে হালকা প্রকৌশল খাতের জন্য 'বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্সেস - একটি রেগুলেটরি গাইড' প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বিল্ড-এর সাথে কারিগরি সহযোগিতায় প্রস্তুতকৃত এই গাইডবুকটি বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের জন্য বাস্তবভিত্তিক চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে জটিল লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করেছে।

এই খাতের কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয় উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে হালকা প্রকৌশল খাত ঢালাই এবং ফাউন্ড্রি, মেশিনিং, মেটাল তৈরি, ওয়েল্ডিং, বৈদ্যুতিক-প্লেটিং, হিট ট্রিটমেন্ট, টুল-অ্যান্ড-ডাই, এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে কৃষি থেকে শুরু করে পরিবহন খাত পর্যন্ত নানাবিধ শিল্পখাতের ভ্যালু চেইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ, এই খাতের একটি বিরাট অংশ এখনও অনানুষ্ঠানিক বা ইনফরমাল অবস্থায় রয়েছে, যেখানে প্রায়শই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (OSH) মান অনুসরণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

একটি সুস্পষ্ট লাইসেন্সিং রোডম্যাপ তাই অপরিহার্য - কেবল কারখানা নিবন্ধন বা পণ্য প্রত্যয়নের জন্যই নয়, বরং যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষা, রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নির্গমন ও তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তি দক্ষতা উন্নয়নের জন্যও। একইভাবে, পরীক্ষণ ও মেট্রোলজি সেবা, বিএসটিআই প্রত্যয়ন, বয়লার ও চাপপাত্র নিরাপত্তা, অগ্নি ও তড়িৎ নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের মতো প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করা জরুরি। সরলীকৃত ও পূর্বানুমেয় লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া কেবল নিয়ামক মান পূরণেই সাহায্য করে না, বরং পণ্যের গুণগত মান, বাজার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং সবুজ ও বৃত্তাকার উৎপাদনের দিকে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।

নির্ভরযোগ্য লাইসেন্সিং তথ্যের প্রাপ্যতা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন অর্জনে ব্যয়িত সময় হ্রাস করে, ফলে তারা তাদের মূল উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে বেশি বিনিয়োগ করতে পারেন। এই গাইড প্রণয়নের অভিজ্ঞতা থেকে এটিও স্পষ্ট যে বাংলাদেশের লাইসেন্সিং ব্যবস্থাকে আরও সহজীকরণ, সুসংহত ও সমন্বিত করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ফি কাঠামোর সামঞ্জস্যবিধান, দৃঢ় আন্তঃসংস্থা সমন্বয় এবং পরিশেষে একটি সমন্বিত সেবা প্ল্যাটফর্ম ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনাকে আরও সুগম করবে।

শোভন কাজ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আইএলও-এর ম্যান্ডেট এই প্রকাশনার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষভাবে, এই গাইডবুকটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি থেকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তর বিষয়ে আইএলও-এর সুপারিশ ২০৪ (R204) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮ (SDG 8) এর অগ্রগতিতে সহায়ক। এটি বাংলাদেশে ওয়ান স্টপ ও ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সহায়ক সেবা প্রদানের চলমান জাতীয় প্রচেষ্টার সম্পূরক। করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন এবং কানাডার প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা "Advancing Decent Work in Bangladesh" প্রকল্পের মাধ্যমে এই আনুষ্ঠানিকতামুখী কাজে তাদের অমূল্য সহায়তা প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশে আইএলও কান্ট্রি অফিসের পক্ষ থেকে সকল সহযোগীকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। আমরা ভবিষ্যতে আরও কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সূচনা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া আরও সুগম করতে এবং অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাব।

ম্যাক্স তুনিয়ন (Max Tuñón)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশ অফিস
ঢাকা, বাংলাদেশ

বিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) বার্তা

বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশলখাতে আনুষ্ঠানিকতায় উত্তরণের লক্ষ্যে, বিল্ড সগর্বে উপস্থাপন করছে 'হালকা প্রকৌশল লাইসেন্সিং গাইডবুক'। আইএলও-এর "Facilitating the Transition to Formality" প্রকল্পের সহযোগিতায় প্রণীত এই নির্দেশিকা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক কাঠামো বুঝতে ও অনুসরণ করতে, বিশেষত অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক ধারায় প্রবেশে সক্ষম করবে।

একটি হালকা প্রকৌশলপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত লাইসেন্স, পারমিট ও অনুমোদনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, আনুমানিক ব্যয়, প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের তথ্য এই গাইডবুকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তাদের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতা ও ব্যবসায়িক সহজীকরণের ক্ষেত্রে এই গাইডবুক একটি মাইলফলক। বিভিন্ন উৎসের বিচ্ছিন্ন তথ্যকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত রেফারেন্স তৈরি করা হয়েছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির (SMEs) জন্য জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং লেনদেন ব্যয় হ্রাস করবে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের মূল তথ্য এক স্থানে সন্নিবেশিত থাকায়, উদ্যোক্তারা কোন অনুমোদনের প্রয়োজন, কোথায় এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে–তা সহজেই অনুসন্ধান করতে পারবেন।

হালকা প্রকৌশল বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় ও বহুমুখী শিল্পখাত, যা যন্ত্রপাতি নির্মাণ, পরিবহন, নির্মাণ ও বিভিন্ন সেবা খাতে অত্যাবশ্যকীয় পশ্চাৎসঞ্চালন যোগানদাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই খাত দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রায় ২% অবদান রাখে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে।

সরকারি ও বেসরকারি সব অংশীজনদের সাথে ব্যাপক আলোচনা, গভীর গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই গাইডবুক প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি বিল্ড -এর সেই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকতা সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক বাধা দূরীকরণ এবং ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ সহজীকরণে নিয়োজিত রয়েছে।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-কে তাদের অত্যন্ত মূল্যবান সহযোগিতা ও নির্দেশনার জন্য, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থাকে তাদের আন্তরিক সমন্বয় ও সহায়তার জন্য এবং বিল্ড টিমের সদস্যদের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রণয়নে তাদের নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য। আমরা প্রত্যাশা করি, এই গাইডবুক হালকা প্রকৌশলখাতে আনুষ্ঠানিকতা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রক শর্তানুসমর্থন এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ফেরদৌস আরা বেগম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

হালকা প্রকৌশল খাতভিত্তিক লাইসেন্সিং গাইডবুক সম্পর্কে

এই গাইডবুকটি বিদ্যমান, নতুন এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের–বিশেষ করে যারা অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক খাতে রূপান্তরিত হতে চান–বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, পারমিট, অনুমোদন ও সনদপত্র সম্পর্কে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদন খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হিসেবে হালকা প্রকৌশলশিল্প প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের একটি কার্যকর চালিকাশক্তি। তবে অনেক উদ্যোক্তা নিয়ন্ত্রক তথ্যপ্রাপ্তি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন।

এই নির্দেশিকাটির লক্ষ্য হলো উদ্যোক্তাদেরকে বাংলা ও ইংরেজি–দুই ভাষায় ধাপে ধাপে নির্দেশনা প্রদান করা, যেমনঃ

- **Who (কার সাথে যোগাযোগ করবেন):** আবেদন প্রস্তুতির প্রাথমিক তথ্য কোথা থেকে ও কার কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন।
- **What (কি প্রস্তুত করবেন):** আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক কাগজপত্র কীভাবে সংগ্রহ ও সাজাবেন।
- **When (কখন):** আবেদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ফি কখন ও কীভাবে পরিশোধ করবেন।
- **Where (কোথায়):** আবেদন কোথায় জমা দিতে হবে।
- **How (কীভাবে):** লাইসেন্স বা পারমিটের পরবর্তী নবায়নের জন্য কীভাবে আবেদন করবেন।

এই নির্দেশিকাটি উদ্যোক্তাদেরকে পুরো লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করবে। এতে ব্যবসার তিনটি মূল খাত–বাণিজ্য, উৎপাদন ও সেবা–এর অধীনে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রতিটি লাইসেন্সের জন্য একটি “প্রক্রিয়াচিত্র (Process Map)” সংযুক্ত করা হয়েছে, যা আবেদনকারী ও প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ধাপগুলোকে দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তারা সহজেই বুঝতে পারবেন কোন ধাপে তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে পারেন। এছাড়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ রাখা ও জমা দেওয়ার মাধ্যমে আবেদন প্রত্যাখ্যান এড়ানোর বাস্তব পরামর্শও এতে রয়েছে।

তবে এটিও মনে রাখা জরুরি যে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার কোনো কঠোর বা একক নিয়ম নেই–বিভিন্ন সংস্থা বা লাইসেন্সের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে পার্থক্য থাকতে পারে।

এই গাইডটি বিল্ড এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দ্বারা যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে।

গাইডবুকের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- হালকা প্রকৌশলখাতের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রক তথ্যের ওপর কেন্দ্রীভূত
- লাইসেন্স, পারমিট ও অনুমোদন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও নবায়ন প্রক্রিয়া
- ধাপে ধাপে নির্দেশনা ও প্রক্রিয়াচিত্র
- বাংলা ও ইংরেজি–দুই ভাষায় উপলব্ধ
- অনলাইন সংস্করণ বিল্ড ও আইএলও-এর ওয়েবসাইটে উন্মুক্তভাবে পাওয়া যাবে

আমরা বিশ্বাস করি এই গাইডবুক উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিকতা, সম্মতি এবং সরকারি প্রণোদনা ব্যবহারে সক্ষম করে তুলবে ফলে আরও প্রাণবন্ত, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্প প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) সম্পর্কে

বিল্ড বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের একটি ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর। এটি গঠিত হয়েছে সরকারের বেসরকারি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধির নীতির প্রেক্ষিতে–একটি কার্যকর সেতুবন্ধন হিসেবে যা বেসরকারি ও সরকারি খাতের মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে বিনিয়োগবান্ধব সংস্কার বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

২০১১ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত বিল্ড ট্রাস্টস অ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং এটি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (DCCI), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (MCCI) ও চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (CCCI)-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত। বিল্ড বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা, জরিপ ও নীতিগত অধ্যয়ন পরিচালনায় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে এবং নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

বিল্ড দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতি ও বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করে, যাঁদের মাধ্যমে সর্বশেষ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, বিশ্লেষণ ও নীতি-সংক্রান্ত ডেটা প্রাপ্ত হয়। এর মাধ্যমে এটি থিংক ট্যাঙ্ক, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, চেম্বার ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় বিল্ড সরকারের কাছে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক সুপারিশ উপস্থাপন করে। এসব সুপারিশ তথ্যভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল, যার লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবসম্মত ও ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা গঠন।

প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে বিল্ড বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (IFC) কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (BICF) থেকে কারিগরি সহায়তা পেয়েছিল, যা যুক্তরাজ্য সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় পরিচালিত ছিল। বর্তমানে এটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি যোগ্য ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিল্ড কীভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারে

বিল্ড বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক নীতি বিশ্লেষণ, ব্যবসায়িক তথ্য প্রদান ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক ব্যবসার উন্নয়নে কাজ করে।

- বিল্ড আপনাকে থিংক ট্যাঙ্ক, একাডেমিক, চেম্বার ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে সহায়তা করতে পারে, যাতে একত্রিত কণ্ঠে ব্যবসা সংস্কার ত্বরান্বিত হয়।
- বিল্ড ব্যবসাবান্ধব সংস্কারের পক্ষে নীতি-পর্যায়ে কাজ করে, যার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ আরও সরল ও ব্যয়সাশ্রয়ী হয়।
- বিল্ড আপনাকে সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, যার সুফল পরবর্তীতে মনিটরিং ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।
- বিল্ড ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (ইচজ) এর মাধ্যমে পরিবর্তনের পরামর্শ প্রদান করে।
- বিল্ড বেসরকারি খাতের উত্থাপিত সমস্যাগুলো নীতি সংস্কারের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করে, যাতে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় না হয়।

বিল্ড আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা, জরিপ ও প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করে, যাতে বেসরকারি খাত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সম্পর্কে

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মূল লক্ষ্য হলো শোভন কাজ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উন্নত কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বাংলাদেশে আইএলও সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করছে শ্রমবাজার পরিচালনা শক্তিশালী করা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, এবং শ্রম অভিবাসন পরিচালনা উন্নত করা লক্ষ্যে।

আইএলও কীভাবে কাজ করে

আইএলও একটি ত্রিপক্ষীয় (Tripartite) পদ্ধতি অনুসরণ করে–যেখানে সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠন একসঙ্গে নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

বাংলাদেশে আইএলও-র কার্যক্রম "ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রাম (DWCP) ২০২২-২০২৬" দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সামাজিক সংলাপ ও অংশীদারদের সহযোগিতায় জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে।

আইএলও নীতি পরামর্শ, কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে শ্রম পরিচালনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর অনেক উদ্যোগ জাতীয় সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বাস্তবায়িত হয়, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এসএমই ফাউন্ডেশন ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক গুরুত্বারোপ: অনানুষ্ঠানিক খাতের আনুষ্ঠানিকীকরণ

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৪% অনানুষ্ঠানিক খাতে (শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৪)। তাই আইএলও আনুষ্ঠানিকীকরণকে একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আনুষ্ঠানিকীকরণ উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার, অর্থায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে–যা উৎপাদনশীলতা, ব্যবসায়িক স্থিতিশীলতা ও ন্যায্য প্রতিযোগিতা বাড়ায়।

আইএলও সরকার, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করছে বাধা চিহ্নিত করা, নিবন্ধন ও অনুশাসন প্রক্রিয়া সহজ করা, এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শোভন কাজের প্রসার ঘটানোর জন্য। নির্দিষ্ট খাতে এটি পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) সুরক্ষা সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (MSME) জন্য টেকসই বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ তৈরিতেও কাজ করছে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

আনুষ্ঠানিকীকরণ ছোট উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের আইনি স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থায়নের সুযোগ প্রদান করে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

আইএলও-এর এই অব্যাহত প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে একটি ন্যায্য, স্থিতিশীল ও টেকসই শ্রমবাজার-এর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ৮: শোভন কাজ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

শব্দসংক্ষেপ

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণ রূপ
এএও	সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এএসটি	কর সহকারী কমিশনার
এও	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এওএ	সংস্থাপন চুক্তি
এআর	সহকারী রেজিস্ট্রার
বিএবি	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
বিএইউ	স্বাভাবিক ব্যবসা কার্যক্রম
বিবি	বাংলাদেশ ব্যাংক
বিডিএস	ব্যবসায় উন্নয়ন সেবা
বিডিটি	বাংলাদেশি টাকা
বিইসিএ	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
বেপজা	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
বিইআরসি	বাংলাদেশ শক্তি নিয়ন্ত্রক কমিশন
বেজা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
বিআইএএ	বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্ট সমিতি
বিডা	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বিআইএন	ব্যবসায়িক শনাক্তকরণ নম্বর
বিওডি	পরিচালনা বোর্ড
বিপিএফএমইএ	বাংলাদেশ পেট ফ্লেকস উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি
বিপিও	ব্যবসায় প্রক্রিয়া আউটসোর্সিং
বিআরপিডি	ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ ও নীতি বিভাগ
বিআরটিএ	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
বিএসসিআইসি	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
বিএসটিআই	বাংলাদেশ মান পরীক্ষা সংস্থা
সিবিসি	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
সিসিআইএন্ডই	প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক
সিডি	কমপ্যাক্ট ডিস্ক
সিডিএ	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
সিইও	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিআইবি	ক্রেডিট তথ্য ব্যুরো
সিএম	সার্টিফিকেশন মার্ক
সিও	উৎপত্তি সনদ
ডিবিআইডি	ডিজিটাল ব্যবসায়িক পরিচয়
ডিসি	ডেপুটি কমিশনার
ডিসিসিআই	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ডিসিটি	উপ কর কমিশনার
ডেসকো	ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি
ডিআইএফই	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন অধিদপ্তর

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
ডিজিআইজি	উপপরিদর্শক জেনারেল
ডিএমপি	ঢাকা মহানগর পুলিশ
ডিএনসিসি	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ডিওই	পরিবেশ অধিদপ্তর
ডিওটি	পরিবহন অধিদপ্তর
ডিআর	প রেজিস্ট্রার
ডিএসসিসি	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
ডিডাব্লিউএএসএ	ঢাকা পানি সরবরাহ ও নর্দমা কর্তৃপক্ষ
ইসিএ	পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা
ইসিসি	পরিবেশগত ছাড়পত্র
ইসিআর	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
ইআইএ	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
ইএমপি	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ইপিবি	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ইআরসি	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ
ইএস	উদ্যোগ বিভাগ
ইটিএফ	উন্নত স্বচ্ছতা কাঠামো
ইভি	বৈদ্যুতিক যানবাহন
এফএসসিডি	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
জিটুজি	সরকার থেকে সরকার
জিএইচজি	গ্রীনহাউস গ্যাস
জিওবি	বাংলাদেশের সরকার
জিআরএস	বৈশ্বিক পুনর্ব্যবহৃত মান
জেডএসআই	লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
এইচএসি সিপি	ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
এইচডিপিই	উচ্চ ঘনত্ব পলিথিন
এইচএফসি	হাইড্রোফ্লোরোকার্বন
এইচকিউ	সদর দপ্তর
আইপিও	আমদানি নীতি আদেশ
আইপিপিইউ	শিল্প প্রক্রিয়া ও পণ্য ব্যবহার
আইটিএ	আয়কর আইন
এলসি	ক্রেডিট চিঠি
এলসিসি	অবস্থান অনুমোদন সনদ
এমএমএফ	মানবসৃষ্ট ফাইবার
এমওইএফসিসি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এমআরএসএল	উৎপাদন সীমিত পদার্থের তালিকা
এমটি	মেট্রিক টন
এমআরভি	পরিমাপ, রিপোর্টিং এবং যাচাই
এন/এ	প্রযোজ্য নয়
এনএপি	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
এনইপি	জাতীয় পরিবেশ নীতি
এনআইডি	জাতীয় পরিচয়পত্র
এনএসডব্লিউ	জাতীয় সিঙ্গেল উইন্ডো
ওবিপি	মহাসাগর-নির্ভর প্লাস্টিক
ওইসিডি	অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা
পিই	পলিথিন
পিইটি	পলিথিন টেরেফথালেট
পিপি	পলিপ্রোপিলিন
পিএসএফ	পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার
আরসিএস	পুনর্ব্যবহৃত দাবী মান
আরএমজি	তৈরি পোশাক
এসসিসি	সাইট অনুমোদন সনদ
এসএলএ	সেবা স্তর চুক্তি
এসএমই	ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ
এসএসপি	কঠিন রাষ্ট্র পলিমারাইজেশন
টিসি	লেনদেন সনদ
টিআইএন	কর শনাক্তকরণ নম্বর
ভ্যাট	মূল্য সংযোজিত কর
ডব্লিউইএফ	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম
জেডডিএইচসি	ক্ষতিকর রসায়নের শূন্য নিঃসরণ

ডকুমেন্টে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার তালিকা

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
এফওএলইউ	কৃষি, বন এবং অন্যান্য জমি ব্যবহার: জলবায়ু বিজ্ঞান ও নীতিতে মানুষের কার্যক্রম এবং এর ভূমির প্রভাব বোঝাতে ব্যবহৃত একটি সমষ্টিগত পদ
এ-চালান	স্বয়ংক্রিয় চালান ব্যবস্থা, যা ভ্যাট, কর এবং সরকারি ফি দ্রুত ও নিরাপদে জমা দেওয়ার সুযোগ প্রদান করে
অ্যাড হক আইআরসি	অস্থায়ী আমদানি নিবন্ধন সনদ যা শিল্প ইউনিটের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য ইস্যু করা হয়
এফিডেভিট	স্বেচ্ছায় লেখা বিবৃতি যা শপথ বা নিশ্চয়তার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় এবং কর্তৃপক্ষের সামনে স্বাক্ষরিত হয়
এজিজি	মোট গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন: বিভিন্ন গ্রীনহাউস গ্যাসের মোট পরিমাণ, সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড সমতুল্য (CO_2e) হিসাবে প্রকাশিত
এপিএ	প্যারিস চুক্তি সম্পর্কিত অস্থায়ী কার্যকারি দল, প্যারিস চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রস্তুতির জন্য এবং ইউএনএফসিসিসি-এর কাজকে সহায়তা করার জন্য
একিউআই	বায়ু মান সূচক, বায়ু দূষণ ও এর স্বাস্থ্য প্রভাব বোঝাতে ব্যবহৃত সংখ্যাগত স্কেল
সংস্থাপত্র	একটি কোম্পানির কার্যক্রমের নিয়মাবলী নির্ধারণকারী দলিল, পরিচালক নিয়োগ, দায়িত্ব, ব্যবসার ধরণ ও আর্থিক রেকর্ড পরিচালনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে
অ্যাসাইকুডা	স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস তথ্য ব্যবস্থা যা অধিকাংশ বিদেশী বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে কভার করে
ব্যাংক সলভেন্সি সনদ	একটি লিখিত দলিল যা ব্যক্তির বা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি দায় মেটানোর সক্ষমতা নিশ্চিত করে
বিসিসিএসএপি	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, সরকারের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা
বিল অব এন্ট্রি	আমদানিকর্তা বা রপ্তানিকর্তার দ্বারা পণ্যগুলোর প্রকৃতি, পরিমাণ ও মূল্য ঘোষণা
বিল অব ল্যাডিং	শিপার ও পরিবাহকের মধ্যে আইনি দলিল, যা পণ্যের ধরণ, পরিমাণ ও গন্তব্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে
বন্ড	বন্ড ইস্যুকারীর ঋণপত্র, যা ধারককে প্রদেয়
ডিসির ব্যবসা ও বাণিজ্য শাখা	প্রতিটি ডিসি অফিসের সেই শাখা যা লাইসেন্স, পারমিট, এবং এনওসি সম্পর্কিত কাজ করে
কল সেন্টার	বড় আকারের টেলিফোন রিকোয়েস্ট গ্রহণ বা প্রেরণ করার কেন্দ্রিক অফিস
সংস্থাপনের সনদ	কোম্পানি বা কর্পোরেশন গঠনের আইনি দলিল, রাজ্য আরজেএসসি দ্বারা ইস্যু করা
চালান	পণ্য বা সেবার বর্ণনা, পরিমাণ, তারিখ এবং স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করে বিক্রেতার পক্ষ থেকে গ্রাহককে পাঠানো দলিল
সিআইবি	সম্ভাব্য/বিদ্যমান ঋণযোগ্যতা যাচাই রিপোর্ট, ঋণ প্রদান সিদ্ধান্তে সহায়ক
সিটিজেন চার্টার	সরকারী সেবা মান নিশ্চিত করতে নাগরিকদের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং সেবা সংক্রান্ত অধিকার ও দায়িত্বের বর্ণনা
ডিড	একটি আইনি দলিল যা স্বাক্ষরিত ও বিতরণ করা হয়, বিশেষ করে সম্পত্তি মালিকানা বা আইনি অধিকার সংক্রান্ত
ডিমান্ড নোট	সেবার জন্য বৈধ দাবী স্থাপনের জন্য আবেদনপত্র বা অনুরোধ/ইনভয়েস
ডাইরেক্ট ট্রেডার ইনপুট	ডাইরেক্ট ট্রেডার ইনপুট (ডিটিআই) কিভাবে অ্যাসাইকুডা++ ব্যবহারে কার্যকর হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ	একাধিক কপি রসিদ বই থেকে তৈরি দলিল, যার একটি কপি প্রাপকের জন্য এবং একটি প্রদানকারীর জন্য
ইসিসি	পরিবেশ অনুমোদন সনদ, শিল্প, অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাধ্যতামূলক অনুমোদন
ই-চালান	ইলেকট্রনিক চালান ব্যবস্থা, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্রুত ও নিরাপদে জমা দিতে সক্ষম করে

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলায়)
সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট, যিনি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পণ্য শুল্ক ও ফরওয়ার্ডিং কার্যক্রমে নিযুক্ত থাকেন
ফার্ম	পার্টনারশিপ আইন ১৯৩২ অনুযায়ী নিবন্ধিত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান
গেজেটেড অফিসার	সরকারি গেজেট-এ তালিকাভুক্ত পদে নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা
জিআরএস	বৈশ্বিক পুনর্ব্যবহৃত মান, পুনর্ব্যবহৃত পণ্য ও সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব যাচাই করে
জিএসপি	সাধারণীভূত প্রেফারেন্স সিস্টেম, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর সাধারণ নিয়ম থেকে ছাড় প্রদান করে
জিএসপি উৎস নিয়ম	জিএসপি ট্যারিফ সিস্টেমের অধীনে পণ্যের উৎপত্তি দেশ নির্ধারণের নিয়মাবলী
জিটিপি	সবুজ প্রযুক্তি কর্মসূচি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রচার ও প্রয়োগের জন্য
কার্যনির্বাহী অফিস	লাইসেন্স ইস্যুর কাজ দেখানো অফিস, কখনও কখনও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে
ক্ষতিপূরণ বন্ড	বন্ড ধারককে সম্ভাব্য ক্ষতি হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে
আইএসসিসি	আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব ও কার্বন সনদ, পরিবেশ ও সামাজিক দায়িত্ব নিশ্চিত করে
আইএসও	আন্তর্জাতিক মান সংস্থা, যা মানদণ্ড উন্নয়ন ও প্রকাশ করে
এমআরএসএল	উৎপাদন সীমিত পদার্থের তালিকা, যা উৎপাদনের সময় ব্যবহার নিষিদ্ধ রাসায়নিক অন্তর্ভুক্ত
মিউটেশন	সম্পত্তি হস্তান্তরের পর নতুন মালিকের নাম রেকর্ডে আপডেট করার আইনি প্রক্রিয়া
এন২ও	নাইট্রাস অক্সাইডঃ শক্তিশালী গ্রীনহাউস গ্যাস, কৃষি ও শিল্প কার্যক্রম থেকে নিঃসৃত
ন্যাকম	প্রকৃতি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
এনএপিসিসি	জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা, নীতি ও প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে
এনডিসি	জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান, প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা
এনডিই	ধ্বংসাত্মক নয় এমন মূল্যায়ন, অবকাঠামো ও যন্ত্রাংশ পরীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতি প্রতিরোধ
এনইএম	নিট এনার্জি মিটারিং, গ্রাহককে অতিরিক্ত উৎপাদিত সৌর/বায়ু বিদ্যুতের জন্য অর্থ ফেরত প্রদান
নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান	জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পের জন্য সরাসরি তহবিল গ্রহণের অনুমোদিত
মনোনীত ব্যাংক	আমদানিকর্তার জন্য নির্ধারিত অনুমোদিত ব্যাংক, আমদানি নিবন্ধন সনদে লিয়েন ব্যাংক
ওবিপি	মহাসাগর নির্ভর প্লাস্টিক, পরিবেশ থেকে অপসারণ উৎসাহিত করতে ব্যবহৃত সনদ
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী ২-৫০ অংশীদারযুক্ত নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানি
পিএসআর	আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ অনুযায়ী বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় রিটার্ন জমা প্রমাণ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী ৭ বা তার বেশি অংশীদারযুক্ত কোম্পানি
আরসিএস	পুনর্ব্যবহৃত উপাদান উপস্থিতি যাচাই করে আন্তর্জাতিক মান, সরবরাহ শৃঙ্খল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে
এসএলএ	সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তি, সেবার মান, সময়সীমা, দায়িত্ব নির্ধারণ করে
ট্র্যাকিং নম্বর	শিপমেন্টের জন্য অনন্য কোড, প্রেরক ও প্রাপক উভয়কে অবস্থান ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে সহায়ক
ট্রেজারি চালান	ট্রেজারি ইনভয়েস, বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা প্রধানত নির্ধারিত জমা স্লিপ
ইউনিয়ন পরিষদ	বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট গ্রামীণ প্রশাসনিক ইউনিট
ডাব্লিউইসি	বিশ্ব শক্তি কাউন্সিল, শক্তির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহারের জন্য গ্লোবাল নেটওয়ার্ক
ডাব্লিউআরএপি	জল সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা, সংস্থা বা সরকার কতটা জল ব্যবহার হ্রাস করবে তা নির্দেশ করে
ডব্লিউএসএ	জল নিরাপত্তা মূল্যায়ন, জল সম্পদ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া
জেডসি	শূন্য কার্বন, কার্বন নির্গমন হ্রাসে বিভিন্ন খাতে উদ্যোগ
জেডডিএইচসি	ক্ষতিকর রাসায়নিক শূন্য নিঃসরণ, বস্ত্র ও ফ্যাশন শিল্পে ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রতিরোধ উদ্যোগ

হালকা প্রকৌশল লাইসেন্সিং ম্যাপিং

বাংলাদেশে হালকা প্রকৌশল ব্যবসায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করতে হলে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক, অপারেশনাল এবং গুণগত নিশ্চয়তা সংক্রান্ত আনুমানিক ১৫টি লাইসেন্স ও সার্টিফিকেশন প্রয়োজন হয়। তবে ব্যবসার প্রকৃতি, ধরন এবং রিসাইক্লিং স্তর অনুযায়ী এই সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে।

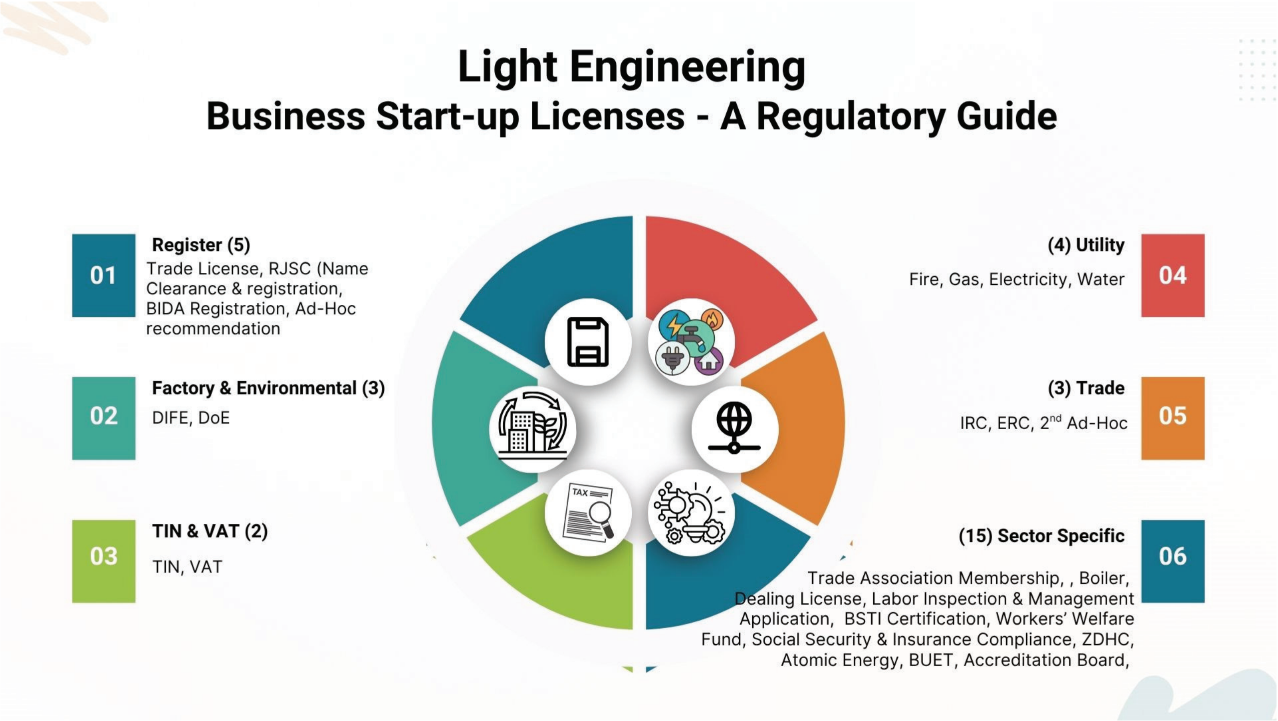

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেট্রিক্স

পাবলিক সেক্টর

মনোগ্রাম	সংস্থার নাম	লিংক	লাইসেন্সের নাম
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)	https://dscc.gov.bd/	ট্রেড লাইসেন্স
Bangladesh Investment Development Authority BIDA	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	https://www.investbangla-desh.gov.bd/	• শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ ও ১০০% বিদেশি বিনিয়োগ) • শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের (অ্যাড-হক) জন্য সুপারিশপত্র
	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ও টেস্টিং ইনস্টিটিশন (বিএসটিআই)	https://bsti.gov.bd/	সার্টিফিকেশন মার্ক (CM) লাইসেন্স
	পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)	https://doe.gov.bd/	পরিবেশগত ছাড়পত্র
	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফে)	https://dife.dhaka.gov-.bd/en	কারখানা নকশা অনুমোদন কারখানা ও প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সনদ
DESCO	ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	https://desco.gov.bd/[2]	বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন
ওয়াসা	Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (DWASA)	https://dwasa.org.bd/[3]	পানি সংযোগ অনুমোদন
	Fire Service and Civil Defense (FSCD)	https://fireservice.gov.bd/	Fire License
	National Board of Revenue (NBR)	https://nbr.gov.bd/	Taxpayer Identification Number (TIN) Certificate VAT Registration

[1] Applicants can obtain a Trade License from the relevant City Corporation, Municipality (Pourashava), or Union Parishad in Bangladesh, depending on the location of their business.

[2] Applicants located outside Dhaka should obtain the required connection, approval, permit, or No Objection Certificate (NOC), as applicable, from the relevant local utility service provider or competent authority in their respective jurisdiction.

[3] Applicants located outside Dhaka should obtain the required connection, approval, permit, or No Objection Certificate (NOC), as applicable, from the relevant local utility service provider or competent authority in their respective jurisdiction.

Logo	Organization's Name	Link	Name of the Licenses
	Office of Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E)	https://olm.ccie.gov.bd/	Import Registration Certificate (IRC – Commercial) Export Registration Certificate (ERC)
	Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSCF)	https://app.roc.gov.bd/	Name Clearance Certificate for Company Registration of (Private and Public) Company Digital Business Identification (DBID) Certificate
	Titas Gas Transmission & Distribution Company Limited	https://titasgas.gov.bd/	Gas Connection Approval
	National Skills Development Authority (NSDA)	https://nsda.gov.bd/	Skills Development Services
	Office of the Chief Inspector of Boilers	https://boiler.gov.bd/	Boiler Approval
	Ministry of Labour and Employment (MoLE)	https://mole.gov.bd/	Labour Monitoring and Compliance

Private Sector

Logo	Organization's Name	Link	Name of the Licenses
	Bangladesh Engineering Industry Owners' Association (BEIOA)	http://www.beioa.org.bd/	Membership Certificate
	Bangladesh Electrical Merchandise Manufacturers Association (BEMMA)	https://bemma.org.bd/	Membership Certificate
	Any Scheduled Bank[4]	https://fid.gov.bd/pages/static-pages/694032ba35ce18e1c05614ba	Opening a Bank Account
	Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)	https://bitac.gov.bd/	Technical and Testing Services
	DCCI MCCI FBCCI		

[4] In Bangladesh, apart from the Central Bank, there are four categories of scheduled banks.

Logo	Organization's Name	Name of the Licenses
BPFMEA	Bangladesh PET Flakes Association	1. Bangladesh PET Flakes Association Membership Certificate
TQCSI	TQCSI Bangladesh	1. Management System Certificate
	Intertek Bangladesh	1. Global Recycle Standard (GRS) 2. Recycled Claimed Standard (RCS) 3. Transaction Certificate 4. Plastic Waste Recycling Certification (EN -15343)
ZDHC	ZDHC is a multi-stakeholder organization	1. Zero Discharge of Hazardous Chemical (ZDHC)
Textile Exchange	Textile Exchange	1. A global non-profit organization

প্রয়োজনীয় লিঙ্কসমূহ

নং	প্রতিষ্ঠান	ওয়েবসাইট
০১	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)	https://app.roc.gov.bd/
০২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ	https://nbr.gov.bd/
০৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	https://mole.gov.bd/
০৪	শিল্প মন্ত্রণালয়	https://moind.gov.bd/
০৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	https://www.investbangladesh.gov.bd/
০৬	পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)	https://doe.gov.bd/
০৭	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	https://epb.gov.bd/
০৮	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)	https://dife.dhaka.gov.bd/en
০৯	প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি (সিআইসি অ্যান্ড ই)	https://olm.ccie.gov.bd/
১০	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি)	https://bscic.gov.bd/
১১	ঢাকা পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ডব্লিউডাব্লিউএসএ)	https://dwasa.org.bd/
১২	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডিএসকো)	https://desco.gov.bd/
১৩	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	https://fireservice.gov.bd/
১৪	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি	https://titasgas.gov.bd/
১৫	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)	https://bsti.gov.bd/
১৬	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ঘঝউঅ)	https://nsda.gov.bd/
১৭	বয়লার প্রধান পরিদর্শক অফিস	https://boiler.gov.bd/
১৮	বাংলাদেশ প্রকৌশল শিল্প মালিক সমিতি (ইঊওঙঅ)	http://www.beioa.org.bd/
১৯	বাংলাদেশ বৈদ্যুতিক মার্চেন্ডাইজ নির্মাতা সমিতি (ইঊগগঅ)	https://bemma.org.bd/
২০	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	https://baec.gov.bd/

অধ্যায় ১

হালকা প্রকৌশল খাতের পরিচিতি

প্রাথমিক বিবরণ

হালকা প্রকৌশলখাত বলতে তুলনামূলকভাবে ছোট, হালকা ও কম মূলধন-নির্ভর যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপাদান উৎপাদনকে বোঝায়, যা শিল্পখাত এবং গৃহস্থালি উভয় ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটায়। এর আওতায় স্পেয়ার পার্টস, টুলস, মোল্ড, কৃষি যন্ত্রাংশ, ফার্নিচারের ফিটিংস, কনজিউমার ডিউরেবলসসহ টেক্সটাইল, অটোমোবাইল, নির্মাণ ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত। ভারী শিল্পের তুলনায় এখানে যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ কম হলেও দক্ষ শ্রম, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের উপর নির্ভরতা বেশি।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উৎপাদন খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাত হচ্ছে হালকা প্রকৌশলশিল্প (LEI), যা কৃষি, টেক্সটাইল, নির্মাণ ও পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন খাতকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই খাতকে দেশের সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে ২০০৪ সালের ৪ মার্চ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে “হালকা প্রকৌশলপণ্য ব্যবসা উন্নয়ন কাউন্সিল (LEPBPC)” গঠন করে। ২০২০ সালে সরকার হালকা প্রকৌশলপণ্যকে “বর্ষসেরা পণ্য” ঘোষণা করে।

হালকা প্রকৌশলখাতে ইতোমধ্যে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো বিনিয়োগ হয়েছে এবং বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ২০,০০০ এসএমই এবং ৬০,০০০ মাইক্রো-উদ্যোগের মাধ্যমে এ খাতে ১০ লক্ষাধিক দক্ষ ও অদক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। খাতটি দেশে বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনিক্সসহ বিভিন্ন শিল্পের কমিশনভিত্তিক আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ৫০ শতাংশের বেশি শিল্প উপকরণ নিজস্বভাবে উৎপাদন করে আসছে। উৎপাদন খাতের মোট জিডিপির ২০ শতাংশের মধ্যে হালকা প্রকৌশলখাতের অবদান প্রায় ২-৩ শতাংশ।

শুরুতে ঢোলাইখাল এবং জিঞ্জিরায় (ঢাকা বিভাগ) হালকা প্রকৌশলশিল্পের ঘনত্ব ছিল। তবে ১৯৮৫ সালের বিধ্বংসী বন্যায় এসব এলাকার শিল্প কঠোরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে দেশজুড়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, গাজীপুর এবং কিশোরগঞ্জে এ খাতের ঘনত্ব রয়েছে। খাতে প্রায় ১০ লক্ষ দক্ষ ও অদক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রকৌশলীদের দ্বারাই সফলভাবে প্রকৌশলজাত পণ্য তৈরি হচ্ছে। মহামারির আগে খাতটির দেশীয় বাজার ছিল প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা এবং প্রতি বছর ২০-২৫% হারে প্রবৃদ্ধি পাচ্ছিল। উৎপাদন খাতে জিডিপির প্রায় ১০% এ খাতের অবদান। ইপিবি ঐঝ ৭২-৮৭ কোডকে হালকা প্রকৌশলরপ্তানি পণ্য হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করে। এসবের মধ্যে লোহা-ইস্পাত (HS72-73), কপার (HS74), স্টেইনলেস স্টিল (HS82), যন্ত্রপাতি (HS84), ইলেকট্রনিক সামগ্রী (HS85) এবং সাইকেল (HS8712) উল্লেখযোগ্য।

সংজ্ঞা

হালকা প্রকৌশলখাত উৎপাদন খাতের একটি উপ-খাত, যেখানে ছোট মাপের যান্ত্রিক উপাদান, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদন করা হয়। হালকা প্রকৌশলপণ্য উন্নয়ন নীতি ২০২২-এ এই খাতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নীতি অনুযায়ী, হালকা প্রকৌশলখাত বলতে ধাতব ও অধাতব উপাদান ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে নিয়োজিত ক্ষুদ্র শিল্পকে বোঝায়, যেখানে ম্যানুয়াল, সেমি-অটোমেটিক এবং অটোমেটিক পদ্ধতির সমন্বয় থাকে। প্রধান পণ্যের মধ্যে রয়েছে হাইড্রোলিক পাওয়ার প্রেস, অটোমোবাইল, পাম্প, রাইস থ্রেশার, পোল্ট্রি ফিড মেশিন, পাওয়ার টিলার, মেটাল ডোর, মিক্সার মেশিন, কাটিং টুলস ইত্যাদি।

যদিও সংজ্ঞাটি বিস্তৃত, তবে নির্দিষ্ট নয়–কোনো ওজন বা আকারের সীমা কিংবা ভ্যালু অ্যাডিশনের মাত্রা উল্লেখ নেই। লাইট ও হেভি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পার্থক্যও এখানে উল্লেখ নেই।

নীতি কাঠামো: হালকা প্রকৌশলইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২২

শিল্প মন্ত্রণালয় হালকা প্রকৌশলশিল্প উন্নয়ন নীতি ২০২২ প্রণয়ন করেছে, যা দেশের সম্ভাবনাময় কিন্তু পর্যাপ্তভাবে বিকশিত নয় এমন এ খাতের জন্য একটি রূপান্তরমূলক রোডম্যাপ সরবরাহ করে। “সকল শিল্পের জননী” হিসেবে হালকা প্রকৌশলখাত পরিচিত যা নির্মাণ, টেক্সটাইল, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম উৎপাদনে অপরিহার্য। নীতিটির লক্ষ্য হল, উদ্ভাবন ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পভিত্তি গঠন। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, শিল্প অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসায়িক পরিবেশ শক্তিশালী করা, নতুন বাজার খুলে দেওয়া এবং পণ্যের গুণমান উন্নয়নের মাধ্যমে খাতকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্য রয়েছে।

নীতি অনুযায়ী, ২০২৭ সালের মধ্যে খাতের জিডিপিতে অবদান ৪০% পর্যন্ত বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

শিল্পনীতি ২০২২-এর প্রেক্ষাপটে

শিল্পনীতি ২০২২ হালকা প্রকৌশলখাতকে টেকসই শিল্পায়নের সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ভারী এবং হাই-টেক শিল্পের সাথে সংযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। সেক্টরটিকে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ওয়ার্কশপের সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা না করে, বরং পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমর্থনকারী একটি মৌলিক শিল্পভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

গার্মেন্টসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানি বৈচিত্র্য আনার অন্যতম উপযোগী খাত হিসেবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গুরুত্ব নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নীতিটি সার্বিক অঙ্গীকার দিলেও, বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে–পুরোনো প্রযুক্তি, অনানুষ্ঠানিক উৎপাদন ব্যবস্থা, দুর্বল অর্থায়ন, দক্ষতার ঘাটতি ইত্যাদি সংকটসমূহ এখনও বিদ্যমান। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়া খাতটি এখনো নিম্নমূল্যের উৎপাদনে সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকিতে আছে।

হালকা প্রকৌশলখাত আমদানি-নির্ভরতা কমাতে এবং শিল্পবৈচিত্র্য বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্রযুক্তি, অর্থায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণায় বাস্তব পদক্ষেপ ছাড়া এর সম্ভাবনা পুরোপুরি অর্জন সম্ভব নয়।

Table 2 Light Engineering Sector (Bangladesh): Condensed Analytical Table

মাত্রা	বর্তমান অবস্থা	সুযোগ	চ্যালেঞ্জ
অর্থনৈতিক অবদান	জিডিপির ২-৩%; প্রায় ১০,০০০ ধরনের পণ্য	আমদানি বিকল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপিতে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর সম্ভাবনা	জাতীয় চাহিদার তুলনায় এখনও আকারে ক্ষুদ্র; অনানুষ্ঠানিকতা প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করছে
অভ্যন্তরীণ বাজার	৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চাহিদা; যার ৫০% অপরিপূর্ণ	আমদানি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদকদের জন্য বিশাল সুযোগ	গুণগত মান, উৎপাদনশীলতা এবং মূল্যগত প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতার ঘাটতি
রপ্তানি	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৩.৫৬ কোটি মার্কিন ডলার, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩০.৬ কোটি মার্কিন ডলার; সর্বোচ্চ ৭৯.৫ কোটি (২০২১-২২) (সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো)	২০৩০ সালের মধ্যে ১২.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লক্ষ্যমাত্রা; ইলেকট্রনিক্স, যন্ত্রপাতি, সাইকেল ইত্যাদি খাতে সম্ভাবনা	অস্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সীমিত বহুমুখীকরণ এবং তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা
নীতি ও অগ্রাধিকার	উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত (শিল্পনীতি ২০২২); বিশেষ প্রণোদনা	কর অবকাশ, শুল্ক মওকুফ, রপ্তানি প্রণোদনা	নীতি বাস্তবায়নে ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের দুর্বলতা
প্রযুক্তি ও দক্ষতা	প্রধানত স্বল্প-প্রযুক্তি ও শ্রম-নিবিড়	সিএনসি মেশিন, রোবোটিক্স, শিল্প ৪.০ প্রয়োগ এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ	গবেষণা ও উন্নয়নের অভাব, যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সনদের ব্যবস্থা নেই; অপ্রচলিত যন্ত্রপাতি
বিনিয়োগ জলবায়ু	জাপান, সিঙ্গাপুর ও চীন থেকে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ আগ্রহ	বিশেষ শিল্পপার্ক, ক্লাস্টার উন্নয়ন, এসএমই-দের জন্য ই-বাণিজ্য সুযোগ	অর্থায়নে প্রবেশাধিকার কঠিন; নিয়ন্ত্রণমূলক জটিলতা

Source: Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)

খাতের বর্তমান অবস্থা

স্পেয়ার পার্টস, কাস্টিং, মোল্ড ও ডাইস, পাইপ ফিটিংস, হালকা যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও মেরামত-সংস্কারের মাধ্যমে হালকা প্রকৌশল খাত বর্তমানে শিল্প, কৃষি ও নির্মাণ খাতকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে। খাতের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন দেশীয়ভাবে উৎপাদিত সুইচ, সকেট, লাইট শেড, চ্যানেল, ক্যাবল, ফ্যান, জেনারেটর ইত্যাদি এখন দেশের চাহিদার ৪৮-৫২% পূরণ করছে। খাতটির রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানিতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩০%।

দেশীয় বাজারের আকার

১৯৫০-এর দশকে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বড় শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদানকারী ছোট ওয়ার্কশপ হিসেবে হালকা প্রকৌশলশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এ খাত দেশীয় চাহিদার প্রায় ৫০% পূরণ করে। মহামারির আগে খাতটির বাজার মূল্য ছিল প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধি ছিল ২০-২৫% বার্ষিক হারে। প্রায় ৩,৮১৫ ধরণের পণ্য উৎপাদন হয়। দেশীয় বাজার চাহিদা ৮.২ বিলিয়ন ডলার, যার ৫০% এখনো অপূর্ণ।

রপ্তানি বাজার

রপ্তানিতে প্রতিবছর প্রায় ৩০% প্রবৃদ্ধি। তবে কাঁচামালের অভাব, সীমিত উৎপাদন সক্ষমতা, পুঁজি স্বল্পতা ও দক্ষতার ঘাটতির কারণে মাত্র প্রায় ২% প্রতিষ্ঠান রপ্তানিতে অংশ নেয়।

রপ্তানি পণ্য:

- পেপার ও সিমেন্ট পণ্য
- সাইকেল ও যন্ত্রাংশ
- ইলেকট্রনিক্স ও লাইট ফিটিংস
- কার্বন রড ও কাস্ট আয়রন
- অটো পার্টস
- ব্যাটারি ও স্ট্যাবিলাইজার
- বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জিন ও নৌযান অংশ

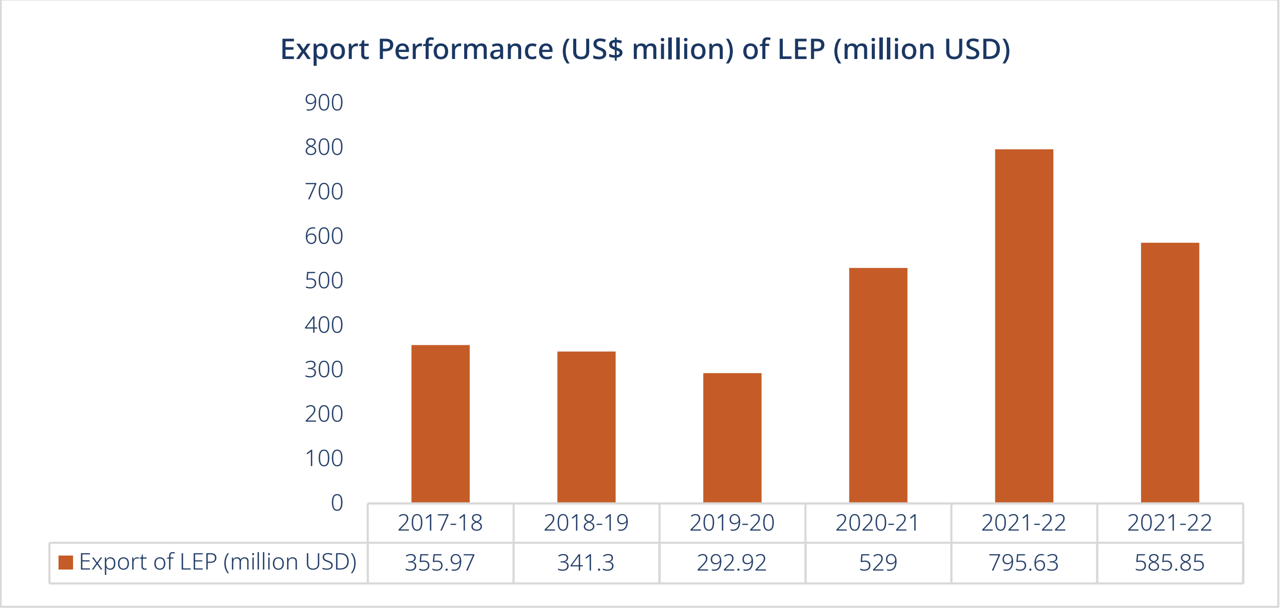

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22
Export of LEP (million USD)	355.97	341.3	292.92	529	795.63	585.85

প্রধান রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান

- RFL (PRAN-RFL গ্রুপ)
- রানার অটোমোবাইলস
- ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
- SMC গ্রুপ, BRB Cables, ইস্টার্ন কেব্‌লস

রপ্তানি প্রধানত হয় ভারত, জাপান, চীন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার কিছু দেশে।

শিল্পায়নে ভূমিকা

হালকা প্রকৌশলখাত:

- কৃষি, পরিবহন, নির্মাণ, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে
- উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও এসএমই প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে
- ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
- প্রযুক্তির স্থানীয় অভিযোজন ও উন্নয়নে সহায়তা করে
- আমদানি নির্ভরতা কমায়
- শিল্পের ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শক্তিশালী করে

SWOT বিশ্লেষণ

হালকা প্রকৌশলখাত শক্তিশালী অর্থনৈতিক খাত হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, তবে প্রযুক্তি, দক্ষতা, অর্থায়ন ও উৎপাদন মান-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। হালকা প্রকৌশলখাতের জন্য SWOT বিশ্লেষণ

হালকা প্রকৌশলখাতের জন্য SWOT বিশ্লেষণ

শক্তি (Strengths)
- অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ
- ব্যয়-সাশ্রয়ী প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি
- সরকারের শক্তিশালী সমর্থন
- অন্যান্য শিল্পের জন্য পশ্চাৎসঞ্চালন (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ) সরবরাহ

দুর্বলতা (Weaknesses)
- প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা
- দক্ষ শ্রমিক ও প্রশিক্ষণের অভাব
- অর্থায়নে অপর্যাপ্ত সুযোগ
- অবকাঠামো ও কাঁচামালের নিম্নমান

সুযোগ (Opportunities)
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ
- আমদানি প্রতিস্থাপনের সুযোগ সম্প্রসারণ
- নির্দিষ্ট উপ-খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি
- সরকারি নীতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

হুমকি (Threats)
- স্বল্পমূল্যের আমদানির প্রতিযোগিতা
- বাণিজ্যিক অগ্রাধিকার সুবিধার পর্যায়ক্রমে বিলুপ্তি
- নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা
- দক্ষতার ঘাটতি ও আগ্রহের অভাব

হালকা প্রকৌশলখাত: একটি টেকসই ইকোসিস্টেমের রূপরেখা

হালকা প্রকৌশল (এলই) খাত বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী শিল্প হিসেবে বিকশিত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা ধারণ করে–একদিকে পোশাকশিল্পের বিকল্প হিসেবে, অন্যদিকে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হিসেবে। প্রকৌশল গবেষণার একটি একক উদ্যোগ একাধিক প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা কর্মশক্তির মধ্য দিয়ে একটি ধারাবাহিক গুণক প্রভাব সৃষ্টি করে।

তিন-স্তরবিশিষ্ট প্রকৌশল ইকোসিস্টেম

একটি টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক হালকা প্রকৌশলশিল্প গড়ে উঠতে পারে তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত স্তরের উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি কাঠামোবদ্ধ কর্মপ্রবাহের মাধ্যমে:

১. গবেষণা ও নকশা স্তর (প্রকৌশলীগণ)

- অত্যাধুনিক গবেষণা পরিচালনা, ধারণাগত নকশা প্রণয়ন, উপকরণ নির্ধারণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপ্টিমাইজেশন।
- বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প খাতের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ এবং উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ অপরিহার্য।
- স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়িত গবেষণা মেধা পাচার রোধ করে এবং উচ্চমূল্যের প্রকৌশল প্রতিভাকে দেশে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

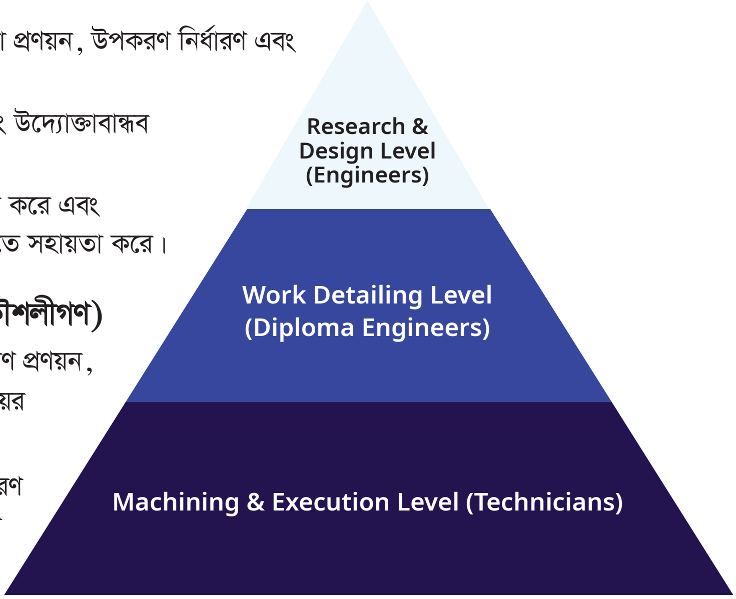

২. কাজের বিস্তারিত পরিকল্পনা স্তর (ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণ)

- কার্যকরী নকশা (ওয়ার্কিং ড্রয়িং), বিস্তারিত বিবরণ প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান, উৎপাদন পরিকল্পনা এবং মাঠ- পর্যায়ের প্রকৌশল কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত।
- স্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) সম্প্রসারণ বেকার ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৩. মেশিনিং ও বাস্তবায়ন স্তর (টেকনিশিয়ানগণ)

- মেশিনিং, ফ্যাব্রিকেশন, সমাবেশ এবং মাঠপর্যায়ের কারিগরি কার্যক্রম সম্পাদন।
- প্রতিটি ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর কাজ বহুসংখ্যক টেকনিশিয়ানের জন্য ভূমিকা সৃষ্টি করে, যা ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে।

স্থানীয় গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ কেন

- স্থানীয় গবেষণা ও নকশা নিশ্চিত করে যে উচ্চমূল্যের প্রকৌশলী চাকরিসমূহ দেশের অভ্যন্তরেই সংরক্ষিত থাকে।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাত যখন সহযোগিতা করে, তখন নতুন উদ্যোক্তার উদ্ভব ঘটে, কেবলমাত্র প্রথাগত চাকরি খোঁজা স্নাতকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না।
- গবেষণার ফলাফল বাণিজ্যিকভাবে কার্যকরী হতে হবে এবং মেধাস্বত্ব (আইপি) কাঠামোর মাধ্যমে সুরক্ষিত হতে হবে।

ক্লাস্টার ভিত্তিক সম্ভাবনা

ঢোলাইখাল ও অন্যান্য হালকা প্রকৌশলক্লাস্টারে ইতিমধ্যে শক্তিশালী মানবসম্পদ সক্ষমতা রয়েছে। তবে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা টহষবধংয করতে হলে গবেষণা-চালিত, মূল্যবান প্রকল্পের প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বিশেষজ্ঞরা এই ক্লাস্টারগুলোকে স্বল্পমূল্যের ফ্যাব্রিকেশন থেকে উচ্চমূল্যের প্রকৌশল উৎপাদনের দিকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম করবেন।

বৈশ্বিক বাজার সম্ভাবনা

বৈশ্বিক হালকা প্রকৌশলবাজার প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের। তার জনমিতির লভ্যাংশ ও উৎপাদন সক্ষমতার কারণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য বাজার শেয়ার দখল করতে পারে, বিশেষত সাইকেলের মতো পণ্য এবং অন্যান্য মূল্য-সংযোজিত প্রকৌশল দ্রব্যের ক্ষেত্রে।

গবেষণা-চালিত পণ্য উন্নয়ন দেশকে সমাবেশ-ভিত্তিক কাজ থেকে উচ্চমূল্যের উৎপাদনের দিকে, মান শৃঙ্খলের উর্ধ্বগতিতে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

অধ্যায় ২

পদ্ধতিগত কৌশল ও কর্মপন্থা

সার-সংক্ষেপ

"হালকা প্রকৌশলসেক্টর ব্যবসা শুরুর লাইসেন্সিং গাইডবুক" প্রণয়ন একটি সুসংগত ও অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে গৌণ সাহিত্য পর্যালোচনার সাথে ব্যাপক স্টেকহোল্ডার পরামর্শক প্রক্রিয়া সমন্বিত হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সামগ্রিক ও ব্যবহারিক নির্দেশিকা তৈরি করা, যা বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশলখাতের নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং বাস্তব চাহিদা উভয়ই প্রতিফলিত করে।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গৌণ গবেষণা

হালকা প্রকৌশলখাতের নিয়ন্ত্রক, প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকারী পরিমণ্ডল বুঝতে একটি ব্যাপক সাহিত্য পর্যালোচনা পরিচালনা করা হয়। প্রধান তথ্যসূত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল:

- হালকা প্রকৌশলশিল্প উন্নয়ন নীতি ২০২২
- শিল্পনীতি ২০২২
- রপ্তানিনীতি ২০২৪-২০২৭
- আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪
- এসএমই নীতি ২০২৫ (খসড়া)
- আয়কর আইন ২০২৩

এই গবেষণা বিল্ড কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'ব্যবসা শুরুর লাইসেন্স: একটি নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা (ষষ্ঠ সংস্করণ, দ্বি-খণ্ড সিরিজ, ২০২৫)' দ্বারা যথেষ্ট সমর্থিত হয়েছিল। এই গাইডবুকটি একটি মৌলিক কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে, যা গঠনগত সামঞ্জস্য বজায় রেখেও হালকা প্রকৌশলখাতের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

স্টেকহোল্ডার পরামর্শক সভা ও মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

গাইডবুকটি যাতে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে তা নিশ্চিত করতে, গবেষণায় বিস্তৃত পরিসরের স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্দৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট ২৩টি মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই) পরিচালনা করা হয়েছে, যেখানে সমিতি, চেম্বার, বেসরকারি খাত, সরকারি সংস্থা এবং শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

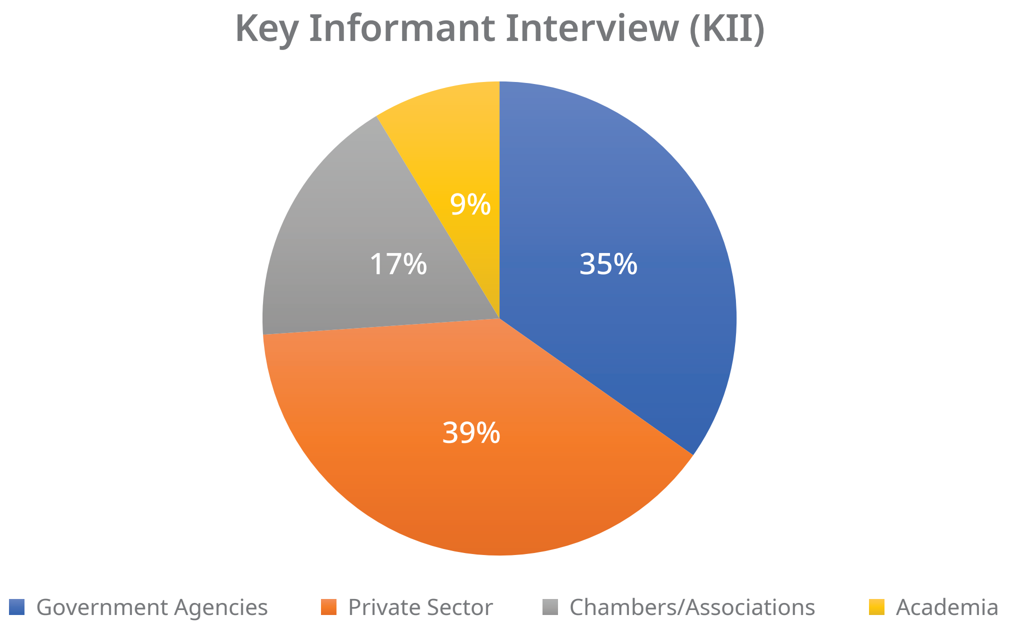

এই সাক্ষাৎকারগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বিইআইওএ), বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমএমএ), বাইসাইকেল অ্যান্ড পার্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমইএ), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), ক্ষুদ্র ও মাঝারি নির্মাতা, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক, উপাদান সরবরাহকারী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (এমওএলই), কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং

ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), সিটি কর্পোরেশন, প্রধান বয়লার পরিদর্শক কার্যালয় এবং শিল্প উন্নয়নে কাজ করা একাডেমিক গবেষকদের মতো সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এই সাক্ষাৎকারগুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে:

- নিয়ন্ত্রক জটিলতা চিহ্নিতকরণ
- প্রকৃত লাইসেন্সিং চ্যালেঞ্জসমূহ বোঝা
- খাত-নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা চিত্রায়ন
- লাইসেন্সিং পদ্ধতির নির্ভুলতা যাচাইকরণ

গবেষণার পরিধি ও পণ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ

শিল্পের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করতে গাইডবুকটিতে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিস্তৃত উপ-খাতসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধান পণ্য শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে:

- অটোমোবাইল ও অটো যন্ত্রাংশ
- কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম
- স্পেয়ার পার্টস ও ধাতব উপাদান
- সবুজ প্রযুক্তি পণ্য
- ব্যাটারি ও সৌরশক্তি উপাদান
- সাইকেল ও সাইকেল আনুষঙ্গিক

এই সমন্বিত চিত্রায়ন ঐতিহ্যগত প্রকৌশল কারখানা এবং উদীয়মান প্রযুক্তি-ভিত্তিক উদ্যোগ উভয়ের জন্যই প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করে।

বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো ও তথ্য ত্রিভূজকরণ

পদ্ধতিগত নকশায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

- সরকারি পরিপত্র, লাইসেন্সিং ফরম, আবেদন প্রক্রিয়া, ফি কাঠামো এবং নবায়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ।
- ডিজিটাল পোর্টাল (আরজেএসসি, এনবিআর, বিএসটিআই, ডিওই, বিডা ইত্যাদি) পর্যালোচনা।
- সাহিত্য, কেআইআই এবং স্টেকহোল্ডার প্রতিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আন্তঃপর্যায় যাচাইকরণ।
- প্রক্রিয়াচিত্র, লাইসেন্স ম্যাট্রিক্স এবং সম্মতি চেকলিস্ট তৈরি।
- এই ত্রিভূজকরণ কৌশল গবেষণা ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা, নির্ভুলতা এবং খাতগত প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করেছে।

যাচাইকরণ ও গুণগত নিশ্চয়তা প্রক্রিয়া

যাচাইকরণ প্রক্রিয়া তিনটি স্তর অনুসরণ করেছে:

a. Internal Review

- BUILD's Research, Dialogue, Advocacy, and Communication Wing reviewed and refined the structure and clarity of the draft.

b. External Feedback

- Draft components were shared with associations, regulators, and subject-matter experts to review technical accuracy.

c. ILO Technical Review

- The ILO ensured that the document aligns with formalization objectives under "Facilitating the Transition to Formality: Enhancing Business Information, Development Services, and Policy Inputs in Bangladesh."

১. প্রাথমিক যাচাই: গবেষণা টিমের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ও সংশোধন।

২. বহিঃস্থ পর্যালোচনা: প্রাসঙ্গিক সরকারি সংস্থা এবং খাত বিশেষজ্ঞদের কাছে খসড়া প্রেরণ ও তাদের মতামত অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩. চূড়ান্ত অনুমোদন: বিল্ড -এর নেতৃত্ব ও অংশীদারদের সাথে চূড়ান্ত আলোচনা ও স্বীকৃতি।

প্রত্যাশিত ফলাফল ও অবদান

চূড়ান্ত গাইডবুকটি ছড়িয়ে থাকা নিয়ন্ত্রক তথ্যসমূহ একটি প্রবেশযোগ্য বিন্যাসে সংহত করেছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সরবরাহ করে:

- একটি হালকা প্রকৌশলব্যবসা শুরু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল লাইসেন্সের পূর্ণাঙ্গ চিত্র
- স্পষ্ট ধাপে ধাপে পদ্ধতি
- দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার বিবরণ, আনুমানিক খরচ এবং প্রক্রিয়াকরণ সময়
- নবায়নের প্রয়োজনীয়তা
- লাইসেন্সিং ধাপগুলি দৃশ্যত সহজবোধ্য করার জন্য প্রক্রিয়াচিত্র

গাইডবুকটির উদ্দেশ্য হল:

- নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা
- আনুগত্যের ব্যয় হ্রাস করা
- এসএমইগুলোর আনুষ্ঠানিককরণে সহায়তা করা
- ব্যবসা করার সহজতা উন্নত করা
- বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উৎপাদন খাতগুলোর একটির প্রতিযোগিতামূলকতা শক্তিশালী করা

অধ্যায় ৩

রেগুলেটরি ইস্যু

(সাধারণ লাইসেন্স/সার্টিফিকেট/পারমিট/ নিবন্ধন/অনুমতি পত্র ইত্যাদির বিবরণ)

সাধারণ লাইসেন্সসমূহ

বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে, তা বাণিজ্যিক, উৎপাদনমূলক বা সেবা খাতেই হোক না কেন, বৈধ ও কার্যক্রমগত সম্মতি নিশ্চিত করতে একটি ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রক অনুমোদন ও লাইসেন্স সংগ্রহ আবশ্যক। সাধারণত, উদ্যোক্তাদেরকে পনেরো (১৫) টি মূল লাইসেন্স ও নিবন্ধন নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়, যার সূচনা হয় ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (টিআইএন), ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যবসায়িক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকে। নিগমিত সত্তার জন্য নাম ছাড়পত্র সার্টিফিকেট এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এর সাথে নিবন্ধন অপরিহার্য।

শিল্প প্রকল্পগুলির জন্য আরও প্রয়োজন হয় কারখানা লেআউট, স্থাপনা নির্মাণ এবং শিল্প উৎপাদনের অনুমোদন, পাশাপাশি অগ্নি নিরাপত্তা, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ লাইসেন্স। এছাড়াও, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের জন্য প্রয়োজন হয় আমদানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট (আইআরসি), রপ্তানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট (ইআরসি) এবং ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর (বিআইএন)

এই সমস্ত প্রক্রিয়া একসাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং বাংলাদেশের কর, নিরাপত্তা ও খাতভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সাথে সঙ্গতি নিশ্চিত করে। একটি নতুন উদ্যোগের জন্য এই মৌলিক লাইসেন্স ও অনুমতিসমূহ প্রাপ্তির বিস্তারিত প্রক্রিয়া নিচে উপস্থাপন করা হলো।

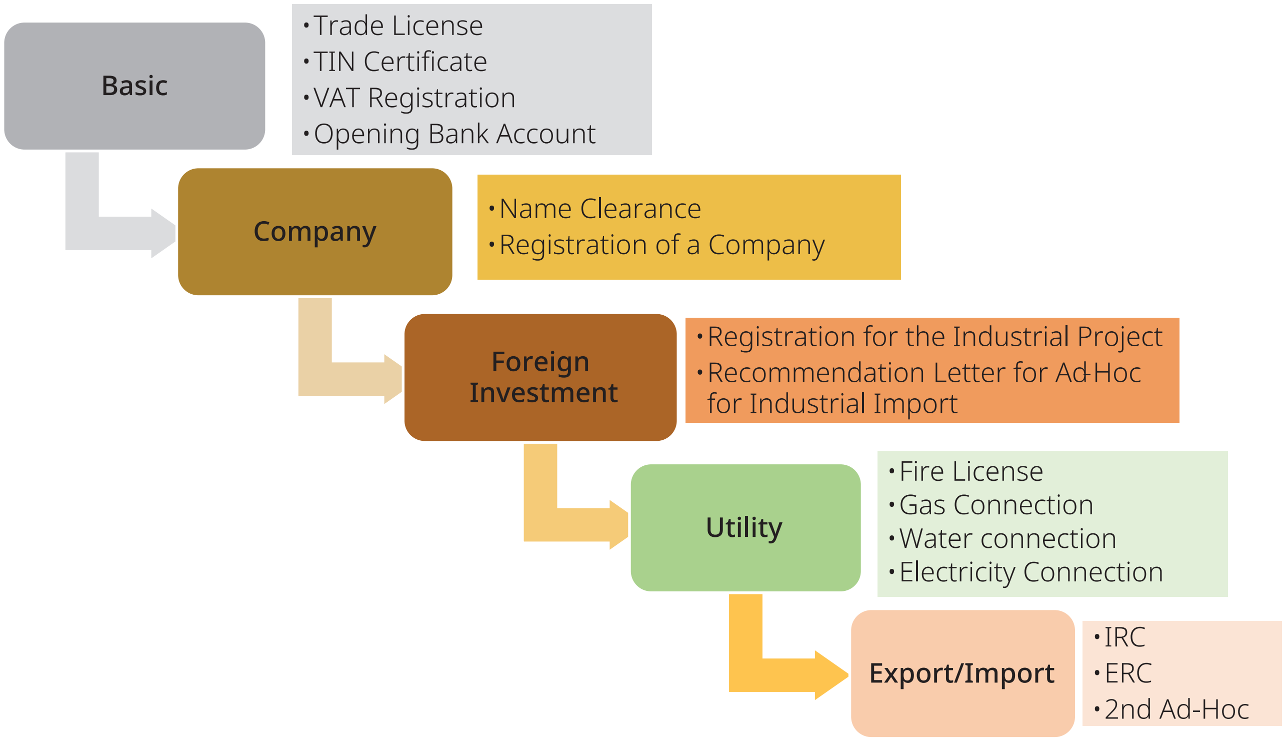

ট্রেড লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	ব্যবসা পরিচালনার আইনগত অনুমতি প্রাপ্তি। বাংলাদেশে যেকোনো ব্যবসা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ মানতে বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক।
যাদের জন্য প্রয়োজন	প্রোপ্রাইটরশিপ, পার্টনারশিপ এবং লিমিটেড কোম্পানি সহ সবধরনের ব্যবসায়; এছাড়াও যারা ট্রেডিং, সেবা বা উৎপাদন কার্যক্রমে যুক্ত। মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ – সব ধরনের উদ্যোক্তার জন্য প্রযোজ্য।
সময়কাল	সারা দেশে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদান করা হয়।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প্লট নং ২৩-২৬, রোড নং ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ফোন: +৮৮ ০২-৯৮৬০৬৮৮ ওয়েবসাইট: www.dncc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিঙ্ক	http://erevenue.dncc.gov.bd

নবায়ন

সময়কাল	বাৎসরিক (আবেদনকারী একবারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারেন)
মাধ্যম	অনলাইন ও অফলাইন (ই-ট্রেড লাইসেন্স, স্থানীয় সরকার বিভাগ) https://www.etradelicense.gov.bd/DefaultEng

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পূর্বশর্ত	বৈধ ও হালনাগাদ নাগরিকত্ব থাকতে হবে।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	নির্ধারিত আবেদনপত্র	http://erevenue.dncc.gov.bd
	সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি	৩ কপি, ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সত্যায়িত
	ভাড়ার চুক্তিপত্র / মালিকানার প্রমাণপত্র	সম্পত্তি নিজস্ব হলে হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদ প্রদান করতে হবে
	ভাড়া প্রদানের রশিদ	রশিদের একটি অনুলিপি
	স্মারকলিপি (Memorandum) – লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে	কেবল লিমিটেড কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য
	জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মূলের অনুলিপি
	পরিশোধিত মূলধন	কেবল লিমিটেড কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য
	কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN)	
	ব্যাংক সলভেন্সি সনদ	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	লগ-ইন করুন http://erevenue.dncc.gov.bd
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় সব তথ্যসহ ফরম পূরণ করে জমা দান
ধাপ ৩	লাইসেন্সিং সুপারভাইজার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ধাপ ৪	পরিদর্শন প্রতিবেদন ইতিবাচক হলে আবেদনকারীকে অবহিতকরণ
ধাপ ৫	আবেদনকারী কর্তৃক পোর্টালের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি পরিশোধ
ধাপ ৬	আবেদনকারী কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ

প্রক্রিয়াচিত্র

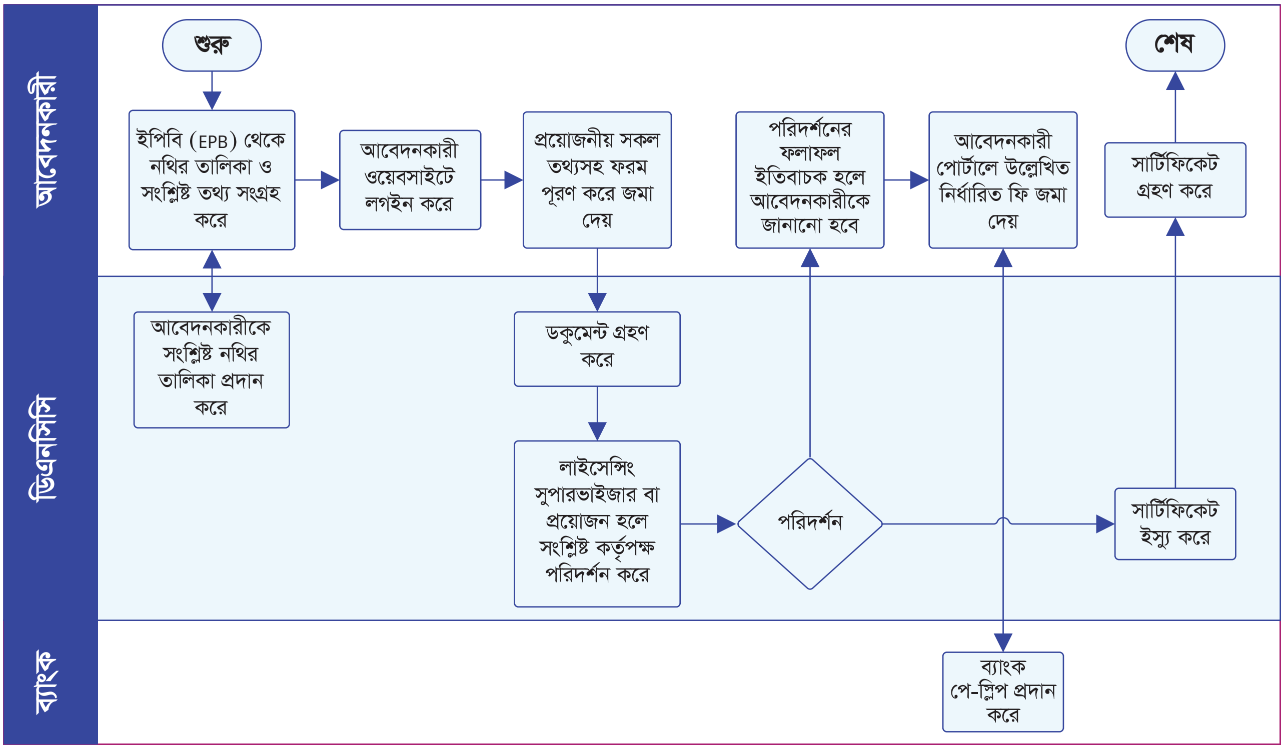

ফি

আবেদন ফরম	১০.০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	ব্যবসার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

এসএলএ/ সময়	৩-৭ কার্যদিবস (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)
প্রক্রিয়াকরণের স্বাভাবিক সময়	যদি আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি সঠিকভাবে প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়, তাহলে লাইসেন্স ইস্যু করার প্রক্রিয়ায় সাধারণত কোনো বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটার কারণ হলো, অনেক আবেদনকারী সম্পূর্ণ বা যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত হালনাগাদ নথি প্রদান করতে ব্যর্থ হন। এর ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের ডিসক্রিশনারি ট্রিটমেন্টের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া, অনথিভুক্ত শর্তাবলিও বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র		
	কাগজপত্র	**মন্তব্য**
	বিদ্যমান ট্রেড লাইসেন্স নম্বর	সনাক্তকরণের জন্য
	নবায়ন ফি	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী

প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়াকরণের ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী পোর্টালের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স নম্বর জমা দেবেন
ধাপ ২	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ১-৫ বছরের নবায়ন ফি পরিশোধ করবেন
ধাপ ৩	নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করবেন

ফি

	ব্যবসার ধরন ও আকার অনুযায়ী নবায়ন ফি নির্ধারিত হয়, যার সঙ্গে প্রযোজ্য সারচার্জ, ভ্যাট এবং আয়কর অন্তর্ভুক্ত থাকে।

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ	• অতিরিক্ত নথিপত্র এবং ওভারল্যাপিং শর্তাবলি • ম্যানুয়াল/ ম্যানুয়াল-ডিজিটাল মিশ্র প্রক্রিয়া • স্বচ্ছতার অভাব এবং প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা • বার বার নবায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া • সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অদক্ষতা • পরিদর্শনে বিলম্ব • সামঞ্জস্যের অভাব
স্থানভেদে পার্থক্য তারতম্য	সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলোর ফি এবং কাগজপত্রের শর্তাবলির মধ্যে স্থানভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে।
যোগাযোগ	ডিএনসিসি কার্যালয়

করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে কোনো কোম্পানিকে বৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে ও কর পরিশোধের জন্য করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রয়োজন।
যাদের জন্য প্রয়োজন	নতুন নিবন্ধিত কোম্পানি বা যেসব প্রতিষ্ঠানের টিআইএন নম্বর নেই।
যেখানে প্রযোজ্য	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অর্থ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আয়কর উইং রাজস্ব ভবন প্লট নং এফ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.incometax.gov.bd

নবায়ন

কত বার	প্রযোজ্য নয়
মাধ্যম	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	আরজেএসসি-এর আওতায় কোম্পানি নিবন্ধন অথবা ডিসি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি করপোরেশনের অধীনে নিবন্ধন।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	কোম্পানির নিবন্ধিত নাম	আরজেএসসি নিবন্ধন অনুযায়ী
	ইনকরপোরেশন নম্বর ও তারিখ	আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত
	কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা	
	অনুমোদিত ব্যক্তির নাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি
	ইউনিক মোবাইল নম্বর	যাচাইকরণ ও যোগাযোগের জন্য
	সার্টিফিকেট ডেলিভারির জন্য ইমেল ঠিকানা	

দ্রষ্টব্য: আরজেএসসি নিবন্ধিত নয় এমন কোম্পানিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এনরোলমেন্ট ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে।
ডকুমেন্ট আপলোড সবসময় প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত সকল দলিল ও নথিপত্র প্রস্তুত রাখা উচিত।
ব্যাংক সলভেন্সি সনদ

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী কর্তৃক প্রবেশঃ https://www.incometax.gov.bd
ধাপ ২	ফর্ম পূরণ
ধাপ ৩	সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন কোড প্রাপ্তি
ধাপ ৪	অন্যান্য তথ্য প্রদান
ধাপ ৫	অনলাইনে ফর্ম জমা
ধাপ ৬	ইমেইলে সার্টিফিকেট গ্রহণ
ধাপ ৭	টিআইএন সার্টিফিকেট গ্রহণ

প্রক্রিয়াচিত্র

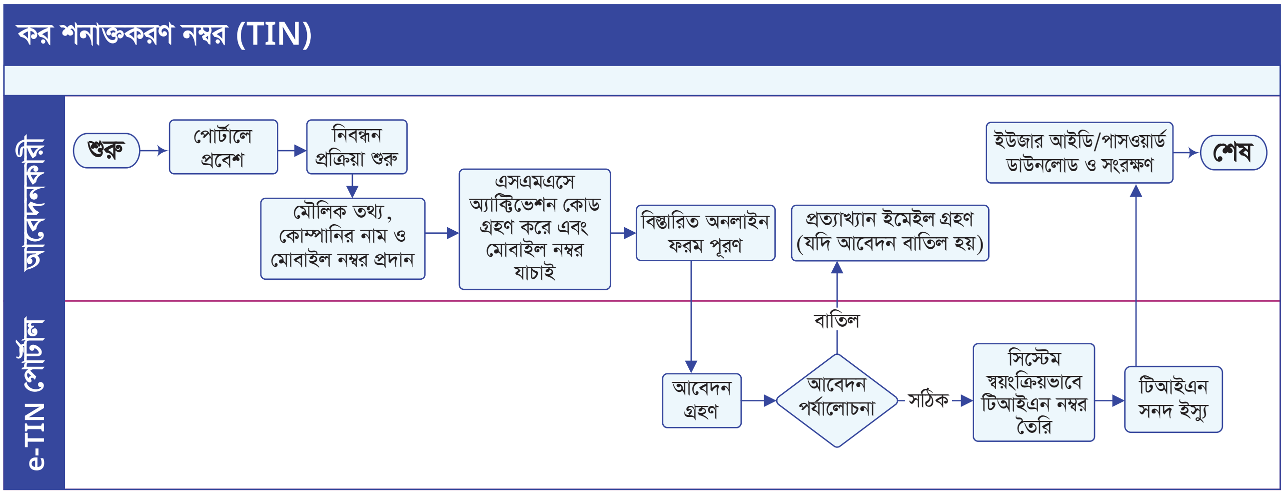

ফি

আবেদন ফর্ম	কোনো ফি নেই
লাইসেন্স ফি	
অন্যান্য চার্জ	

সময়সীমা

এসএলএ / সময়	৩০ মিনিট
সাধারণ প্রসেসিং সময়	সহায়তাকারী সেবা প্রদানকারীর সম্পৃক্ততা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত খরচ সৃষ্টি করতে পারে।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ	• ভুল ফর্ম পূরণ করা • ভুল তথ্য (যেমন: নামের বানান, মোবাইল নম্বর) • ঠিকানা কেন্দ্রিক অসামঞ্জস্য
স্থানভেদে পার্থক্য	সার্কেল অফিস
যোগাযোগ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন)/ ভ্যাট নিবন্ধন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী ভ্যাট সম্মতির জন্য ব্যবসায় সনাক্তকরণ নম্বর (BIN) সংগ্রহ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যে কোনো ব্যবসা যা ভ্যাটযোগ্য পণ্য/সেবা বিক্রয়, উৎপাদন বা আমদানি-রপ্তানিতে জড়িত।
ব্যাপ্তি	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অর্থ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আয়কর উইং রাজস্ব ভবন প্লট নং এফ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ টেলিফোন: (+৮৮) ০২২২২২১৭৭০০-০৯
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.nbr.gov.bd

নবায়ন

কত বার	প্রযোজ্য নয়
মাধ্যম	অনলাইন (feedbackvat@nbr.gov.bd)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এবং টিআইএন সার্টিফিকেট। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যক্রম অনুযায়ী আইআরসি/ইআরসি প্রয়োজন হতে পারে।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	বৈধ ট্রেড লাইসেন্স	মূল কপির অনুলিপি
	টিআইএন সার্টিফিকেট	মূল কপির অনুলিপি
	আমদানি/রপ্তানি নিবন্ধন সনদের অনুলিপি	প্রযোজ্য হলে
	সব ব্যবসা আউটলেটের ঠিকানাসহ তালিকা	
	ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (মূল)	
	বিডা নিবন্ধন সনদের অনুলিপি	প্রযোজ্য হলে
	মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
	মালিক/ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাসপোর্ট সাইজ ছবি	২ কপি
	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দলিল বা মালিকানার প্রমাণ	মূল কপির অনুলিপি

নোট: নিবন্ধনের পর বিআইএন অবশ্যই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন করতে হবে এবং ভ্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র যথাযতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	এনবিআর জোনাল অফিস বা এনবিআর ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় নথিসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র জমা
ধাপ ৩	এনবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত নথি যাচাই
ধাপ ৪	প্রয়োজন হলে এনবিআর কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
ধাপ ৫	আবেদনকারী কর্তৃক ভ্যাট নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করে

প্রক্রিয়া চিত্র

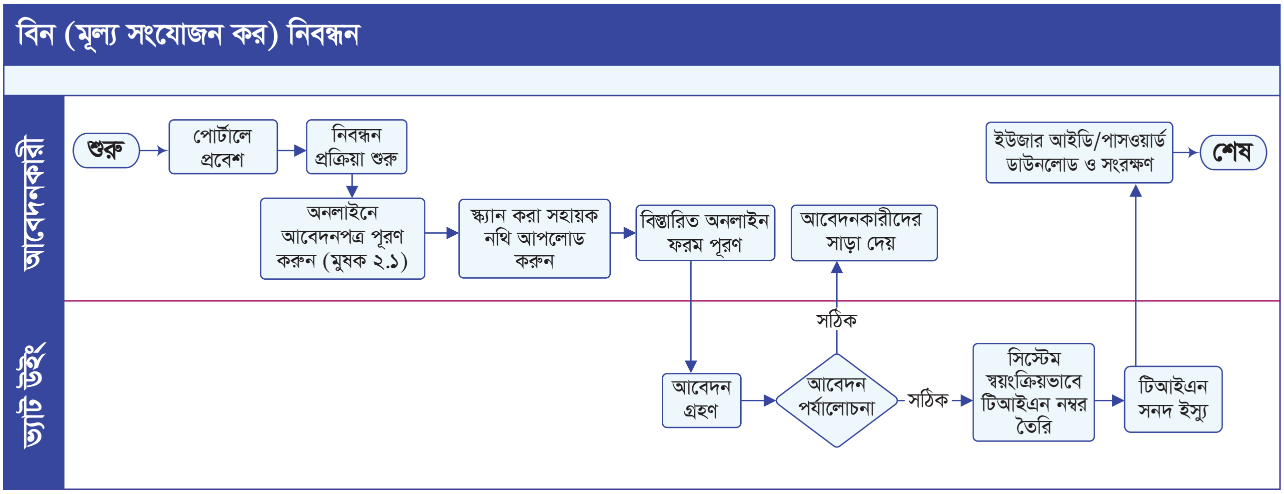

ফি

আবেদন ফর্ম	কোনো সরকারি ফি বা অন্যান্য চার্জ নেই।
লাইসেন্স ফি	
অন্যান্য চার্জ	

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

এসএলএ / সময়	৭-১৪ দিন
সাধারণ প্রসেসিং সময়	৭-১৪ দিন
প্রক্রিয়ায় বিলম্ব এড়াতে সমস্ত জমাকৃত নথি যথাযথভাবে সত্যায়িত এবং সম্পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত করুন। ভ্যাট বিধিমালা মেনে চলুন।	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ জটিলতা	• ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য • যথাযথ নথিপত্র না থাকা বা পুরোনো নথি প্রদান • ভ্যাট রেট নিয়ে বিভ্রান্তি • অনলাইন পোর্টালের কারিগরি সমস্যা • ব্যবসার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য ভুলভাবে বোঝা • ব্যবসায় আগ্রহের অভাব
স্থানীয় ভিন্নতা	ভ্যাট সার্কেল
যোগাযোগ	এনবিআর ভ্যাট উইং

বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা

বাংলাদেশে একটি ব্যবসা শুরু করতে হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রথম ধাপ। উদ্যোক্তাকে একটি তফসিলি ব্যাংক নির্বাচন করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করতে হয়, যেমন ট্রেড লাইসেন্স (বা শুরুর পর্যায়ে থাকা প্রতিশষ্ঠানের ক্ষেত্রে নামের ছাড়পত্র), কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা নিবন্ধনের কাগজপত্র। সাধারণত অ্যাকাউন্টটি ব্যবসার নামে খোলা হয়, যাতে সমস্ত আর্থিক লেনদেন আইনগতভাবে রেকর্ড হয় এবং স্বচ্ছ থাকে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ:

একটি ব্যবসায়িক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ আলাদা রাখতে সাহায্য করে, সঠিক আর্থিক নথি সংরক্ষণ নিশ্চিত করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধানসমূহ মেনে চলতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান অর্থ গ্রহণ, সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান, ঋণ বা ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণসহ বিভিন্ন লেনদেন নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারে। তাছাড়া, কোম্পানি নিবন্ধন এবং বিভিন্ন লাইসেন্স প্রক্রিয়ায় বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রমাণ আবশ্যক -- যা ব্যবসা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার মৌলিক ধাপ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ব্যবসার ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

ব্যবসার ধরন	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
একক স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান	• বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট • ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট • মালিকের সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি • ব্যবসার ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল বা ভাড়ার চুক্তিপত্র)
পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান	• পার্টনারশিপ ডিড (প্রযোজ্য হলে নিবন্ধিত) • বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • পার্টনারশিপের জন্য টিআইএন সার্টিফিকেট • সকল পার্টনারের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট কপি • সকল পার্টনারের পাসপোর্ট সাইজ ছবি • অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পার্টনারশিপ রেজল্যুশন • ব্যবসার ঠিকানার প্রমাণ
লিমিটেড কোম্পানি	• আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট • মেমোরেনডাম এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন • ফর্ম ঢও৩ (পরিচালকদের বিবরণ) – আরজেএসসি থেকে • বৈধ ট্রেড লাইসেন্স • কোম্পানির টিআইএন সার্টিফিকেট • সকল পরিচালকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট কপি • অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীদের পাসপোর্ট সাইজ ছবি • বোর্ড রেজল্যুশন (অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন) • নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানার প্রমাণ

একটি চলতি হিসাব (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) খোলার জন্য পছন্দের ব্যাংক নির্বাচন করা, শাখায় গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হয়। প্রাথমিক জমা প্রদান করার পর ব্যাংক আপনার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, এবং প্রক্রিয়া শেষ হলে আপনার অ্যাকাউন্ট সক্রিয় হয়ে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংকে অনলাইন সেবা রয়েছে এবং সব নথি প্রস্তুত ও হালনাগাদ থাকলে মাত্র একবার শাখায় গিয়ে এক দিনের মধ্যেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব।

নামের ছাড়পত্র সনদ

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) জন্য নামকরণ নামের ছাড়পত্র সনদ একটি পূর্বশর্ত।
যাদের প্রয়োজন	নতুন কোম্পানি, সমিতি বা ট্রেড সংগঠনের প্রমোটররা।
স্থানিক পরিধি	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি), টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd I‡qemvBU: www.roc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://app.roc.gov.bd/

নবায়ন

কতবার	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন (https://app.roc.gov.bd/)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	প্রস্তাবিত নতুন সত্তার প্রমোটর হতে হবে।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**কাগজপত্র**	**মন্তব্য**
	নামের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন	
	প্রমোটরদের ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	শুধু কোম্পানির জন্য

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করে
ধাপ ২	আরজেএসসি ওয়েবসাইটে ই-অ্যাকাউন্ট খোলে
ধাপ ৩	আরজেএসসি ওয়েবসাইটে প্রাথমিক নাম অনুসন্ধান করে
ধাপ ৪	ফি জমা দেয়
ধাপ ৫	টাকা জমার রসিদ/মানি রিসিপ্ট জমা দেয়
ধাপ ৬	নেম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে

প্রক্রিয়াচিত্র

নাম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

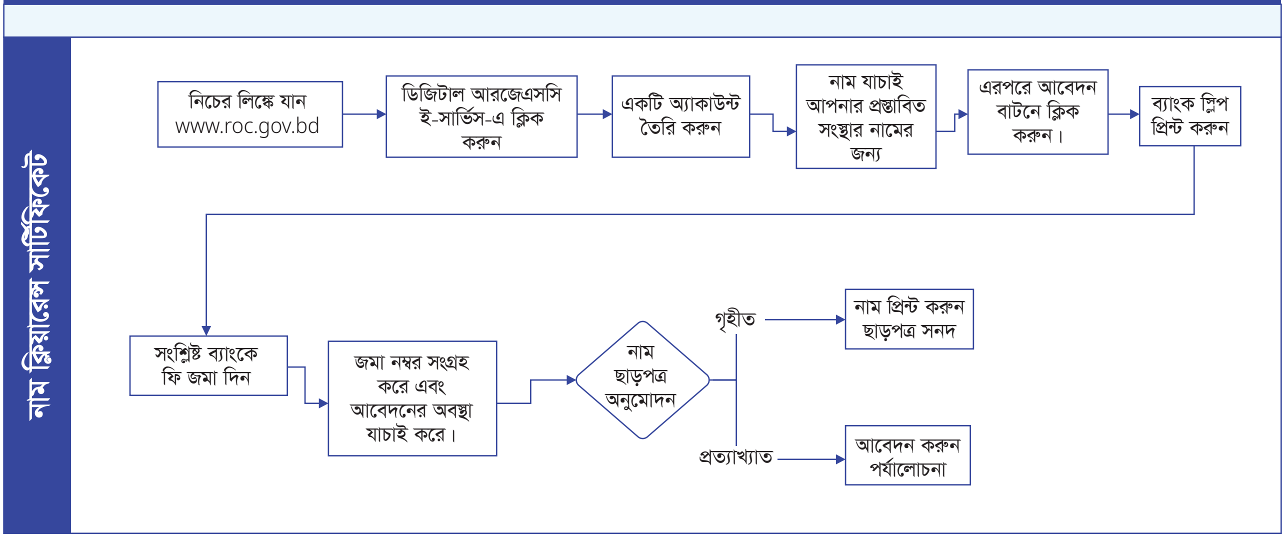

ফি

আবেদন ফর্ম	অনলাইন
লাইসেন্স ফি	কোম্পানির জন্য নেম ক্লিয়ারেন্স (NC): প্রস্তাবিত প্রতিটি নামের জন্য ৫০০ টাকা পার্টনারশিপ ফার্মের জন্য NC: ৫০০ টাকা সোসাইটির জন্য NC: ২,০০০ টাকা ট্রেড অর্গানাইজেশনের জন্য NC: ৫০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	কোনো নির্দিষ্ট চার্জ নেই

প্রক্রিয়াকরণের সময়

স্ট্যাচুয়েটরি এসএলএ	৪ ঘণ্টা
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	১ দিন

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• প্রস্তাবিত নামের সমস্যা (সম্পূর্ণ আলাদা না হওয়া) • আবেদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা • ওয়েবসাইট ও সার্ভারজনিত সমস্যা (ইন্টারনেট সংযোগ, সার্ভার ডাউন ইত্যাদি)
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি), টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd

কোম্পানি নিবন্ধন (প্রাইভেট ও পাবলিক)

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশে একটি কোম্পানির আইনগত ভিত্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	প্রাইভেট কোম্পানি, পাবলিক কোম্পানি, ওয়ান পার্সন কোম্পানি (OPC), বিদেশি কোম্পানি, ট্রেড অর্গানাইজেশন, সমিতি (Societies), এবং পার্টনারশিপ ফার্ম।
যেখানে প্রযোজ্য	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি) টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://app.roc.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন সম্পন্ন হয়।
পদ্ধতি	অনলাইন (https://app.roc.gov.bd/)

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	বৈধ নেম ক্লিয়ারেন্স সনদ থাকতে হবে (বিদেশি কোম্পানি এবং পার্টনারশিপ ফার্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই)।	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়। বিস্তারিত তালিকা মূল টেক্সটেদেখুন।		
প্রতিষ্ঠানের ধরন	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র**	
প্রাইভেট কোম্পানি	১। মেমোরেনডাম I আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল কপি + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং পরিবর্তনের নোটিশ [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX পূরণকৃত: পরিচালকের কার্যনির্বাহের সম্মতি [ধারা ৯২] ৫। ফরম X পূরণকৃত: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII পূরণকৃত: পরিচালক, ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ৮। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারি চালানের (ফটোকপি) রসিদ	
প্রাইভেট কোম্পানি	১। মেমোরেন ডাম I আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল কপি + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা এবং পরিবর্তনের নোটিশ [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX পূরণকৃত: পরিচালকদের কার্যনির্বাহের সম্মতি [ধারা ৯২] ৫। ফরম X পূরণকৃত: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII পূরণকৃত: পরিচালক/ম্যানেজার/ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। ফরম XIV পূরণকৃত: ব্যবসা শুরু করার পূর্বে ঘোষণাপত্র (প্রসপেক্টাসের পরিবর্তে বিবৃতি জমা দিলে প্রযোজ্য) [ধারা ১৫০] ৮। ফরম XI (প্রয়োজন হলে): প্রস্তাবিত কোম্পানিতে যোগ্যতার শেয়ার গ্রহণের চুক্তি [ধারা ৯২] ৯। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ১০। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও ট্রেজারি চালানের ফটোকপি	

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
ওপিসি	১। ফরম XXXVI পূরণকৃত: কোম্পানির চার্টার/স্ট্যাচুট/মেমোরেনডাম/আর্টিকেলস (কোম্পানির গঠনসংক্রান্ত দলিল) ২। ফরম XXXVII পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড/প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ৩। ফরম XXXVIII পূরণকৃত: পরিচালক ও ম্যানেজারদের তালিকা [ধারা ৩৭৯] ৪। ফরম XXXIX পূরণকৃত: নোটিশ–সার্ভিস গ্রহণের অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ [ধারা ৩৭৯] ৫। ফরম XLII পূরণকৃত: বাংলাদেশে ব্যবসা স্থানের ঠিকানা ও পরিবর্তনসমূহ [ধারা ৩৭৯(১)] ৬। নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংক থেকে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর অনুমতি
বিদেশি কোম্পানি	১। ফরম XXXVI পূরণকৃত: কোম্পানির চার্টার/স্ট্যাচুট/মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস (কোম্পানির গঠনসংক্রান্ত দলিল) ২। ফরম XXXVII পূরণকৃত: রেজিস্টার্ড বা প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ৩। ফরম XXXVIII পূরণকৃত: পরিচালক ও ম্যানেজারদের তালিকা [ধারা ৩৭৯] ৪। ফরম XXXIX পূরণকৃত: সার্ভিস গ্রহণের অনুমোদিত ব্যক্তিদের রিটার্ন [ধারা ৩৭৯] ৫। ফরম XLII পূরণকৃত: বাংলাদেশে প্রধান ব্যবসা স্থানের ঠিকানা বা পরিবর্তনসমূহ [ধারা ৩৭৯(১)] ৬। তফসিলি ব্যাংক থেকে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট ৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর অনুমতি
ট্রেড অর্গানাইজেশন	১। মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন – মূল + ২ কপি ২। ফরম I পূরণকৃত: নিবন্ধন ঘোষণা [ধারা ২৫] ৩। ফরম VI: রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা ও পরিবর্তন [ধারা ৭৭] ৪। ফরম IX: পরিচালকের সম্মতিপত্র [ধারা ৯২] ৫। ফরম X: পরিচালক হওয়ার জন্য সম্মত ব্যক্তিদের তালিকা [ধারা ৯২] ৬। ফরম XII: পরিচালক/ম্যানেজার/ম্যানেজিং এজেন্টদের বিবরণ [ধারা ১১৫] ৭। সরকারি লাইসেন্স (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রেড লাইসেন্স) ৮। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র ৯। বিশেষ আঠাযুক্ত স্ট্যাম্প ও ট্রেজারি চালানের ফটোকপি
সোসাইটি	১। মেমোরেনডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ২। নেম ক্লিয়ারেন্সের প্রমাণপত্র
পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান	১। ফরম ও: নিবন্ধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ২। পার্টনারশিপ ডিড

ফি

আবেদন ফরম	অনলাইন
লাইসেন্স ফি	কোম্পানি/পার্টনারশিপ ফার্ম/ট্রেড অর্গানাইজেশন: ৫০০ টাকা সোসাইটি: ২,০০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

স্ট্যাচুয়েটরি এসএলএ/অনলাইন	
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	৩০ দিন

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	অনুগ্রহ করে প্রথমে ইমেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে বিডা (BIDA) পোর্টালে (https://app.roc.gov.bd/) একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ২	আবেদনকারী অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
ধাপ ৩	আবেদন ফরম সম্পূর্ণভাবে পূরণ করুন (বাধ্যতামূলক ঘরগুলো বাদ দেবেন না)।
ধাপ ৪	সমস্ত তথ্য পুনরায় যাচাই করুন এবং আবেদন সেভ করুন।
ধাপ ৫	প্রাসঙ্গিক সকল নথির স্ক্যান কপি আপলোড করুন।
ধাপ ৬	পূর্ণাঙ্গ আবেদন সেভ করে জমা দিন।
ধাপ ৭	আবেদন অনুমোদিত হলে আবেদনকারীকে ফি জমা দেওয়ার জন্য জানানো হবে।
ধাপ ৮	নির্দেশনা অনুযায়ী পেমেন্ট গেটওয়ে বা কাউন্টারের মাধ্যমে ফি জমা দিন।
ধাপ ৯	নির্ধারিত দিনের জন্য অপেক্ষা করুন।
ধাপ ১০	আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে অনুমোদন/সনদ/নিবন্ধন/পারমিট সংগ্রহ করবেন।

প্রক্রিয়া চিত্র

HTTPS://APP.ROC.GOV.BD/ (online)

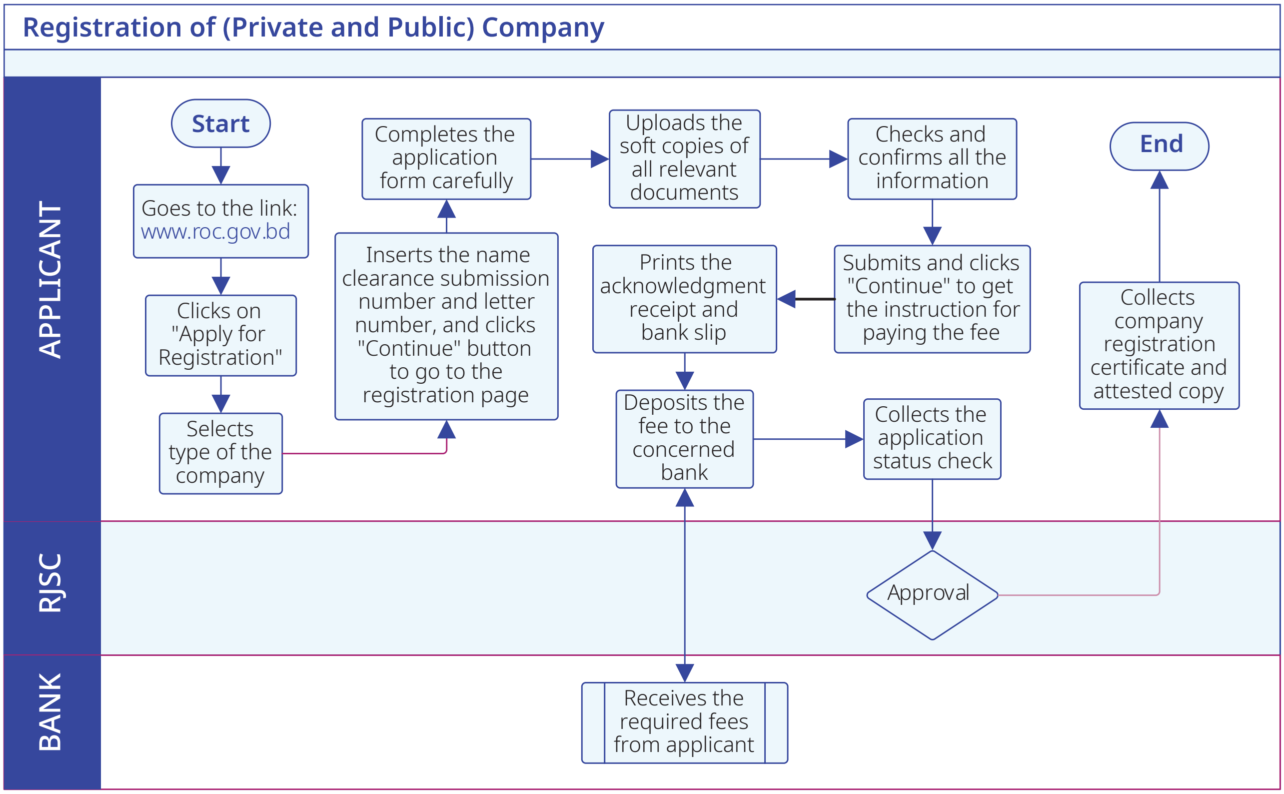

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	নবায়নের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নথি উল্লেখ নেই (বার্ষিক রিটার্নের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়)।
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	বার্ষিক রিটার্ন দাখিল।
ফি	বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের সঙ্গে সম্পর্কিত ফি।

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• নেম ক্লিয়ারেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া • আরজেএসসি পোর্টালের সমস্যা • অসম্পূর্ণ বা ভুল নথি • ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত জটিলতা (বিশেষ করে বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে) • বিদ্যমান শর্তাবলি/বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা
স্থানভেদে ভিন্নতা	আরজেএসসি নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ হলে 'সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন' ইস্যু করে– • প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য নেম ক্লিয়ারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ ফার্ম ব্যতীত) • নেম ক্লিয়ারেন্সের সনদের মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধনের আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে (বিদেশি কোম্পানি ও পার্টনারশিপ ফার্ম ব্যতীত) • মেমোরেনডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন (MoA & AoA), নির্ধারিত ফরম ও সময়সূচি যথাযথভাবে প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়েছে • প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ও ফি প্রদান করা হয়েছে
যোগাযোগ	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি) টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০৩, ৮১৮৯৪০১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮৯৪০২ ইমেইল: rjsc@roc.gov.bd ওয়েবসাইট: www.roc.gov.bd

শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধন (যৌথ উদ্যোগ এবং ১০০% বিদেশি মালিকানাধীন)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	যৌথ উদ্যোগ বা ১০০% বিদেশি বিনিয়োগসহ শিল্প প্রকল্পকে বিডা (BIDA)-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব কোম্পানি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগসহ শিল্প প্রকল্প স্থাপন করছে।
যেখানে প্রযোজ্য	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (চগণ্ড) / প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় (CAO)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় বিনিয়োগ ভবন, ই-৬/বি, আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: +৮৮০-২-৪৪৮২৬৭৯৫-৯৯ ইমেইল: info@bida.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://www.bida.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	কোম্পানিটি অবশ্যই ইনকরপোরেটেড হতে হবে এবং কারখানার অবস্থান অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	**মন্তব্য**
১। যথাযথভাবে পূরণকৃত ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) নির্ধারিত আবেদনপত্র	
২। ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট	
৩। ট্রেড লাইসেন্সের কপি	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত (কারখানার অবস্থান অনুযায়ী) এবং নির্দিষ্ট সেক্টর উল্লেখ থাকতে হবে
৪। কোম্পানির টিআইএন সার্টিফিকেটের কপি	
৫। স্থানীয় ও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা	কোম্পানির অফিসিয়াল প্যাডে জমা দিতে হবে
৬। এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট	
৭। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/পরিচালকেটের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি)	শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত সেক্টরের ক্ষেত্রে
৮। মেমোরেনডাম ও আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন	
সকল নথি কোম্পানির চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডিরেক্টর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী ওএসএস (OSS) ফরম পূরণ করেন
ধাপ ২	আবেদনকারী ফি-সূচি অনুযায়ী যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে বিডা (BIDA)-এর পক্ষে নিবন্ধন ফি জমা দেন এবং পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেন
ধাপ ৩	আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদনপত্র জমা দেন
ধাপ ৪	বিডা আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং কাউন্টার বা রিসেপশনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে একটি ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে
ধাপ ৫	বিডা আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে; উপযুক্ত মনে হলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে

প্রক্রিয়া চিত্র

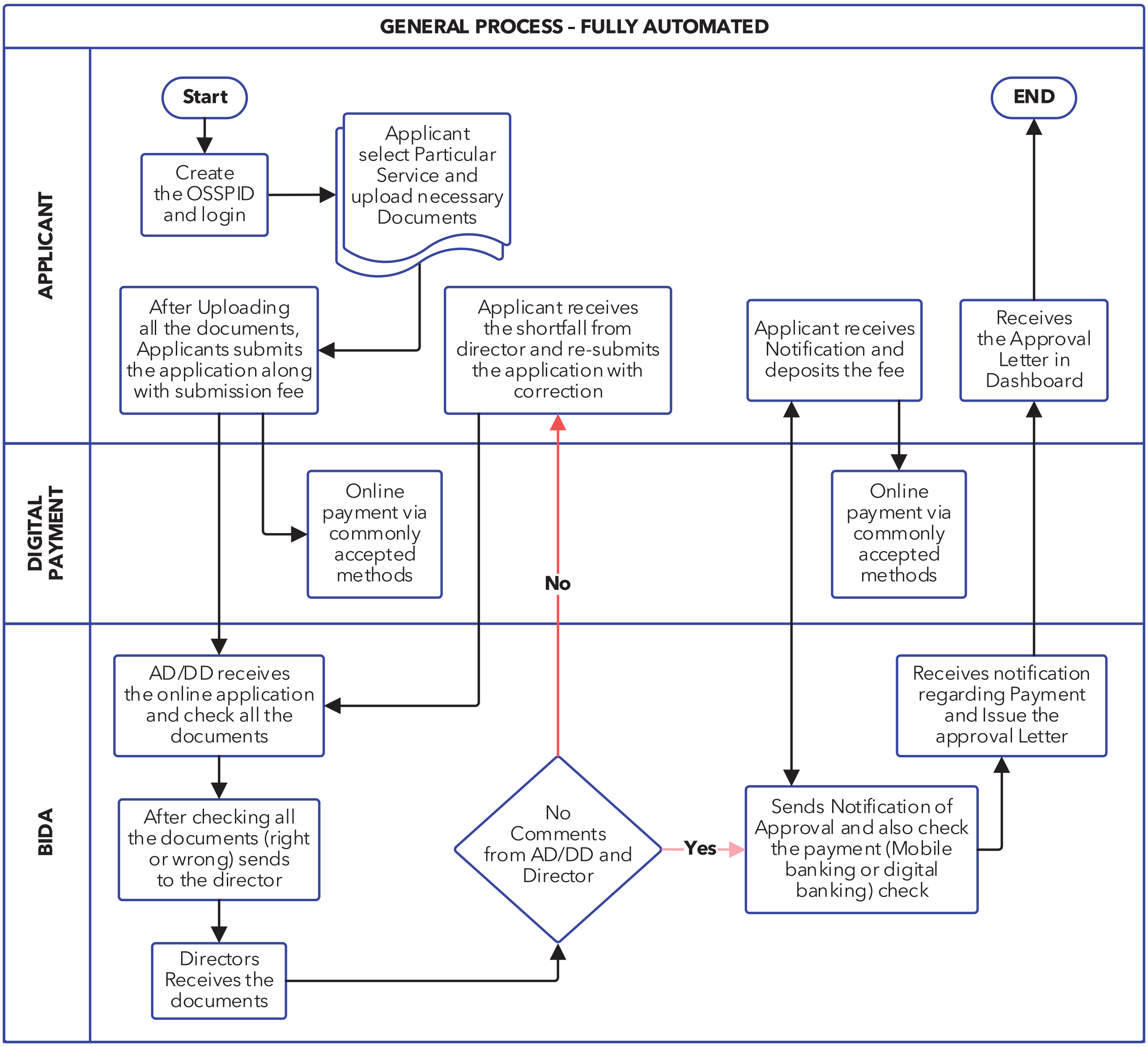

ফি

আবেদন ফরম	২৫০ টাকা
লাইসেন্স ফি	প্রকল্প বিনিয়োগের ওপর ভিত্তি করে নিবন্ধন ফি (মূল নথির ফি-সূচি দেখুন) ৫,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য চার্জ	নির্দিষ্ট কিছুর উল্লেখ নেই

সময়সীমা

এসএলএ/সময়	১ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রয়োজনীয় হালনাগাদ নথিপত্রের উপর নির্ভরশীল

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রয়োজন নেই
ফি	প্রয়োজন নেই

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• একাধিক ধাপে যাচাই-বাছাই হওয়ায় অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয় • নথিপত্রের ওভারল্যাপিং–যেমন ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, প্রকল্প প্রোফাইল, এনওসি–বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার জমা দিতে হয় • অনলাইন ওয়ান-স্টপ সার্ভিস থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে অফলাইনে ফলো-আপের প্রয়োজন হয় • আরজেএসসি, এনবিআর এবং সিটি করপোরেশনের মতো সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সঠিক সমন্বয়ের অভাব; পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াগত নির্দেশনার ঘাটতি
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ **পিএবিএক্স:** +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ **ফ্যাক্স:** +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ **ইমেইল:** service@bida.gov.bd

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের (অ্যাড-হক) জন্য সুপারিশপত্র

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (Industrial IRC) পাওয়ার জন্য বিডা (BIDA) থেকে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করা।
যাদের জন্য প্রযোজ্য	কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন রয়েছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান।
যেখানে প্রযোজ্য	জাতীয়

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (PMO)
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ পিএবিএক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ ইমেইল: service@bida.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.bida.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	অবশ্যই বিডা কর্তৃক নিবন্ধিত কোম্পানি হতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
বিডা (BIDA) নিবন্ধন ও সর্বশেষ সংশোধনপত্র	
যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র	
ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট	
ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট	
প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিযোগ্য কাঁচামালের তালিকা	
ট্রেড লাইসেন্সের কপি	কারখানার অবস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং নির্দিষ্ট সেক্টর উল্লেখ থাকতে হবে
ফায়ার লাইসেন্স	হালনাগাদ
পরিবেশগত ছাড়পত্র / এনওসি	হালনাগাদ
সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ	হালনাগাদ
স্থানীয়/আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা	সিরিয়াল নং, যন্ত্রের নাম, পরিমাণ এবং মূল্য উল্লেখ করতে হবে
ট্রেজারি চালান	আমদানি নীতিমালা অনুযায়ী চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট-এর পক্ষে জমা দিতে হবে

(সকল নথি কোম্পানির চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডিরেক্টর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে)

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনকারী ওএসএস (OSS) ফর্ম পূরণ করেন
ধাপ ২	আবেদনকারী যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে বিডা (BIDA)-এর পক্ষে ২৫০ টাকা নিবন্ধন ফি জমা দেন এবং পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেন
ধাপ ৩	আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদনপত্র জমা দেন
ধাপ ৪	বিডা আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং কাউন্টার/রিসেপশনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে একটি ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে
ধাপ ৫	বিডা আবেদনপত্র ও সংযুক্ত নথিসমূহ পর্যালোচনা করে এবং উপযুক্ত হলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে

প্রক্রিয়া চিত্র

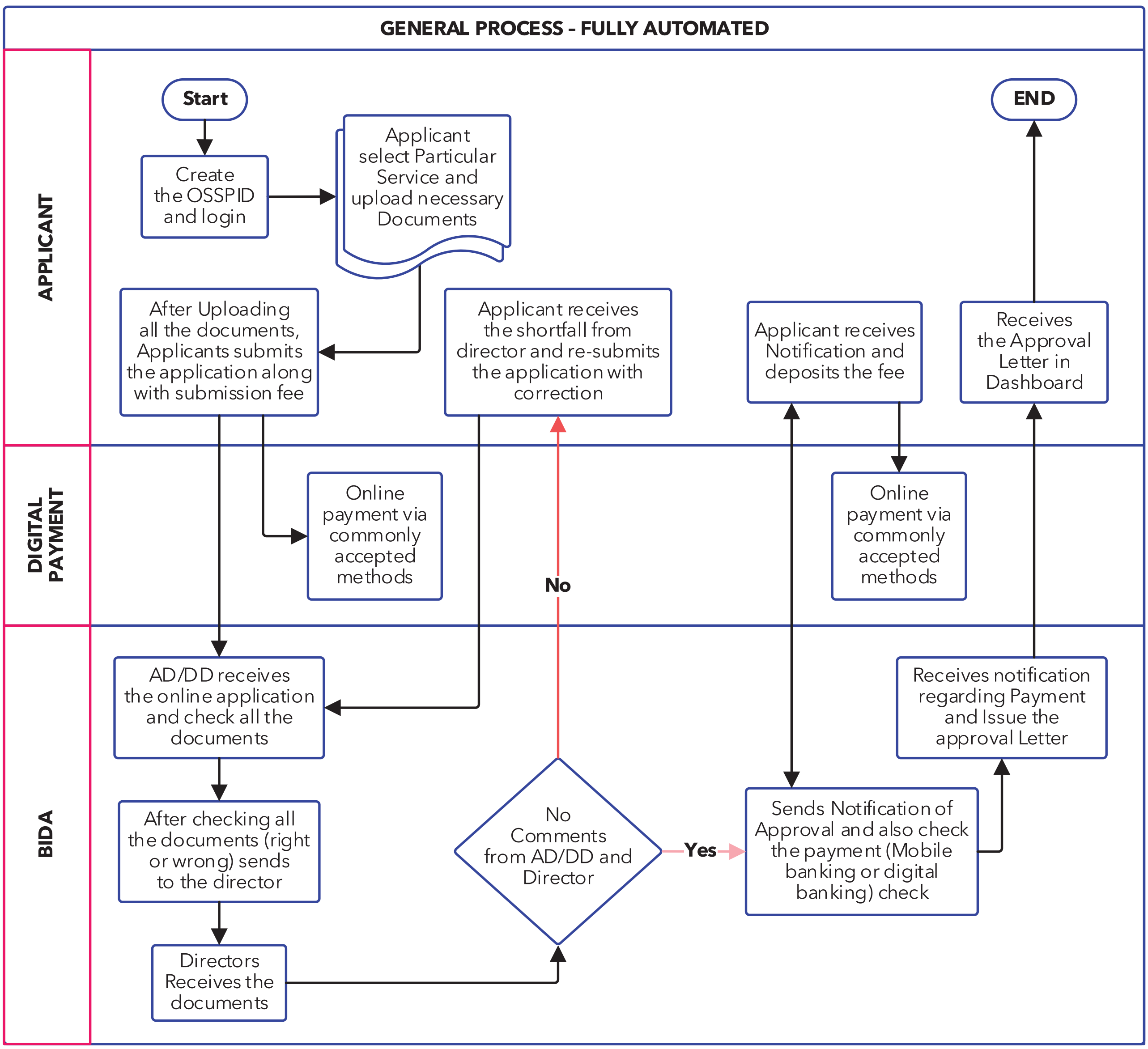

ফি

আবেদন ফরম	২৫০ টাকা
লাইসেন্স ফি	অন্তর্ভুক্ত
অন্যান্য চার্জ	সুনির্দিষ্ট নয়

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

এসএলএ	সুনির্দিষ্ট নয়
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	সাত কর্মদিবস (প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের ওপর নির্ভরশীল)

নবায়ন (প্রয়োজন হলে)

প্রয়োজনীয় নথি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
ফি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• বিডা (BIDA), ডাইফে (DIFE), স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং ইউটিলিটি প্রদানকারীদের যাচাই-বাছাইয়ে সময় লাগে • সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটালভাবে সম্পন্ন করার সীমিত সুযোগ • বিনিয়োগকারীদের সচেতনতার অভাব
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা - BIDA) ই-৬/বি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ পিএবিএক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৬ ১৪১৬ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৬ ২৩১২ ইমেইল: service@bida.gov.bd

ফায়ার লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা মান যাচাই ও নিশ্চিত করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	বাণিজ্যিক, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল ভবনের মালিকগণ।
সেবার আওতা	স্থানীয়

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD)
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.fireservice.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অফলাইন/অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই অগ্নি-নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র	
বৈধ ট্রেড লাইসেন্সের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
বাৎসরিক মূল্যায়ন সনদ বা ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
অনুমোদিত লেআউটের কপি	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
ইনকরপোরেশন সনদ ও মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের কপি	ব্যবসাটি কোম্পানি হলে
স্থানীয় প্রতিনিধির নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC)	
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসের ছাড়পত্র	২৪ মিটার বা ৭ তলার বেশি বাণিজ্যিক বা বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে
পূরণকৃত "তথ্য: গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি" ফর্ম	গার্মেন্টস কারখানার ক্ষেত্রে
ডিপোজিট স্লিপ/ট্রেজারি চালান	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	আবেদনপত্র সংগ্রহ (ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অফিস বা ইন্টারনেট থেকে)
ধাপ ২	আবেদনপত্র পূরণ করা
ধাপ ৩	প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে পূরণকৃত আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা
ধাপ ৪	আবেদনপত্র ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসে জমা দেওয়া
ধাপ ৫	এফএসসিডি (FSCD) পরিদর্শকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন
ধাপ ৬	এফএসসিডি অফিস থেকে ডিমান্ড নোট ইস্যু
ধাপ ৭	ডিমান্ড নোটে উল্লেখিত অর্থ জমা প্রদান
ধাপ ৮	ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপ/ট্রেজারি চালান সংগ্রহ করে FSCD অফিসে জমা দেওয়া
ধাপ ৯	এফএসসিডি পরিদর্শকের মাধ্যমে পুনরায় পরিদর্শন
ধাপ ১০	ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু

প্রক্রিয়াচিত্র

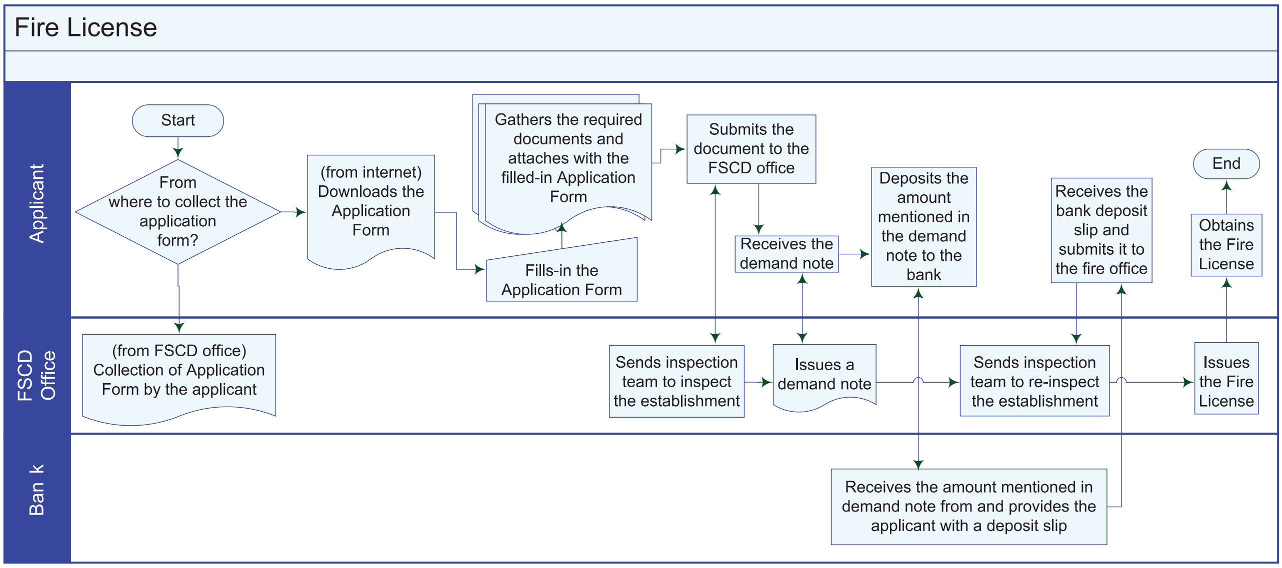

ফি

আবেদন ফরম	
লাইসেন্স ফি	৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	উল্লেখ নেই

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

এসএলএ	৯০ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মেয়াদোত্তীর্ণ ফায়ার লাইসেন্সের মূল কপি এবং ট্রেজারি চালান
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	কাগজপত্র জমা দেওয়া এবং পরিদর্শন সম্পন্ন করা
ফি	মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল

নোট / পরামর্শ

সাধারণ জটিলতা	• সীমিত ল্যাব সুবিধার কারণে দেরি হয় • জাতীয়, খাতভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক–একাধিক মানদণ্ড মানতে হয় • মানদণ্ড পূরণ ও সম্পদ ঘাটতির কারণে কারখানা পরিদর্শন ও স্যাম্পল যাচাইয়ে বিলম্ব ঘটে • সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড ডিজিটাল সিস্টেমের অভাব • নির্দেশিকা না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন আমদানিকারক কমপ্লায়েন্সের শর্ত ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে
স্থানভেদে ভিন্নতা	আবেদনকারীদের স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়
যোগাযোগ	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স (FSCD) ৩৮-৪৬ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৫৫৫৫ ওয়েবসাইট: www.fireservice.gov.bd

গ্যাস সংযোগ
শিল্প বা বাণিজ্যিক ব্যবহারকারী

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	শিল্প বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	তিতাস গ্যাসের সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড তিতাস গ্যাস ভবন; ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮০২৮১১২১৩৫-৪২; +৮৮০২৮১৫০২৬১; +৮৮০২৮১৫০৮০৫ ওয়েবসাইট: www.titasgas.org.bd

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	প্রয়োজন নেই
আবেদনের ধরন	অফলাইন

প্রয়োজনীয়তা/আবশ্যিক শর্তাবলি:

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি থাকতে হবে এবং গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শর্ত পূরণ করতে হবে।

শিল্প সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
নির্ধারিত আবেদনপত্র	মূল কপি
তিন (৩) কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি	সত্যায়িত প্রয়োজন
এনআইডি কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
টিআইএন সার্টিফিকেট কপি	সত্যায়িত প্রয়োজন
মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস/সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
জমির মালিকানার প্রমাণ	দলিল/রেজিস্ট্রেশন কাগজ ও ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ
লিজ/ভাড়া চুক্তিপত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণ	লিজকৃত স্থাপনার ক্ষেত্রে
নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হলফনামা	ভাড়াটিয়া ব্যর্থ হলে মালিক দায় নেবে
পাইপলাইন ডিজাইনের প্রস্তাবিত নকশা	চার কপি
গ্যাস যন্ত্রপাতির টেকনিক্যাল ক্যাটালগ	বয়লার/ওভেন/ড্রায়ার ইত্যাদি
রেভিনিউ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট	প্রস্তাবিত স্থানে বকেয়া না থাকার প্রমাণ
প্রযোজ্য কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স/সার্টিফিকেট	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক
আবেদন ফি জমার রসিদ	শিল্প: ৫০০ টাকা / বাণিজ্যিক: ৩০০ টাকা
কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার	মূল কপি

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	তিতাস গ্যাস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন জমা
ধাপ ৩	৫ কর্মদিবসের মধ্যে যাচাইকরণ সার্ভে
ধাপ ৪	স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে গ্যাস লোড নির্ধারণ
ধাপ ৫	১৪-২০ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদনপত্র প্রদান
ধাপ ৬	৭ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনিং ফি ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের ডিমান্ড নোট প্রদান
ধাপ ৭	ফি ও ডিপোজিট জমা দিয়ে ডিজাইন অনুমোদন গ্রহণ
ধাপ ৮	আবেদনকারী অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ করবে
ধাপ ৯	কন্ট্রাক্টর টেস্ট শিডিউল প্রদান করবে
ধাপ ১০	রাস্তা কাটার পারমিট (সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদ/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে অথরিটি) জমা দেবে
ধাপ ১১	পারমিট পাওয়ার পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে
ধাপ ১২	৪ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ
ধাপ ১৩	সংযোগ প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

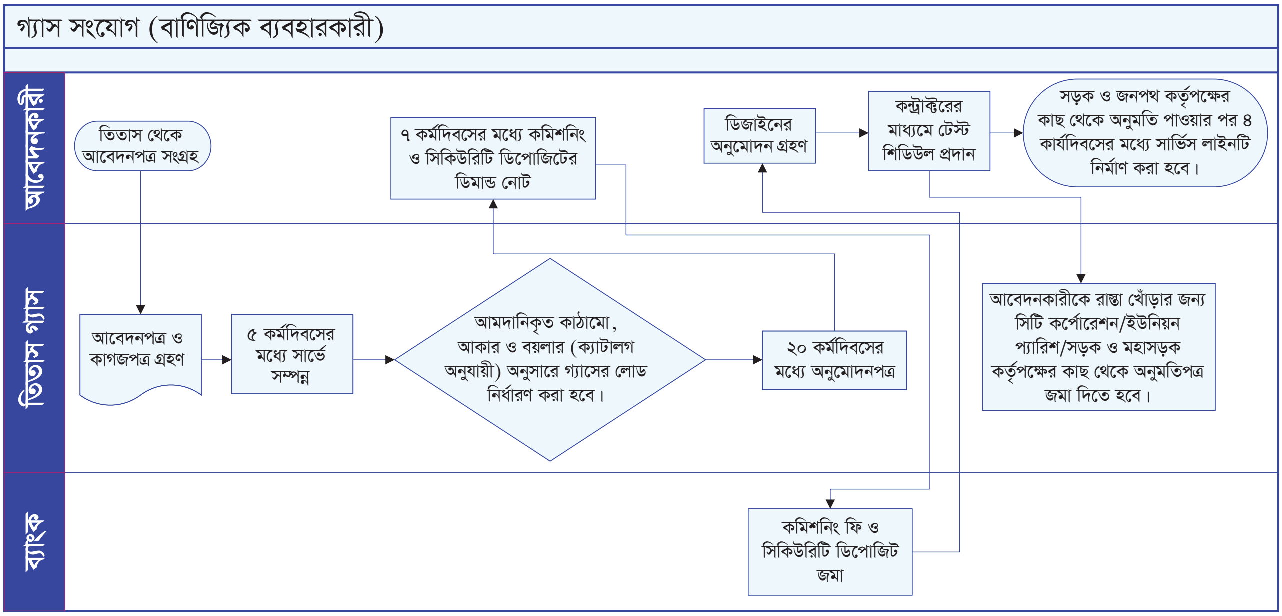

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১। নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ (ব্যাংক/জোন/রিজিওনাল অফিস/ফটোকপি/ওয়েবসাইট)	
২। আবেদনকারীর ৩ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৩। এনআইডি ফটোকপি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৪। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৫। টিআইএন সার্টিফিকেট –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৬। জমির মালিকানার প্রমাণ (দলিল/নিবন্ধন কাগজ/ভূমি উন্নয়ন কর রশিদ) –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৭। লিজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র (প্রযোজ্য হলে)	
৮। টেন্যান্ট ব্যর্থ হলে মালিক দায় নেবে–এমন নোটারি সত্যায়িত হলফনামা –	সত্যায়ন প্রয়োজন
৯। অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নকশার	৪ কপি
১০। গ্যাস যন্ত্রপাতির টেকনিক্যাল ক্যাটালগ (বয়লার/জেনারেটর ইত্যাদির জন্য ন্যূনতম জ্বালানি দক্ষতা) –	৪ কপি

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১১। বিদ্যমান/বন্ধ সংযোগের বকেয়া না থাকার রেভিনিউ ক্লিয়ারেন্স	বয়লার/ওভেন/ড্রায়ার ইত্যাদি
১২। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
১৩। আবেদন ফি ৩০০ টাকা জমার রসিদ	প্রযোজ্য হলে
১৪। কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার	

প্রক্রিয়া

বিস্তারিত ধাপ	
ধাপ ১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন জমা
ধাপ ৩	তিতাস কর্মকর্তা ৫ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভে করবেন
ধাপ ৪	আমদানিকৃত কাঠামো, আকার এবং বয়লার ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্যাস লোড নির্ধারণ
ধাপ ৫	যাচাইকরণ শেষে ১৪ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদনপত্র
ধাপ ৬	৭ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনিং ফি ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের ডিমান্ড নোট
ধাপ ৭	ফি জমা দিয়ে ডিজাইন অনুমোদন গ্রহণ
ধাপ ৮	আবেদনকারী অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ করবে
ধাপ ৯	কন্ট্রাক্টর টেস্ট শিডিউল প্রদান করবে
ধাপ ১০	রাস্তা কাটার জন্য পারমিট (সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদ/রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে) আবেদনকারী জমা দেবে
ধাপ ১১	পারমিট পাওয়ার পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন
ধাপ ১২	চুক্তির পর ৪ কর্মদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ
ধাপ ১৩	সংযোগ প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

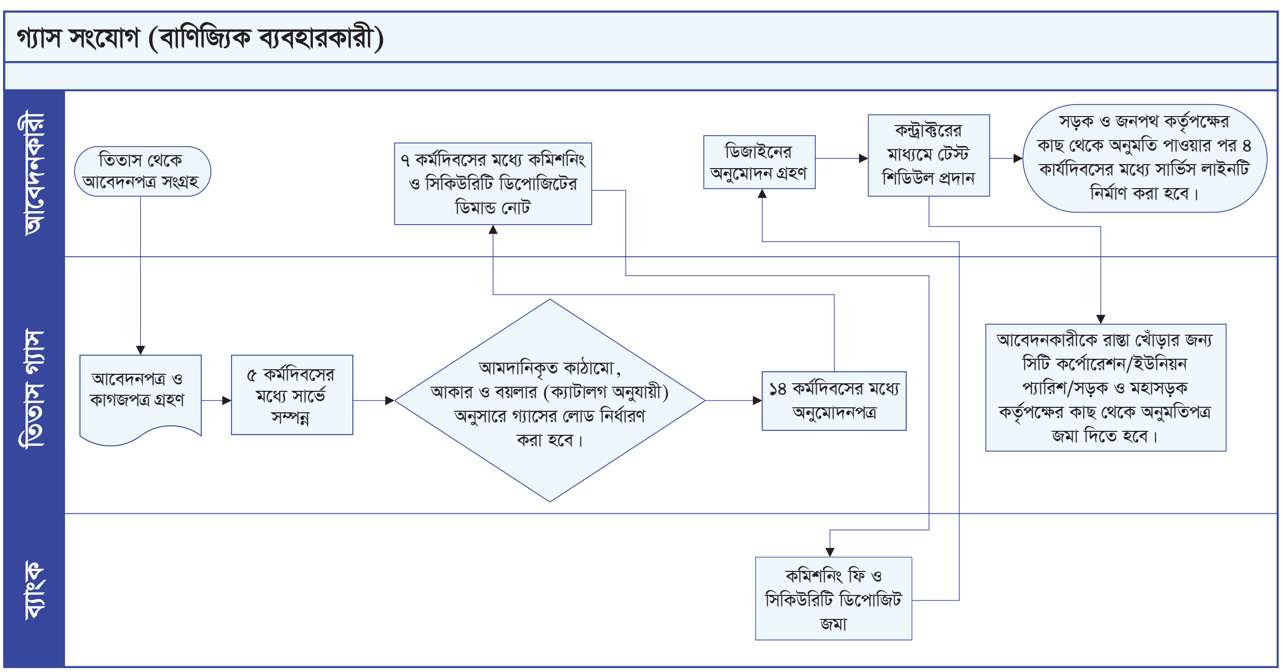

ফি

আবেদন ফরম	
শিল্প:	৫০০ টাকা,বাণিজ্যিক: ৩০০ টাকা, ক্যাপটিভ গ্রাহক (১০ মেগাওয়াট বা তার বেশি ক্ষমতা)
কমিশনিং ফি:	১১,৫০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ	সিকিউরিটি ডিপোজিট

সময়সীমা

আইনগত সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA):	
• বাণিজ্যিক:	৪৯ কর্মদিবস
• শিল্প:	৫৩ কর্মদিবস
সাধারণত প্রক্রিয়াকরণের সময়:	বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সাধারণত ৩.৫ মাসের বেশি সময় লাগে

নবায়ন (প্রয়োজন সাপেক্ষে)

প্রয়োজনীয় নথি	প্রযোজ্য নয়
প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রযোজ্য নয়
ফি	প্রযোজ্য নয়

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা:	রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে অধিদপ্তর থেকে পারমিট পেতে দীর্ঘ সময় লাগে বিদ্যমান অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা সংযোগ প্রদানে বিলম্ব সৃষ্টি করে পাইপলাইন ফিজিবিলিটি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ইউটিলিটি দূরত্ব সংক্রান্ত তথ্যের অভাব
জেলাভিত্তিক ভিন্নতা	জেলা অনুযায়ী প্রক্রিয়ায় পার্থক্য হতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি তিতাস গ্যাস ভবন, ১০৫ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২৮১১২১৩৫-৪২; +৮৮০২৮১৫০২৬১; +৮৮০২৮১৫০৮০৫ ওয়েবসাইট: www.titasgas.org.bd

বাণিজ্যিক ও শিল্প জলসংযোগ অনুমোদন
পানি সংযোগের অনুমোদন - বাণিজ্যিক বা শিল্প খাত

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক বা শিল্প স্থাপনায় আইনসম্মত পানি সংযোগ গ্রহণ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।
সেবার আওতা	ঢাকা ওয়াসা (উযধশধ ডঅঝঅ) সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা) ওয়াসা ভবন, ৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮-০২-৮১১৭৮২৯-৩১, +৮৮-০২-৮১২০২২৩-২৭, +৮৮-০২-৮১১৬৭৯২ ওয়েবসাইট: www.dwasa.org.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	www.dwasa.org.bd

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	প্রযোজ্য নয় (N/A)
পদ্ধতি	অনলাইন

প্রয়োজনীয়তা/আবশ্যিক শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি অবশ্যই ঢাকা ওয়াসার সেবা এলাকার মধ্যে থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
সাম্প্রতিক তোলা রঙিন ছবি	৩০০x৩০০ পিক্সেল, সর্বোচ্চ ১০ কেবি, JPG
জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্মনিবন্ধন / পাসপোর্ট	মূল কপির অনুলিপি
সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ অথবা জমির প্লট (দাগ) নম্বর	মূল কপির অনুলিপি
জমির মালিকানার দলিল	মূল কপির অনুলিপি
ভবনের নকশা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
জমির মালিকানার সত্যায়িত কপি অথবা লিজ/ভাড়া চুক্তিপত্র এবং ট্রেড লাইসেন্স	বাণিজ্যিক/শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে, যদি জমি ভাড়াকৃত হয়
মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলসের কপি	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের কপি	শিল্প সংযোগের জন্য
প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল লেটারহেডে আবেদনপত্রের কপি	সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের জন্য
ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের কপি	কমিউনিটি সংযোগের জন্য
বিদ্যমান একাউন্ট নম্বর	সংযোগ বৃদ্ধি/স্থানান্তর/দ্বিতীয় সংযোগের জন্য

ডিপ টিউবওয়েল

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
১. জমির দলিল / মিউটেশন / ভাড়া কাগজ	–
২. সিটি ট্যাক্স	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
৩. প্লটের বিবরণ, যা সিটি কর্পোরেশন বা রাজউকের নথিতে লিপিবদ্ধ	প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সত্যায়িত
৪. পানি বিল	প্রয়োজন হলে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইট থেকে আবেদন সংক্রান্ত তথ্য/জানতে অনুসন্ধান করা।
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া।
ধাপ ৩	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো স্থানীয় শাখায় সংযোগ ফি পরিশোধ করা।
ধাপ ৪	সংশ্লিষ্ট MODS এবং রাজস্ব জোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
ধাপ ৫	ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনুমোদনের পর আবেদনকারীকে এসএমএস/টেক্সটের মাধ্যমে অনুমোদন সম্পর্কে জানানো হবে।
ধাপ ৬	এরপর MODS জোনের এক্সইএন (XEN) ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে পারবেন।
ধাপ ৭	ডিমান্ড নোট ও সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা পরিশোধের পর আবেদনকারী সংযোগের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
ধাপ ৮	এরপর আবেদনকারী ডিপ টিউবওয়েল খননের তারিখ নির্ধারণ করে জানাবেন।
ধাপ ৯	পরে MODS জোনের XEN একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

প্রক্রিয়াচিত্রের সব ধাপ মূলত ওপরের ধাপগুলোকেই চিত্র আকারে উপস্থাপন করে।

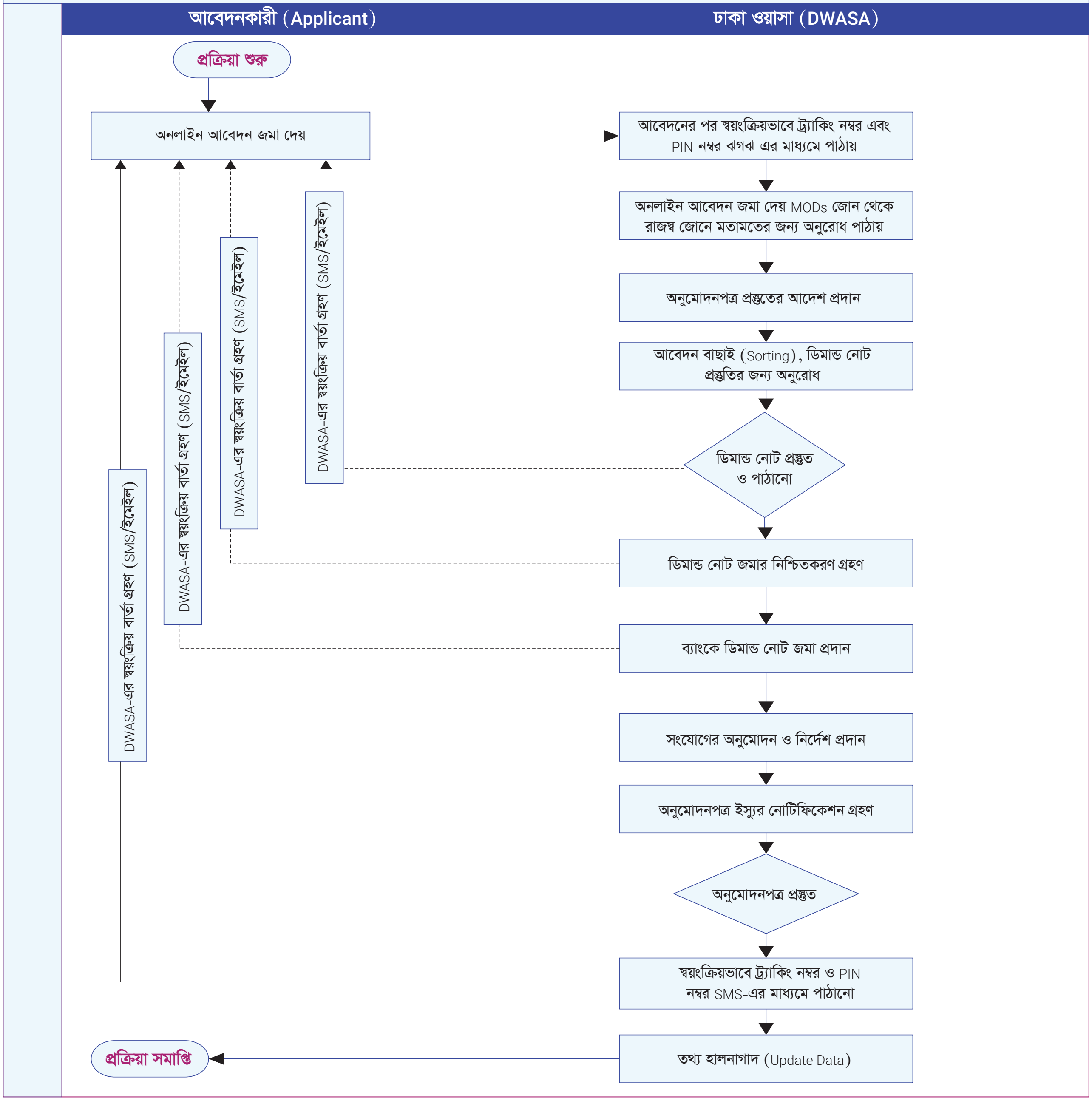

ফি

আবেদনপত্র / লাইসেন্স ফি	ঢাকা ওয়াসার পানি ও স্যুয়ার সংযোগের জন্য বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী ফি (ধারণা করা হয়েছে, রাস্তার পানির লাইনের থেকে দূরত্ব ১০ মিটার) **ক্র. নং** **পানির ও স্যুয়ার সংযোগের সাইজ** **ফি/চার্জ (টাকা)** ১ ৩৭ মিমি (১.৫ ইঞ্চি) ৪১,১৯৬.০০ ২ ২৫ মিমি (১.০ ইঞ্চি) ১৪,৮৩৬.০০ ৩ ২০ মিমি (৩/৪ ইঞ্চি) ১০,৬১৬.০০
অন্যান্য চার্জ	সিকিউরিটি ডিপোজিট

সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ সময়

SLA (নির্ধারিত সেবা সময়)	৩ মাস
Typical Processing Time (সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ সময়)	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি:	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়ার ধাপ:	প্রয়োজন নেই
ফি:	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ম্যানুয়াল যাচাইকরণ এবং জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণে সংযোগ পেতে দেরি হয় • একাধিক নির্ভরশীল সংস্থা যুক্ত থাকার ফলে সমন্বয়জনিত জটিলতা ও বিলম্ব দেখা যায়
স্থানীয় ভিন্নতা	• জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রক্রিয়াগত কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে
যোগাযোগর ঠিকানা	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা) ওয়াসা ভবন, ৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮-০২-৮১১৭৮২৯-৩১, +৮৮-০২-৮১২০২২৩-২৭, +৮৮-০২-৮১১৬৭৯২ ওয়েবসাইট: www.dwasa.org.bd

বিদ্যুৎ সংযোগ অনুমোদন

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	স্থাপনার জন্য বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রযোজ্য	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহক।
সেবার আওতা	ডেস্কো (DESCO) সেবা এলাকা।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী সংস্থা	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) প্লট-২২/বি, ফারুক সরণী, নিকুঞ্জ-২, উত্তরা, ঢাকা **ফোন:** +৮৮-০২-৮৯০০১১০/১১ **ই-মেইল:** info@desco.org.bd; mddesco@desco.org.bd **ওয়েবসাইট:** www.desco.org.bd
অনলাইন পোর্টাল লিংক	https://ocsms.desco.org.bd/login

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	নবায়ন প্রয়োজন নেই
কার্যপদ্ধতি	অনলাইন https://ocsms.desco.org.bd/login

অবশ্যকীয় শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	স্থাপনাটি অবশ্যই DESCO-র নিবন্ধিত ঠিকাদারের মাধ্যমে তার সংযুক্ত (wired) হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট	
মালিকানা প্রমাণ–দলিল/ভূমি কর রসিদ/মিউটেশন/লিজ দলিল/সরকারি বরাদ্দপত্র	মালিকানা বা ভাড়াটিয়ার প্রমাণ
ভবনের নকশা (RAJUK বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অনুমোদিত), হোল্ডিং নম্বর	প্রযোজ্য হলে
সাবস্টেশন পরিচালনার অনুমোদন–চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে	MT/HT/EHT সংযোগের ক্ষেত্রে
অগ্নি নির্বাপণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স/সার্টিফিকেট	উচ্চ ভবন বা ৫০ কিলোওয়াটের বেশি লোডের ক্ষেত্রে
পূর্ববর্তী সংযোগ থাকলে বিল/ডিমান্ড নোটের কপি	প্রযোজ্য হলে
তারের (Wiring) সার্টিফিকেট	DESCO-র অনুমোদিত ঠিকাদার কর্তৃক ইস্যুকৃত
আবেদনকারীর ই-টিআইএন সার্টিফিকেট	–
লোড ছাড়পত্র	২৫০ কিলোওয়াটের বেশি লোড হলে

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ-১	DESCO পোর্টালে নিবন্ধন/লগইন করে অনলাইনে আবেদন জমা।
ধাপ-২	MT/HT/EHT সংযোগের ক্ষেত্রে সাবস্টেশন স্থাপনের পর প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শকের (Chief Electrical Inspector) অনুমোদন গ্রহণ।
ধাপ-৩	মাঠ পরিদর্শন (Field Inspection) সম্পন্ন করা এবং অনলাইনে তারবিন্যাস (ডরৎরহম), লোড, আর্থিং ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল।
ধাপ-৪	লোড অনুমোদনের জন্য প্রাসঙ্গিক অনলাইন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন/নথি জমা প্রদান।
ধাপ-৫	অনলাইনে দাবিপত্র (Demand Note) জারি। দাবিপত্রে উল্লিখিত অর্থ অনলাইনে পরিশোধ।
ধাপ-৬	বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের নেট মিটারিং নির্দেশিকা (Net Metering Guidelines) অনুযায়ী সৌর-বিদ্যুৎ ব্যবস্থা (Solar Szstem) স্থাপন করতে হবে।
ধাপ-৭	সৌর-পরিদর্শন (Solar Inspection) সম্পন্ন হলে মিটার স্থাপনের জন্য গ্রাহক মিটার আদেশ (Customer Meter Order – CMO) জারি করা হয়।

প্রক্রিয়া চিত্র

ডেসকোর ওয়েবসাইটে (desco.org.bd) প্রবেশ করে ‘OCSMS’ পোর্টাল নির্বাচন করা।

↓

OCSMS ওয়েব পোর্টালে ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধন সম্পন্ন করা।

↓

নিবন্ধনের পর প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করা।

↓

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল করা।

↓

অনলাইন আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করা, প্রয়োজনীয় মিটার সংক্রান্ত তথ্য ও সংযুক্তিসমূহ যুক্ত করে আবেদন জমা দেওয়া।

↓

ড্যাশবোর্ড অথবা অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদন ফি পরিশোধ করা।

↓

ড্যাশবোর্ড অথবা অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে ডিমান্ড নোটের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা।

↓

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে–সোলার সিস্টেম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র অনলাইনে জমা দেওয়া।

↓

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে–মিটার সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্র অনলাইনে দাখিল করা।

ফি

আবেদনপত্র (Application Form)	অনলাইন
লাইসেন্স ফি (License Fee)	• LT সংযোগের ক্ষেত্রে: o এক-ফেজ (Single-phase): ১২০ টাকা o ত্রি-ফেজ (Three-phase): ৩৬০ টাকা • MT I HT সংযোগের ক্ষেত্রে:১,২০০ টাকা • EHT সংযোগের ক্ষেত্রে: ২,৪০০ টাকা • অস্থায়ী সংযোগের জন্য: o LT সিঙ্গেল-ফেজ: ৩০০ টাকা o LT থ্রি-ফেজ: ৬০০ টাকা • MT: ১,২০০ টাকা
অন্যান্য চার্জ:	বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে নেট মিটারিং নির্দেশিকা অনুযায়ী সোলার সিস্টেম স্থাপনের ব্যয়।

সময়সীমা

SLA/Time	
• LT সংযোগ:	৭ দিন
• MT সংযোগ:	১৮ দিন
• নির্ধারিত সময়সীমা-	এসএলএ অনুযায়ী

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজন নেই
প্রক্রিয়াগত ধাপসমূহ	প্রয়োজন নেই
ফি/চার্জ	প্রয়োজন নেই

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• বিদ্যুৎ সংকট • রাজনৈতিক প্রভাব • অপর্যাপ্ত অবকাঠামো • নীতিমালার জটিলতা
স্থানীয় ভিন্নতা	প্রক্রিয়ায় এলাকা ভিত্তিক ভিন্নতা থাকতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (DESCO) প্লট-২২/বি, ফারুক সরণি, নিকুঞ্জ-২, উত্তরা, ঢাকা ফোন: +৮৮-০২-৮৯০০১১০/১১ ই-মেইল: info@desco.org.bd; mddesco@desco.org.bd ওয়েবসাইট: www.desco.org.bd

আমদানি নিবন্ধন সনদ
(Import Registration Certificate – IRC, Commercial)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক আমদানি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আমদানি বিধি মেনে চলা ও আইনগত অনুমোদন গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি কার্যক্রমে যুক্ত।
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ (জাতীয়)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) Office of the Chief Controller of Imports & Exports এনএসসি টাওয়ার, ১৫তম তলা, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: ০২-৯৫৫১৫৫৬ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
আবেদনের ধরণ	অনলাইন (https://olm.ccie.gov.bd/)

প্রয়োজনীয়তা

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
অনলাইনে পূরণকৃত ফরম	
স্ক্যান করা নথি (PDF, JPG, PNG ফরম্যাট)	ফাইল সাইজ ৫ মেগাবাইটের কম হতে হবে
ট্রেড লাইসেন্স (ঠিকানা সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে)	একক মালিকানা, পার্টনারশিপ বা কোম্পানির জন্য
টিআইএন সার্টিফিকেট	একক মালিক বা কোম্পানির জন্য
সংশ্লিষ্ট সমিতি/চেম্বারের সদস্যপদ সনদ	–
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মালিক/প্রোপ্রাইটরের
ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট/সুপারিশপত্র	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা থেকে
পার্টনারশিপ ডিড	প্রযোজ্য হলে, আরজেএসসি-তে নিবন্ধিত
আমদানি/রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট	বিশেষ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে
সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং dig–XII	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
সকল স্ক্যানকৃত নথি রঙিন হতে হবে এবং সঠিক ঠিকানা থাকতে হবে।	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/–এ লগইন করুন।
ধাপ ২	নিজের ঘওউ অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার্ভিস নির্বাচন করুন।
ধাপ ৪	সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করুন।
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় প্রয়োজনীয় নথিগুলো স্ক্যান করে প্রস্তুত রাখুন।
ধাপ ৬	ছবি বা কোনো নথি আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন, ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়।

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ৭	চূড়ান্ত সাবমিশনের আগে "Save as Draft" অপশন দিয়ে খসড়া সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আবেদনপত্র পুনরায় পর্যালোচনা করুন।
ধাপ ৯	কোনো ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকলে সংশোধন করে সাবমিট করুন।
ধাপ ১০	আবেদন সাবমিট করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Tracking Number তৈরি হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

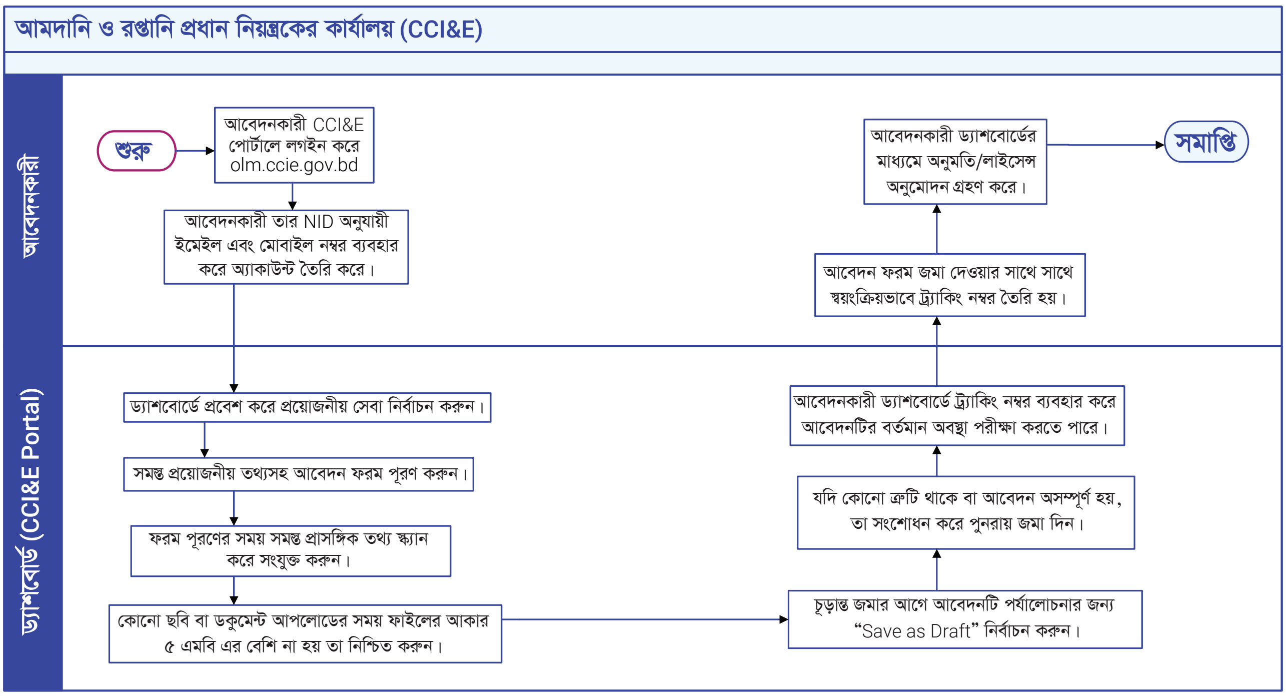

ফি

আবেদন পত্র:	অনলাইন
রেজিস্ট্রেশন ফি	আমদানি সীমার উপর নির্ভর করে ৫,০০০ টাকা থেকে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

সময়সীমা

• এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	নথি যত সঠিক ও সম্পূর্ণ হবে, তত দ্রুত অনুমোদন সম্ভব

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	• বিআইএন এর কপি • টিআইএন সার্টিফিকেট • ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের রসিদ • অথবা রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (চৰজ) ও পেমেন্ট রসিদ
প্রয়োজনীয় ফি	• নবায়ন ফি আমদানি সীমার উপর নির্ভর করে ৩,০০০ টাকা থেকে ৩২,০০০ টাকা পর্যন্ত • ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ভুল তথ্য প্রদান • পুরনো/হালনাগাদ নয় এমন নথি • নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব • অনানুষ্ঠানিক/অপ্রকাশ্য খরচ
স্থানীয় ভিন্নতা	বিভাগীয় শহর বা নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারে কিছু প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা থাকতে পারে। Help Desk: ০২-৯৫৫৩৩৪৯
যোগাযোগ	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) NSC Tower (১৫তম তলা) ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd

রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইআরসি)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	বাণিজ্যিক রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রপ্তানি বিধি মেনে চলা ও আইনগত অনুমোদন গ্রহণ।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রপ্তানি কার্যক্রমে যুক্ত।
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ (জাতীয়)।

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর-বাণিজ্য মন্ত্রণালয় NSC টাওয়ার, লেভেল- ১৫ ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: ০২-৯৫৫১৫৫৬ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/ লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

নবায়নের সময়চক্র	বার্ষিক
আবেদনের ধরন	অনলাইন (https://olm.ccie.gov.bd/)

প্রয়োজনীয়তা

পূর্বশর্ত	প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
অনলাইনে পূরণকৃত ফরম	–
স্ক্যানকৃত নথি (PDF, JPG বা PNG)	ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র কম হতে হবে
ট্রেড লাইসেন্স (ঠিকানা সঙ্গতিপূর্ণ)	একক মালিকানা, পার্টনারশিপ বা কোম্পানির জন্য
টিআইএন সার্টিফিকেট	একক মালিক বা কোম্পানির জন্য
সংশ্লিষ্ট সমিতি/চেম্বারের সদস্যপদ সনদ	–
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	মালিক/প্রোপ্রাইটরের
ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট/সুপারিশপত্র	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা থেকে
পার্টনারশিপ ডিড	প্রযোজ্য হলে, আরজেএসসি-তে নিবন্ধিত
আমদানি/রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা পারমিট	বিশেষ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে
সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন ও dig–XII	লিমিটেড কোম্পানির জন্য
সব স্ক্যানকৃত নথি রঙিন হতে হবে এবং সঠিক ঠিকানা থাকতে হবে।	

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/–এ লগইন করুন।
ধাপ ২	নিজের NID অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার্ভিস নির্বাচন করুন।
ধাপ ৪	সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করুন।
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় প্রয়োজনীয় নথিগুলো স্ক্যান করে প্রস্তুত রাখুন।
ধাপ ৬	ছবি বা কোনো নথি আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন, ফাইল সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়।

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ৭	চূড়ান্ত জমার পূর্বে “Save as Draft” নির্বাচন করে আবেদনটির খসড়া সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আবেদনপত্র পুনরায় পর্যালোচনা করুন।
ধাপ ৯	কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে তা সংশোধন করে পুনরায় সাবমিট করুন।
ধাপ ১০	আবেদন সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Tracking Number তৈরি হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

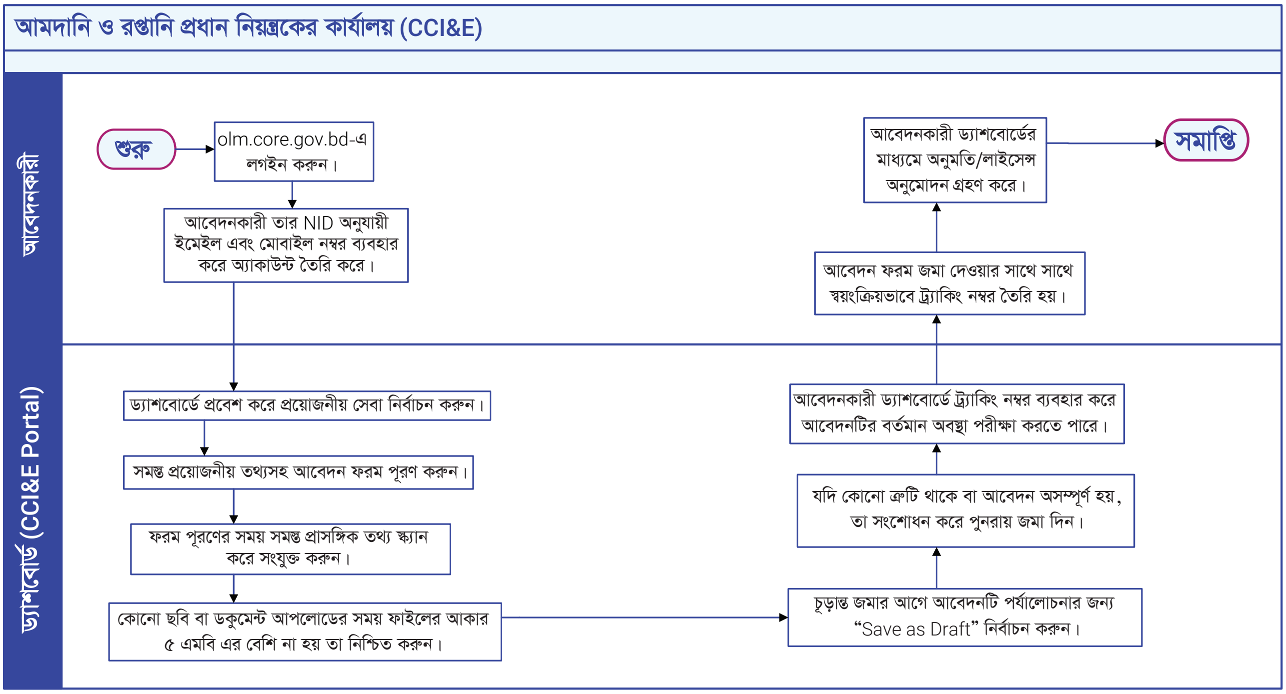

ফি

এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রধান বিলম্বের কারণ সাধারণত অসম্পূর্ণ বা ভুল নথি দাখিল করা।

সময়সীমা

• এসএলএ/ সময়	৩ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	নথি যত সঠিক ও সম্পূর্ণ হবে, তত দ্রুত অনুমোদন সম্ভব

নবায়ন

ধাপসমূহ	• সম্পূর্ণ নথিপত্রসহ নবায়ন আবেদন জমা • ৩ কর্মদিবসের মধ্যে নবায়িত সনদ ইস্যু
ফি	• ৭,০০০ টাকা + ১৫% ভ্যাট (১,০৫০ টাকা)

নোট / পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• ভুল/অসম্পূর্ণ তথ্য • পুরনো বা অপ্রযোজ্য নথি • নীতিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব • অনানুষ্ঠানিক/অপ্রকাশ্য খরচ
স্থানীয় ভিন্নতা	বিভিন্ন বিভাগ বা নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারে প্রক্রিয়ায় কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।
যোগাযোগ	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (CCI&E) NSC Tower (১৫তম তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ই-মেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd

শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (অ্যাড-হক)

সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিধিবিধান অনুসরণ নিশ্চিত করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব ব্যবসা শিল্প খাতে কাঁচামাল আমদানির সঙ্গে যুক্ত।
সেবার আওতা	দেশের সর্বত্র

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) এনএসসি টাওয়ার (১৫তম তলা), ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ইমেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://olm.ccie.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	অবশ্যই বিডা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশপত্র থাকতে হবে (শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	মন্তব্য
ট্রেড লাইসেন্স	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক ইস্যুকৃত
ই-টিআইএন (e-TIN) এবং ভ্যাট রিটার্ন জমাদান/ অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপের কপি	
নির্ধারিত ব্যাংক থেকে সুপারিশপত্র	
সংশ্লিষ্ট চেম্বার/ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যপদ সনদ	
আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	
আমদানি/রপ্তানির প্রাসঙ্গিক লাইসেন্স/অনুমতি	বিশেষায়িত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে
রেজিস্টার্ড পার্টনারশিপ ডিড অথবা আরজেএসসি প্রদত্ত সনদ	পার্টনারশিপ ব্যবসার ক্ষেত্রে
আরজেএসসি প্রদত্ত ইনকরপোরেশন সনদ এবং ফর্ম-XII	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে
ব্যাংকের সুপারিশপত্র এবং অ্যাকাউন্ট লেনদেনের বিবরণ	একক মালিকানাধীন (প্রোপ্রাইটরশিপ) ব্যবসার ক্ষেত্রে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	https://olm.ccie.gov.bd/ এ লগ-ইন করুন
ধাপ ২	আপনার এনআইডি অনুযায়ী ইমেইল ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
ধাপ ৩	ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার প্রয়োজনীয় সেবা নির্বাচন করুন
ধাপ ৪	আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সব তথ্য পূরণ করুন
ধাপ ৫	ফরম পূরণের সময় সকল প্রাসঙ্গিক নথি স্ক্যান করে আপলোড করুন
ধাপ ৬	ছবি বা ডকুমেন্ট আপলোড করার সময় নিশ্চিত করুন যে সাইজ ৫ এমবি'র বেশি নয়
ধাপ ৭	চূড়ান্ত জমার আগে আবেদনপত্র পর্যালোচনা করতে "Save as Draft" নির্বাচন করুন
ধাপ ৮	ড্যাশবোর্ডে যান এবং আপনার আবেদন পর্যালোচনা করুন
ধাপ ৯	কোনো ভুল পাওয়া গেলে বা আবেদন অসম্পূর্ণ হলে সংশোধন করে জমা দিন
ধাপ ১০	আবেদন জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ট্র্যাকিং নম্বর তৈরি হবে

প্রক্রিয়া চিত্র

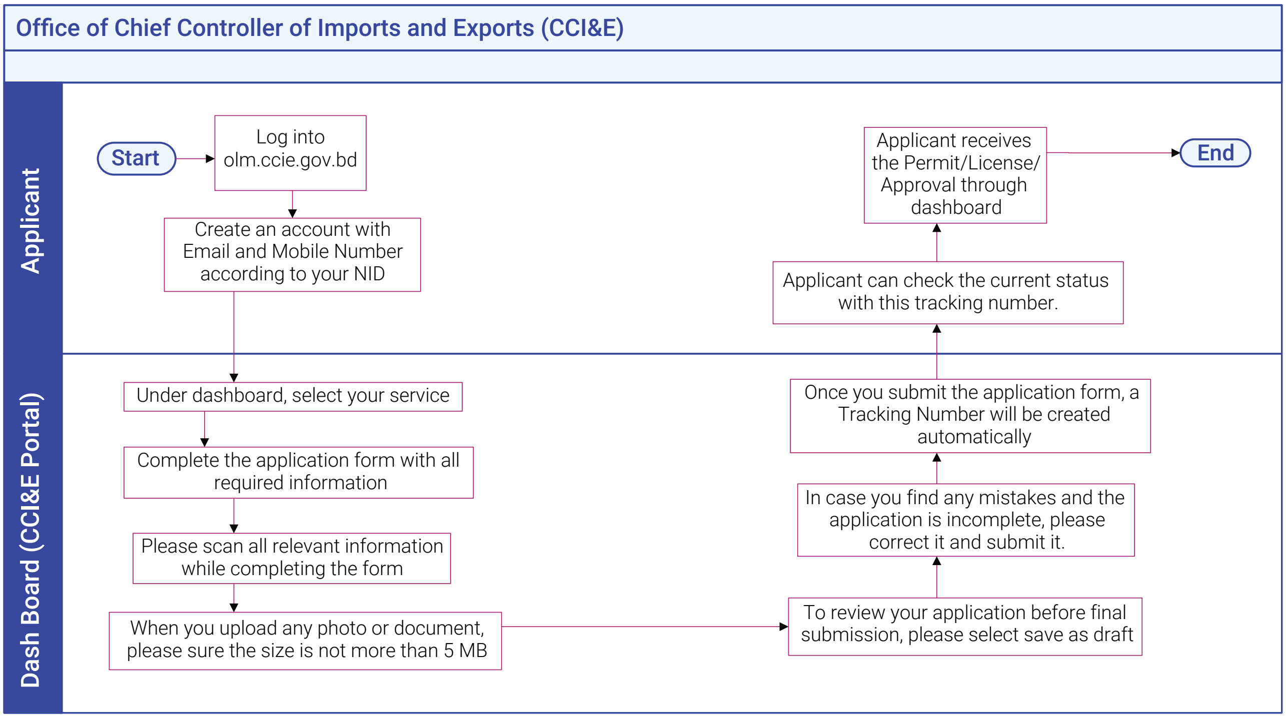

ফি

আবেদন ফরম			
লাইসেন্স ফি	**আমদানি সীমা**	**নিবন্ধন ফি (টাকা)**	**নবায়ন ফি (টাকা)**
	(i) ৫,০০,০০০ পর্যন্ত	৫,০০০	৩,০০০
	(ii) ৫,০০,০০১ - ২৫,০০,০০০	১০,০০০	৬,০০০
	(iii) ২৫,০০,০০১ - ৫০,০০,০০০	২৪,০০০	১০,০০০
	(iv) ৫০,০০,০০১ - ১,০০,০০,০০০	৪০,০০০	১৫,০০০
	(v) ১,০০,০০,০০১ - ৫,০০,০০,০০০	৫০,০০০	২২,০০০
	(vi) ৫,০০,০০,০০ - ২০,০০,০০,০০০	৬০,০০০	২৪,০০০
	(vii) ২০,০০,০০,০০১ - ৫০,০০,০০,০০০	৭০,০০০	২৮,০০০
	(viii) ৫০,০০,০০,০০১ - ১০০,০০,০০,০০০ বা তার বেশি	৮০,০০০	৩২,০০০
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য		

সময়সীমা

এসএলএ	৩ দিন
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	সুনির্দিষ্ট নয়

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথি	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	নতুন ইস্যুর অনুরূপ
ফি	নবায়ন ফি (মূল ফি সূচি অনুযায়ী)

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার নির্দিষ্ট প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) স্পষ্ট নয় • পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরিবেশ ইত্যাদি সংস্থার ছাড়পত্র পেতে দেরি হয়
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ	চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস (CCI&E) এনএসসি টাওয়ার (১৫তম তলা), ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮০-২-৯৫৫৩৩৪৯ ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫০২১৭ ইমেইল: controller.chief@ccie.gov.bd ওয়েবসাইট: www.ccie.gov.bd

অধ্যায় ৪

খাত-ভিত্তিক রেগুলেটরি ইস্যু

(খাত-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়তা-লাইসেন্স / সার্টিফিকেট / পারমিট / নিবন্ধন / অনাপত্তি পত্র)

হালকা প্রকৌশলখাতের লাইসেন্স

বাংলাদেশে হালকা প্রকৌশলব্যবসার মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করতে হলে, একটি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রক, কার্যকারী এবং গুণগত নিশ্চয়তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হয়। সাধারণত এখানে প্রায় ১৫টি লাইসেন্স ও প্রত্যয়ন প্রয়োজন হয়; তবে ব্যবসার প্রকৃতি, ধরন এবং পুনর্ব্যবহারের পর্যায়ের ভিত্তিতে এ সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে।

কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	কারখানাটি নিয়ম ও বিধিমালা অনুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণ (কমপ্লায়েন্ট) কিনা তা নিশ্চিত করা
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে কারখানা নির্মাণ করতে চায়
সেবার আওতা	সারা বাংলাদেশ

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) শ্রম ভবন ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিঙ্ক	https://dife.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	বার্ষিক
পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	আরজেএসসি-এর আওতায় কোম্পানি নিবন্ধন অথবা ডিসি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি করপোরেশনের অধীনে নিবন্ধন।	
প্রয়োজনীয় নথিপত্র	**নথিপত্র**	**মন্তব্য**
	• ফর্ম ৭৬ ও ৭৭ (কারখানা)	ফর্ম ৭৭ শুধুমাত্র দোকানের জন্য
	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
	• ভাড়ার চুক্তিপত্র	প্রযোজ্য হলে
	• মালিকের এনআইডি	
	• বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট	প্রযোজ্য হলে
	• মেমোরেনডাম অফ আর্টিকেল	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার লেআউট প্ল্যান	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার ব্লুপ্রিন্ট কপি	প্রযোজ্য হলে
	• ট্রেজারি চালান	
	• কারখানার কর্মচারীদের তালিকা	
	• ফায়ার লাইসেন্স	
	• পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
	• বয়লার লাইসেন্স	প্রযোজ্য হলে
	• আইন অনুযায়ী অন্যান্য নথিপত্র	

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ফরম-৭৬ এবং ফরম-৭৭ ভিত্তিক আবেদন জমা দিন
ধাপ ২	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন
ধাপ ৩	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নথিপত্র যাচাই
ধাপ ৪	সনদ/লাইসেন্স প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

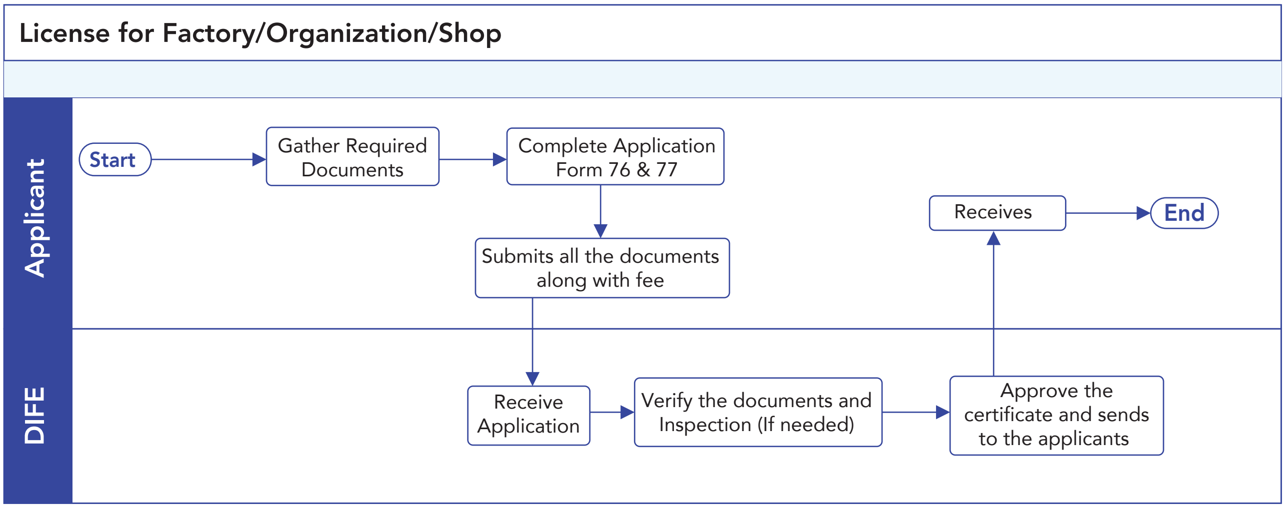

ফি

আবেদন ফরম	
ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ , তফসিল ৭ অনুযায়ী
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

সময়সীমা

এসএলএ	৪৫ কর্মদিবস
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য হতে পারে

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	নথিপত্র	মন্তব্য
	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
	• ভাড়ার চুক্তিপত্র	প্রযোজ্য হলে
	• মালিকের এনআইডি	
	• বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট	প্রযোজ্য হলে
	• মেমোরেনডাম অব আর্টিকেল	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার লেআউট প্ল্যান	প্রযোজ্য হলে
	• কারখানার ব্লুপ্রিন্ট কপি	প্রযোজ্য হলে
	• ট্রেজারি চালান	
	• কারখানার কর্মচারীদের তালিকা	
	• ফায়ার লাইসেন্স	
	• পরিবেশগত ছাড়পত্র	প্রযোজ্য হলে
	• বয়লার লাইসেন্স	প্রযোজ্য হলে
	• অন্যান্য নথিপত্র	আইন অনুযায়ী

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১:	ফর্ম-৭৭ এর ভিত্তিতে আবেদন
ধাপ ২:	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন
ধাপ ৩:	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নথিপত্র যাচাই
ধাপ ৪:	সনদ/লাইসেন্স প্রদান
ফি	বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, তফসিল ৭ অনুযায়ী

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• নবায়নের জন্য অনেক নথি প্রয়োজন হয় • আবেদনের পর্যালোচনা করেন একাধিক কর্মকর্তা–অথরাইজড অফিসার (AO), অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (AAO), চিফ ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর, ট্রেসার প্রমুখ • শ্রম আইন, সেফটি/বিল্ডিং কোড, পরিবেশগত বিধানসহ একাধিক নিয়ম-বিধির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হয় • আন্তঃসংস্থার সমন্বয় সমস্যার কারণে পরস্পরবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি হয়
স্থানভেদে পার্থক্য	
যোগাযোগ	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সড়ক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০২ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৬৬৬৪২০৩ ইমেইল: ig@dife.gov.bd

প্ল্যান্ট নির্মাণ অনুমোদন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	একটি প্ল্যান্ট/ভবন নির্মাণের জন্য সরকারি অনুমোদন গ্রহণ করা।
যাদের জন্য প্রয়োজন	যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কোনো ভবন বা প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।
সেবার আওতা	আঞ্চলিক (এলাকাভিত্তিক)

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর	রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ০১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ইমেইল: chairman@rajukdhaka.gov.bd ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৪৫৭৭ ওয়েবসাইট: www.rajukdhaka.gov.bd
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	http://www.rajukdhaka.gov.bd

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

পূর্বশর্ত	জমির আইনগত মালিকানা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	নথিপত্র
আবেদনপত্র (ফর্ম নং: ১০১)	
জমির দলিল	
ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ (DCR)	
পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	প্রযোজ্য হলে
নামজারি (Mutation)	
ইনডেমনিটি বন্ড	
খসড়া প্রকাশনা ফর্ম	
পরিকল্পনার ৯ (নয়) সেট	দশতলা পর্যন্ত ভবনের জন্য
বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইন	দশতলার বেশি ভবনের ক্ষেত্রে; পাশাপাশি ৯টি সংস্থার পূর্বানুমোদন প্রয়োজন

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	রাজউক (RAJUK) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন
ধাপ ২	নতুন রেজিস্ট্রেশন করুন (নাম, মোবাইল, ইমেইল, ঠিকানা, পাসওয়ার্ড)
ধাপ ৩	মোবাইল ও ইমেইল ভেরিফাই করুন (ভেরিফিকেশন কোড দিয়ে লগইন)
ধাপ ৪	ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন
ধাপ ৫	"Construction Permit" মেনুতে যান→ "Add New Construction Permit" ক্লিক করুন
ধাপ ৬	পেজ ০১: জমি ও আবেদনকারীর তথ্য প্রদান
ধাপ ৭	পেজ ০২: প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য প্রদান
ধাপ ৮	পেজ ০৩: অতিরিক্ত তথ্য প্রদান
ধাপ ৯	আবেদন জমা দিন

প্রক্রিয়া চিত্র

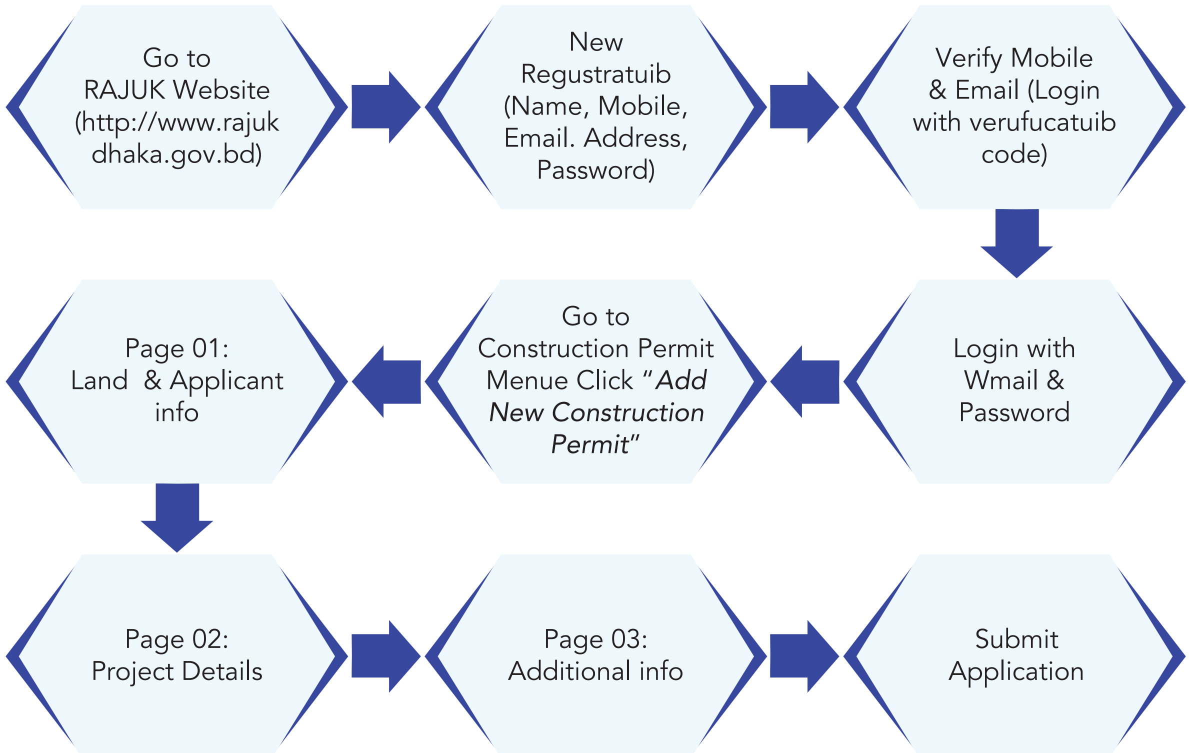

ফি

আবেদন ফরম	৩০০ টাকা
জমির ছাড়পত্র ফরম ফি	১০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	নির্মাণের মোট বর্গফুট অনুযায়ী ভিন্ন হয় (বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন রুলস ২০০৮-এর ফি সূচি অনুযায়ী)।

সময়সীমা

এসএলএ	তিন (৩) বছর
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় নথিপত্র	প্রযোজ্য নয়
ধাপসমূহ	প্রযোজ্য নয়
ফি	প্রযোজ্য নয়

নোট / টিপস

সাধারণ জটিলতা	• অগ্নিনির্বাপক ও সিভিল ডিফেন্স, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি বহু সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হয়– যা আবেদনকারীরা অনেক সময় জানেন না • নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা নেই • অতিরিক্ত EIA রিপোর্ট প্রয়োজন হলে বিলম্ব ঘটে
স্থানভেদে ভিন্নতা	
যোগাযোগ কেন্দ্র	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ০১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ইমেইল: chairman@rajukdhaka.gov.bd ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৪৫৭৭ ওয়েবসাইট: www.rajukdhaka.gov.bd

পরিবেশগত ছাড়পত্র
(Environmental Clearance Certificate - ECC)

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনুমোদন/ছাড়পত্র গ্রহণ।
কারা এটি প্রয়োজন	যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।
সেবার আওতা	বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

কর্তৃপক্ষ

প্রদানকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
অনলাইন লিংক	https://doe.gov.bd/

নবায়ন

ফ্রিকোয়েন্সি	প্রযোজ্য নয়
পদ্ধতি	অনলাইন

শর্তাবলি

অবশ্যকীয় শর্তাবলি	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	মন্তব্য
দলিল	
অনলাইন আবেদন	ফরম-৩
ফি ও ভ্যাট জমার রসিদ	
অবস্থান মানচিত্র ও লে-আউট প্ল্যান	কপি
জমির দলিল/মিউটেশন	কপি
স্থানীয় সরকারের অনুমতি	
উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র	কপি
BIDA/BSCIC/DoT নিবন্ধন	প্রযোজ্য হলে
অন্যান্য সরকারি কাগজপত্র	প্রয়োজন হলে

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ:	
ধাপ ১:	অনলাইনে প্রোফাইল তৈরি ও লগইন
ধাপ ২:	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান
ধাপ ৩:	অনলাইনে ফি প্রদান
ধাপ ৪:	ইনভয়েস কপি সংরক্ষণ
ধাপ ৫:	অনলাইনে আবেদন জমা

প্রক্রিয়া চিত্র

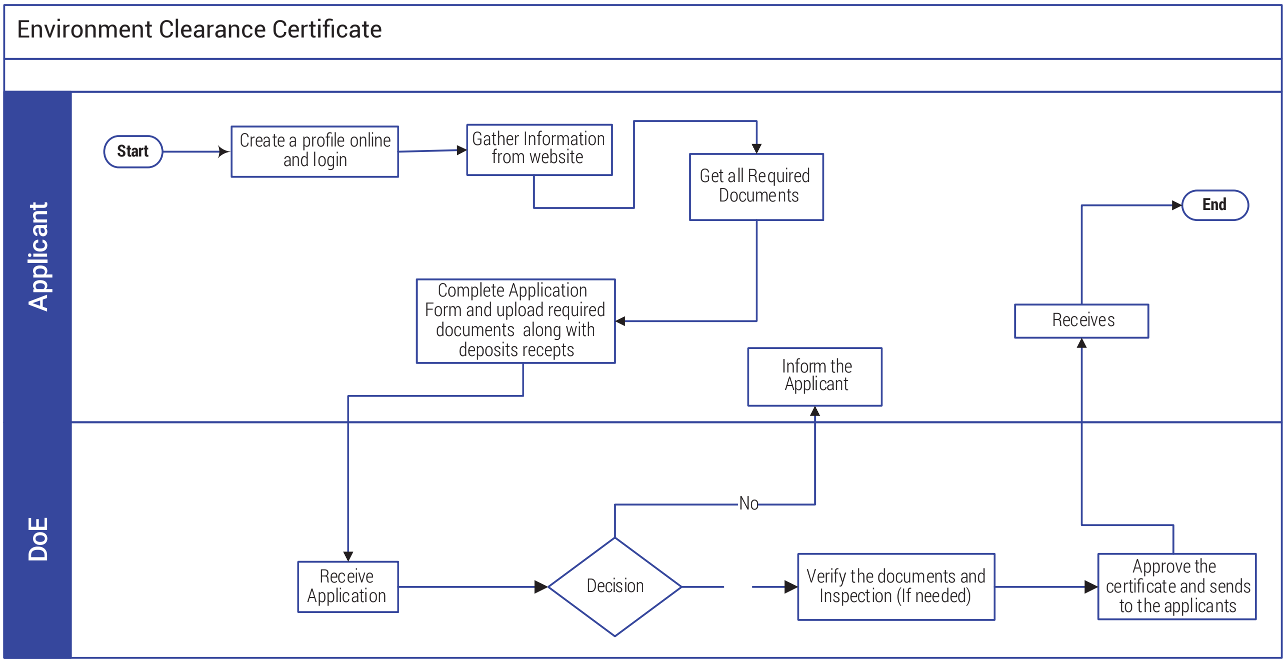

ফি

আবেদিন ফি:	২,০০০ - ১০,০০০ টাকা
অন্যান্য ফি:	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর সিডিউল-৭ অনুযায়ী
ভ্যাট:	১৫%

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

• এসএলএ/ সময়	৭-৩০ কর্মদিবস
• স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণ সময়	১৫-৬০ দিন

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	• বিদ্যমান ECC-এর কপি • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স • হালনাগাদ ফায়ার ও ফ্যাক্টরি লাইসেন্স • পরিবেশ মনিটরিং রিপোর্ট • ট্রেজারি চালান

প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ	১। অনলাইন আবেদন (ফরম-৫ অনুযায়ী)
ধাপ	২। নবায়ন ফি ও ভ্যাট প্রদান
ধাপ	৩। কমপ্লায়েন্স মনিটরিং রিপোর্ট (প্রযোজ্য হলে)
ধাপ	৪। সর্বশেষ ছাড়পত্র/নবায়ন সনদের কপি
ধাপ	৫। প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র
ফি	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর সিডিউল-৭ অনুযায়ী

নোট/পরামর্শ

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা	• লাল, কমলা, সবুজ ইত্যাদি শ্রেণিবিন্যাস জটিলতা বাড়ায় • বৃহৎ প্রকল্পে জনশুনানি বাধ্যতামূলক হওয়ায় বিলম্ব ঘটে • পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের সমন্বয়হীনতা • দীর্ঘ সময় ধরে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন • পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল সংকট
স্থানীয় ভিন্নতা	জেলা পর্যায়ে ভিন্নতা রয়েছে
যোগাযোগ	পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ফোন: ৮৮-০২-২২২২১৮৫০০ ইমেইল: dg@doe.gov.bd

সার্টিফিকেশন মার্ক লাইসেন্স

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	বিএসটিআই সার্টিফিকেশন প্রাপ্তি
যাদের প্রয়োজন	যে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যার বিএসটিআই সার্টিফিকেট প্রয়োজন
ভৌগোলিক পরিসর	দেশের যেকোনো স্থানে

কর্তৃপক্ষ

ইস্যুকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যালয়	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) মান ভবন, ১১৬/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ টেলিফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৯, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০১১, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০৩০০৯২ ই-মেইল: dg@bsti.gov.bd , bsti@bangla.net
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://bsti.gov.bd

নবায়ন

নবায়নের আবশ্যকতা	বার্ষিক
পদ্ধতি	অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

প্রাথমিক শর্তাবলী	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র	মন্তব্য
আবেদন ফরম		
হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	কপি	
ট্রেডমার্ক নিবন্ধন	কপি	
ভ্যাট/টিন সার্টিফিকেট	কপি	
সনদ অব ইনকর্পোরেশন	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে	
হালনাগাদ প্রিমাইস লাইসেন্স	খাদ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে	
প্যাকেট লেবেলের তথ্য		

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	বিএসটিআই ওয়েবসাইট বা ওএসএস সেন্টার থেকে ফরম সংগ্রহ করে আবেদন
ধাপ ২	আবেদনের প্রাথমিক যাচাই
ধাপ ৩	কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত
ধাপ ৪	নমুনা পরীক্ষা
ধাপ ৫	চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও অনুমোদন
ধাপ ৬	বিল ইস্যু
ধাপ ৭	লাইসেন্স প্রদান

প্রক্রিয়া চিত্র

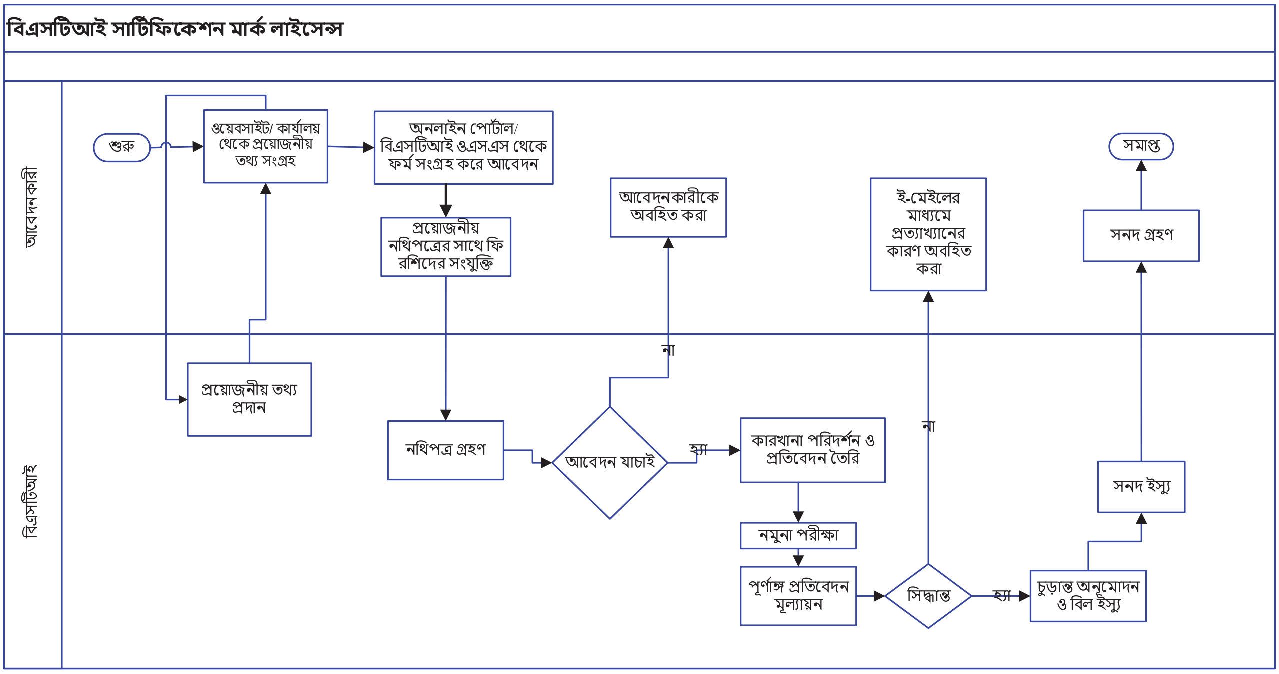

পরিশোধযোগ্য ফি

আবেদন ফর্ম	১,০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	১,৫০০ টাকা থেকে ৩৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
অন্যান্য চার্জ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী)

আইনে নির্ধারিত সময়	১২ কার্যদিবস (পরিদর্শন ও পরীক্ষার সময় ব্যতীত)
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	• আবেদন ফরম (ওয়েবসাইট বা ওএসএস সেন্টার থেকে প্রাপ্ত) • হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স • ট্রেডমার্ক নিবন্ধন • ভ্যাট/টিন সার্টিফিকেট • সনদ অব ইনকর্পোরেশন • হালনাগাদ প্রিমাইস লাইসেন্স • প্যাকেট লেবেলের তথ্য
প্রক্রিয়ার ধাপ	• আবেদন জমা • আবেদনের যাচাই • কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন • নমুনা পরীক্ষা • চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও অনুমোদন • বিল ইস্যু • লাইসেন্স ইস্যু
ফি	১,৫০০ টাকা থেকে ৩৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত

বিশেষ মন্তব্য

সাধারণ সমস্যাবলি	• পরিদর্শন ও পরীক্ষার দীর্ঘ সময় • জনবল সংকট
স্থানভেদে ব্যতিক্রম	
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) মান ভবন, ১১৬/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ টেলিফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৯, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০১১৩ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০৩০০৯২ ই-মেইল: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net

বয়লার নিবন্ধন

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বয়লার স্থাপন করা।
প্রযোজ্যতা	উৎপাদনমূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।
ব্যাপ্তি	বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা) প্লট-১/১, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ইমেইল: ibho4@boiler.gov.bd, ফোন: ৮৮০১৬৭৪৬৫০১৫১
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://boiler.gov.bd/

নবায়ন

মেয়াদ	বার্ষিক
আবেদনের পদ্ধতি	অফলাইন/অনলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	প্রযোজ্য নয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১. কোড অনুযায়ী বয়লার এবং বয়লার উপাদানের ক্রস-সেকশনাল ড্রয়িং
২. তাপীয় পৃষ্ঠের হিসাব
৩. চাপ অংশের শক্তির হিসাব
৪. নির্মাণের সময় পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন সনদ
৫. নির্মাতার উৎপাদন ও পরীক্ষার সনদপত্র
৬. ইস্পাত নির্মাতার উৎপাদন ও পরীক্ষার ফলাফলের সনদপত্র
৭. ৩ ইঞ্চির বেশি অভ্যন্তরীণ ব্যাসের পাইপের জন্য স্টিম পাইপ সার্টিফিকেট
৮. নির্মাতার স্ট্যাম্প
৯. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল
১০. বয়লার অপারেটর লাইসেন্সের কপি
১১. বয়লার, স্টিম হেডার, স্টিম লাইনসহ পাইপের পিএন্ডআই ডায়াগ্রাম
১২. ইকোনোমাইজারের নকশা ও সনদসহ ক্রস-সেকশনাল নির্মাণ ড্রয়িং
১৩. লেটারহেড প্যাডের মাধ্যমে আবেদন
১৪. ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি
১৫. বয়লার আমদানির এলসি, বিল অব লেডিং এবং চালানের কপি

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	লেটারহেড প্যাডের মাধ্যমে আবেদন জমা দিন।
ধাপ ২	আবেদনপত্র যাচাইকরণ।
ধাপ ৩	বয়লারের পরিদর্শন ও পরীক্ষা।
ধাপ ৪	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন।
ধাপ ৫	ডাক, ই-মেইল বা সরাসরি মাধ্যমে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি।

প্রক্রিয়া চিত্র

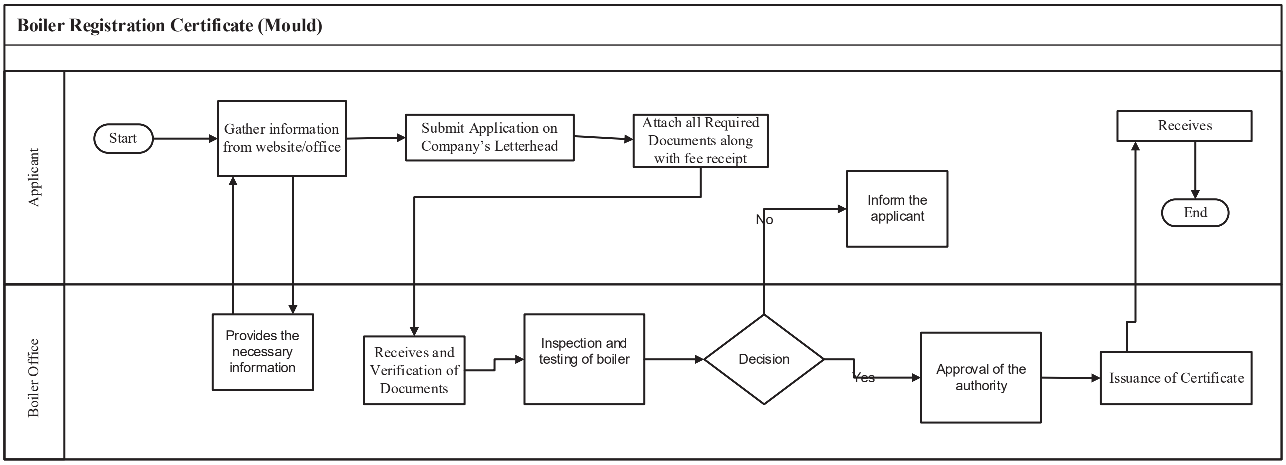

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	নির্দিষ্ট করা নেই।
লাইসেন্স ফি	বয়লার রেটিং অনুযায়ী (নিচের ফি তালিকা দেখুন)
অন্যান্য খরচ	১৫% ভ্যাট

ফি তালিকা:

বয়লার রেটিং	বার্ষিক পরিদর্শন ফি (টাকা)	নিবন্ধনের মোট ফি (টাকা)
১-১০০	২,৫০০	৭,৫০০
১০১-৩০০	৩,৫০০	১০,৫০০
৩০১-৫০০	৪,৫০০	১৩,৫০০
৫০১-৭০০	৫,০০০	১৫,০০০
৭০১-৯০০	৫,৫০০	১৬,৫০০
৯০১-১১০০	৬,০০০	১৮,০০০
১১০১-২০০০	৬,৫০০	১৯,৫০০
২০০১-৪০০০	৭,০০০	২১,০০০
৪০০১-৬০০০	৭,৫০০	২২,৫০০
৬০০১-৮০০০	৮,০০০	২৪,০০০
৮০০১-১০০০০	৮,৫০০	২৫,৫০০
১০০০১ এবং তার বেশি	৯,০০০	২৭,০০০

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	আবেদন জমার পর ২১ কার্যদিবস।
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	...

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. ট্রেড লাইসেন্সের কপি ২. বয়লার মালিকের লাইসেন্স ৩. মেরামত, পরিদর্শন ও পরীক্ষার রিপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ৪. ফি রসিদ

প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়ার ধাপ	
ধাপ ১.	ফরম ও ফিসহ আবেদন জমা
ধাপ ২.	মাঠে বয়লার পরিদর্শন ও পরীক্ষা
ধাপ ৩.	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন
ধাপ ৪.	সার্টিফিকেট ইস্যু
নবায়ন ফি	১,০০০ - ৪,০০০ টাকা

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	• সংস্থায় পরিদর্শকের অভাব • পেন্ডিং জমা ও বিলম্ব
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা), ইমেইল: ibho4@boiler.gov.bd ফোন: ৮৮০১৬৭৪৬৫০১৫১

বয়লার অপারেটর লাইসেন্স

প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য	বয়লারের নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।
প্রযোজ্যতা	কারখানায় বয়লার ব্যবহারকারী যে কোনও ব্যবসায়িক সত্তা।
ব্যাপ্তি	সারা বাংলাদেশ

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা) প্লট-১/১, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ইমেইল: ibho4@boiler.gov.bd, ফোন: ৮৮০১৬৭৪৬৫০১৫১
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://boiler.gov.bd/

নবায়ন

মেয়াদ	বার্ষিক
আবেদনের পদ্ধতি	অফলাইন/অনলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	উচ্চতর গ্রেডের লাইসেন্সের জন্য নিম্নতর গ্রেডের লাইসেন্স জমা দিতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	১. জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) - কপি ২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ - কপি ৩. অভিজ্ঞতার সনদ - কপি ৪. পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৫. নিম্ন গ্রেডের লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৬. ফি রসিদ - অটোমেটেড চালানের কপি

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	তফসিল ৬-এর ফরমে কমিটির নিকট আবেদন করুন এবং তফসিল ৬ অনুযায়ী ফি প্রদান করুন।
ধাপ ২	কমিটি অযোগ্যতার কারণ উল্লেখসহ যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করবে।
ধাপ ৩	কমিটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে যোগ্য প্রার্থীদের পরীক্ষা নেবে।
ধাপ ৪	ফলাফল প্রকাশের পর, কমিটি পাসকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রধান বয়লার পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করবে।
ধাপ ৫	প্রধান বয়লার পরিদর্শক পাসকৃত প্রার্থীদের যাচাই করবেন এবং তাদের লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি অনুমোদন করবেন।
ধাপ ৬	অনুমোদন পাওয়ার পর, ডেপুটি চিফ বয়লার ইনস্পেক্টর যোগ্য প্রার্থীদের লাইসেন্স ইস্যু করবেন।

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	প্রযোজ্য নয়।
লাইসেন্স ফি	৩,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা। লিঙ্ক: ফি নির্ধারণী
অন্যান্য খরচ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	নির্বাহী কমিটির সভার উপর নির্ভরশীল।
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. এনআইডির কপি ২. বয়লার অপারেটর লাইসেন্সের কপি ৩. কারখানা থেকে অভিজ্ঞতার সনদ ৪. পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৫. ফি রসিদ/অটোমেটেড চালানের কপি
প্রক্রিয়ার ধাপ	১. মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস পূর্বে ফিসহ আবেদন করুন ২. কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই করবেন ৩. নবায়ন সার্টিফিকেট ইস্যু
নবায়ন ফি	১,০০০ - ৪,০০০ টাকা (উপরের লিঙ্ক অনুযায়ী)

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	• কারিগরি জটিলতা • কর্মের সাথে পড়াশোনার সমন্বয় • আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নেভিগেশন
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিসিক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ভবন (৭ম তলা) প্লট-১/১, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ইমেইল: ibho4@boiler.gov.bd ফোন: ৮৮০১৬৭৪৬৫০১৫১

সাইকেল, সাইকেল যন্ত্রাংশ, টায়ার ও টিউব বিক্রয়ের লাইসেন্সের আবেদন

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	সাইকেল, সাইকেল যন্ত্রাংশ, টায়ার ও টিউব উৎপাদন/বিক্রয়ের বৈধতা অর্জন।
প্রযোজ্যতা	সাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।
ব্যাপ্তি	নির্দিষ্ট করা নেই।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	(উদাহরণস্বরূপ ঢাকার ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা ১৬ জনসন রোড, ঢাকা ১১০০
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.mygov.bd/services?type=office#::doptor-115:: (প্রদত্ত ই-চালান লিংকের মাধ্যমে পেমেন্ট)

নবায়ন

মেয়াদ	নির্দিষ্ট করা নেই।
আবেদনের পদ্ধতি	অনলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	১. আবেদনকারীর ছবি ২. আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র ৩. আবেদনকারীর ট্রেড লাইসেন্স (বাধ্যতামূলক) ৪. করপাত্তন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৫. প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা ভাড়া সংক্রান্ত দলিল ৬. ফায়ার লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৭. প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল ৮. প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	অনলাইন আবেদন ফর্ম পূরণ করুন; লাল তারকাচিহ্নিত সকল ঘর পূরণ নিশ্চিত করুন।
ধাপ ২	প্রয়োজনে খসড়া আবেদন সংরক্ষণ করুন এবং পরবর্তীতে সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অপশন থেকে কাজ চালিয়ে নিন।
ধাপ ৩	আবেদন জমা দিন এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য একটি অনন্য ট্র্যাকিং নম্বর গ্রহণ করুন।
ধাপ ৪	অনলাইনে লাইসেন্স সংগ্রহ করুন।

প্রক্রিয়া চিত্র

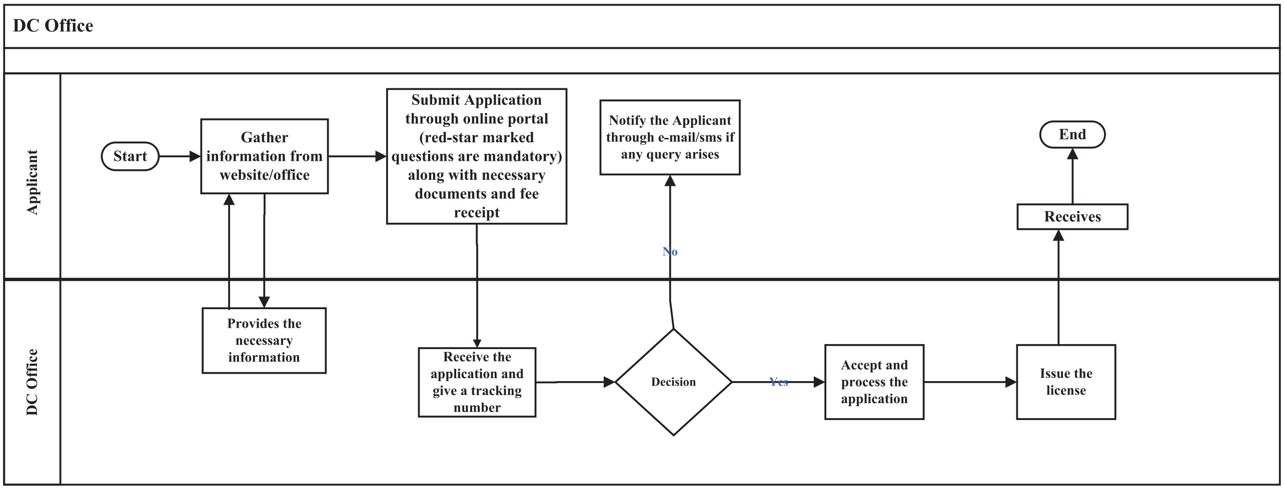

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	লাইসেন্স প্রক্রিয়াকরণ ফি: ২,০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	উপরের অন্তর্ভুক্ত
অন্যান্য খরচ	ভ্যাট (১৫%): ৩০০ টাকা; অগ্রিম আয়কর (১০%): ২০০ টাকা

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	৩০ দিন
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	নির্দিষ্ট করা নেই।
প্রক্রিয়ার ধাপ	নির্দিষ্ট করা নেই।
নবায়ন ফি	নির্দিষ্ট করা নেই।

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	অসম্পূর্ণ আবেদন (বাধ্যতামূলক ক্ষেত্র ফাঁকা রাখা) গ্রহণযোগ্য নয়।
স্থানীয় পার্থক্য	জেলা পর্যায়ে পরিবর্তন হতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা ১৬ জনসন রোড, ঢাকা ১১০০ ফ্রন্ট ডেস্ক: ০৯৬৭৭৬০২৫৬০

চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সার্জিকাল যন্ত্র বিক্রয় লাইসেন্স (পাইকারি/সরবরাহকারী)

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন বা সমাবেশের বৈধতা অর্জন।
প্রযোজ্যতা	চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।
ব্যাপ্তি	নির্দিষ্ট করা নেই।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	(উদাহরণস্বরূপ ঢাকার ঠিকানা প্রদান করা হয়েছে) ১৬ জনসন রোড, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.mygov.bd/services?type=office#::doptor-115:: (প্রদত্ত ই-চালান লিংকের মাধ্যমে পেমেন্ট)

নবায়ন

মেয়াদ	নির্দিষ্ট করা নেই।
আবেদনের পদ্ধতি	অনলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	১. আবেদনকারীর ছবি ২. আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র ৩. আবেদনকারীর ট্রেড লাইসেন্স (বাধ্যতামূলক) ৪. করপাত্তন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৫. প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা ভাড়া সংক্রান্ত দলিল ৬. ফায়ার লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৭. প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল ৮. প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	অনলাইন আবেদন ফর্ম পূরণ করুন; লাল তারকাচিহ্নিত সকল ঘর পূরণ নিশ্চিত করুন।
ধাপ ২	প্রয়োজনে খসড়া আবেদন সংরক্ষণ করুন এবং পরবর্তীতে সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অপশন থেকে কাজ চালিয়ে নিন।
ধাপ ৩	আবেদন জমা দিন এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য একটি অনন্য ট্র্যাকিং নম্বর গ্রহণ করুন।
ধাপ ৪	অনলাইনে লাইসেন্স সংগ্রহ করুন।

প্রক্রিয়া চিত্র

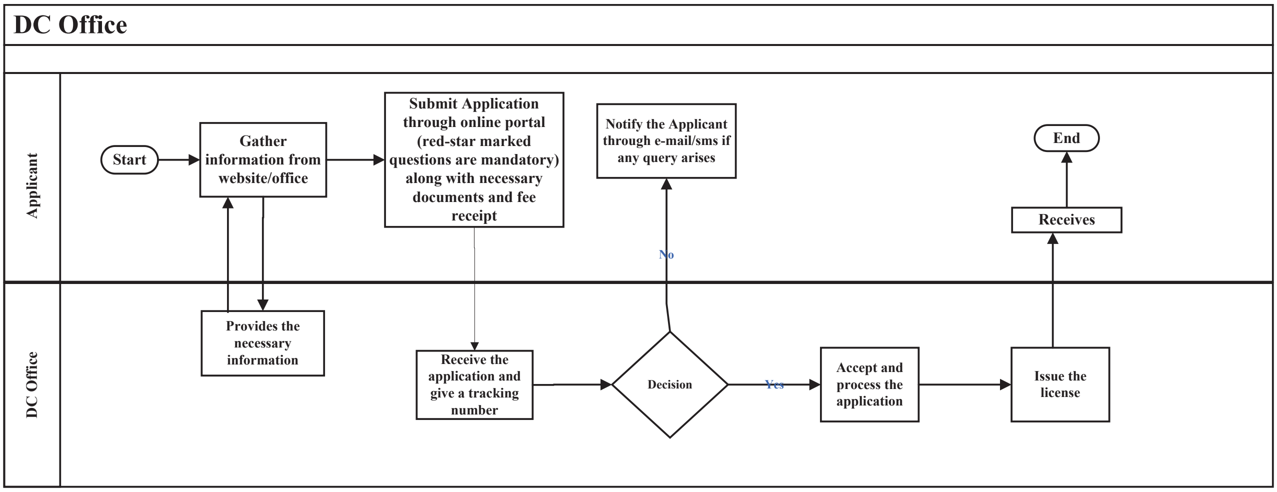

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	লাইসেন্স প্রক্রিয়াকরণ ফি: ২,০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	উপরের অন্তর্ভুক্ত
অন্যান্য খরচ	ভ্যাট (১৫%): ৩০০ টাকা; অগ্রিম আয়কর (১০%): ২০০ টাকা

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	৩০ দিন
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	নির্দিষ্ট করা নেই।
প্রক্রিয়ার ধাপ	নির্দিষ্ট করা নেই।
নবায়ন ফি	নির্দিষ্ট করা নেই।

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	অসম্পূর্ণ আবেদন (বাধ্যতামূলক ক্ষেত্র ফাঁকা রাখা) গ্রহণযোগ্য নয়।
স্থানীয় পার্থক্য	জেলা পর্যায়ে পরিবর্তন হতে পারে।
যোগাযোগের ঠিকানা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা ১৬ জনসন রোড, ঢাকা ১১০০ ফ্রন্ট ডেস্ক: ০৯৬৭৭৬০২৫৬০

বিইআইওএ (বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি) এর সদস্যপদ সার্টিফিকেট

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	শিল্প প্রতিনিধিত্ব, নেটওয়ার্কিং ও সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বিইআইওএ) আনুষ্ঠানিক সদস্য হওয়া।
প্রযোজ্যতা	প্রকৌশল শিল্পের ব্যবসা, বিশেষ করে যারা যান্ত্রিক বা তড়িৎ প্রকৌশল যোগ্যতাসম্পন্ন।
ব্যাপ্তি	জাতীয়

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বিইআইওএ)
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বিইআইওএ) ৩৮ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা ১১০০
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন

মেয়াদ	বার্ষিক
আবেদনের পদ্ধতি	অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা (যান্ত্রিক/তড়িৎ) সহ প্রকৌশল শিল্পে নিয়োজিত হতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	১. বাংলাদেশ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (১ সেট) ২. টিআইএন (করপাত্তন নম্বর) এর ফটোকপি (১ সেট) ৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (১ সেট) ৪. ভিজিটিং কার্ড (১ টি) ৫. পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি) ৬. ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সার্টিফিকেট ও বোর্ড নিবন্ধনের ফটোকপি (১ সেট)

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	সদস্যতা আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করে পূরণ করুন (উৎস নির্দিষ্ট নেই)।
ধাপ ২	চেকলিস্ট অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করুন।
ধাপ ৩	পূরণকৃত আবেদন ফর্ম, সকল কাগজপত্র এবং মোট ৬,৫০০ টাকা ফি বিইআইওএ কার্যালয়ে জমা দিন।

প্রক্রিয়া চিত্র

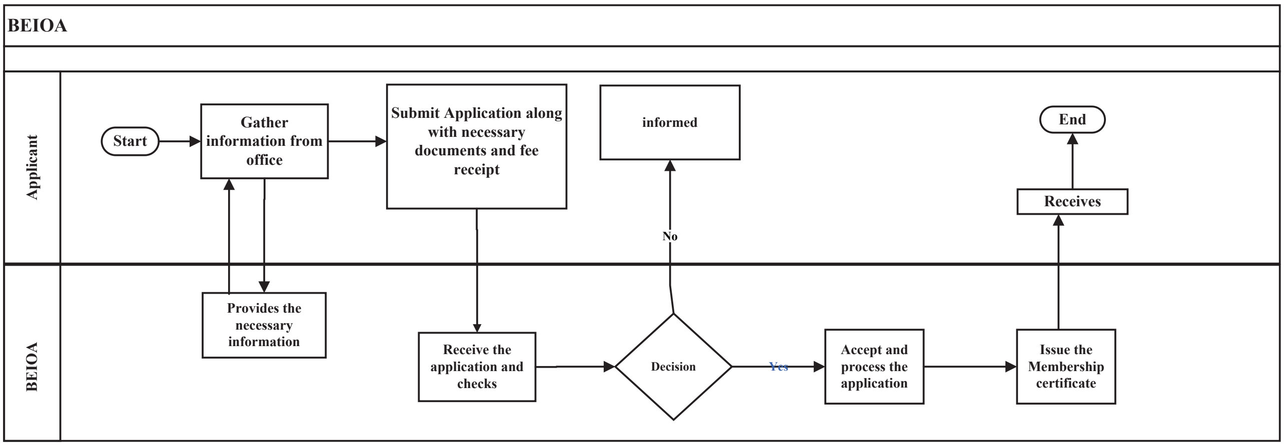

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	ফরম ফি: ৫০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	ভর্তি ফি: ৩,০০০ টাকা; বার্ষিক ফি: ৩,০০০ টাকা
অন্যান্য খরচ	নির্দিষ্ট করা নেই।

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	২-৩ দিন
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	২-৩ দিন

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	নির্দিষ্ট করা নেই (সম্ভবত প্রাথমিক আবেদনের অনুরূপ)।
প্রক্রিয়ার ধাপ	নির্দিষ্ট করা নেই।
নবায়ন ফি	বার্ষিক ফি: ৩,০০০ টাকা (প্রাথমিক ফি কাঠামো অনুযায়ী)

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	প্রকৌশলী যোগ্যতার কাগজপত্র (ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল) এর প্রয়োজনীয়তা কিছু আবেদনকারীর জন্য বাধা হতে পারে।
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বিইআইওএ) - মূল পাঠ্যে যোগাযোগের তথ্য প্রদান করা হয়নি।

বিইএমএমএ (বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন) এর মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	শিল্প নেটওয়ার্কিং ও প্রতিনিধিত্বের সুবিধার্থে বিইএমএমএ-এর আনুষ্ঠানিক সদস্য হওয়া।
প্রযোজ্যতা	বৈধ ট্রেড লাইসেন্স সহ বৈদ্যুতিক পণ্য খাতে নিয়োজিত ফার্ম, কোম্পানি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।
ব্যাপ্তি	জাতীয় (বাংলাদেশ)

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমএমএ)
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমএমএ) ৬, প্রথম তলা, বিসিসি রোড, ঠাটারি বাজার, নবাবপুর, ঢাকা ১১০০
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন

মেয়াদ	বার্ষিক ("বার্ষিক ফি" থেকে অনুমিত)
আবেদনের পদ্ধতি	অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	বৈধ ট্রেড লাইসেন্সসহ বৈদ্যুতিক পণ্য খাতের ব্যবসায়িক সত্তা হতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	১. পূর্ণকৃত সদস্যতা আবেদন ফর্ম (বিইএমএমএ অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে) ২. ট্রেড লাইসেন্সের কপি ৩. নিগমবিধি সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৪. টিআইএন (মূলের কপি) ৫. জাতীয় পরিচয়পত্র (মূলের কপি) ৬. পে-অর্ডার / চেক / নগদ (বিইএমএমএ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফি প্রদানযোগ্য; বিস্তারিত অফিসে নিশ্চিত করতে হবে) ৭. দু'জন বিদ্যমান বিইএমএমএ সদস্যের প্রস্তাবনা ও সমর্থন (আবেদনটি অবশ্যই বিদ্যমান দুই সদস্যের সিল ও স্বাক্ষর দ্বারা প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হতে হবে)।

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	বিইএমএমএ অফিস থেকে সদস্যতা আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করুন।
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় সহায়ক কাগজপত্র প্রস্তুত করুন এবং বিদ্যমান দু'জন বিইএমএমএ সদস্যের কাছ থেকে প্রস্তাবনা/সমর্থন সংগ্রহ করুন।
ধাপ ৩	পূর্ণকৃত আবেদন ফর্ম, সকল কাগজপত্র এবং সদস্য ফি বিইএমএমএ অফিসে জমা দিন।

প্রক্রিয়া চিত্র

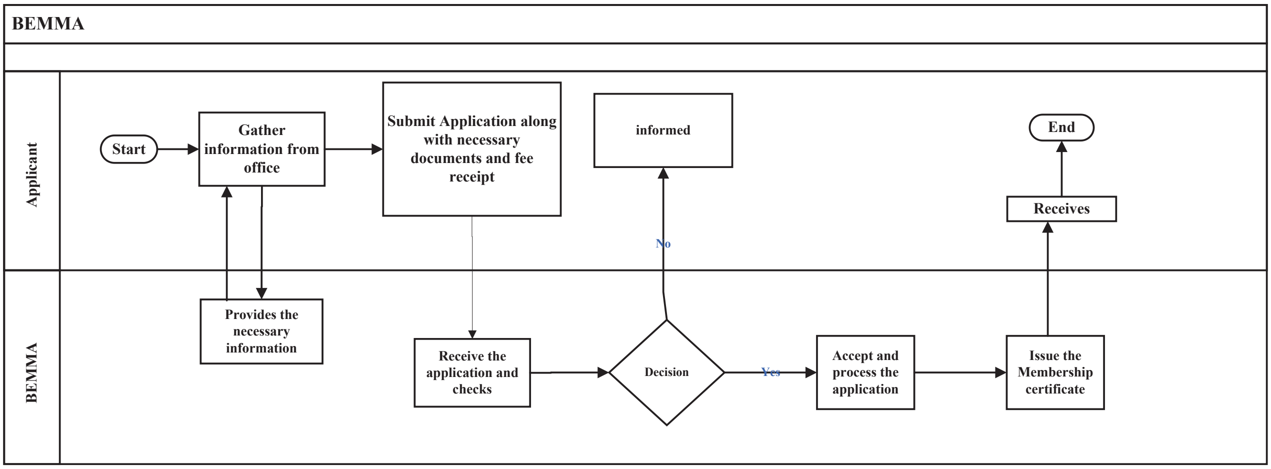

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	ফরম ফি: ২,০০০ টাকা
লাইসেন্স ফি	প্রবেশ ফি: ২,০০০ টাকা; বার্ষিক ফি: বিইএমএমএ অফিসে নিশ্চিত করতে হবে
অন্যান্য খরচ	মসজিদ: ২০০ টাকা; চাঁদা: ২,০০০ টাকা

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	২ মাস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	নির্দিষ্ট করা নেই (সম্ভবত প্রাথমিক আবেদনের অনুরূপ এবং পূর্ববর্তী সদস্যতার প্রমাণপত্র)।
প্রক্রিয়ার ধাপ	নির্দিষ্ট করা নেই।
নবায়ন ফি	বার্ষিক ফি (পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে)।

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	প্রস্তাবনা ও সমর্থনের জন্য বিদ্যমান দু'জন সদস্য খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা।
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমএমএ) ৬, প্রথম তলা, বিসিসি রোড, ঠাটারি বাজার, নবাবপুর, ঢাকা ১১০০ আরও বিস্তারিত জানতে কল করুন: +৮৮০১৬৩১-৭৪৬৫৭৫, ০১৭০৫-০৫১১৫৬

ইপিবি এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	নিয়মিত রপ্তানিকারক হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্তি।
প্রযোজ্যতা	যেকোনো ব্যবসায়িক সত্তা।
ব্যাপ্তি	বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) টিসিবি ভবন (১ম, ৪র্থ এবং ৯ম তলা) ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮০-০২-৫৫০১৩৪২০ ইমেইল: info@epb.gov.bd

নবায়ন

মেয়াদ	বার্ষিক
আবেদনের পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	বৈধ ট্রেড লাইসেন্সসহ বৈদ্যুতিক পণ্য খাতের ব্যবসায়িক সত্তা হতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১. আবেদনপত্র (মূল দলিল)
২. ট্রেড লাইসেন্স (সত্যায়িত কপি)
৩. রপ্তানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট (সত্যায়িত কপি)
৪. ইপিবির পক্ষে এনরোলমেন্ট ফির পে-স্লিপ (মূল দলিল)
৫. সমিতির সদস্যপদ সার্টিফিকেট (সত্যায়িত কপি)
৬. ই-টিআইএন (মূল দলিল ও সত্যায়িত কপি)
৭. ছবি (২টি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ)
৮. ভ্যাট সার্টিফিকেট (সত্যায়িত কপি)

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ

ধাপ ১	কোম্পানির লেটারহেডে আবেদন করুন।
ধাপ ২	ব্যাংকে ফি পে-স্লিপের মাধ্যমে পরিশোধ করুন।
ধাপ ৩	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পে-স্লিপসহ কাউন্টারে আবেদন জমা দিন।
ধাপ ৪	অনুমোদিত ইপিবি কর্মকর্তারা কাগজপত্র যাচাই করবেন।
ধাপ ৫	কাগজপত্র সঠিক থাকলে একই দিনে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

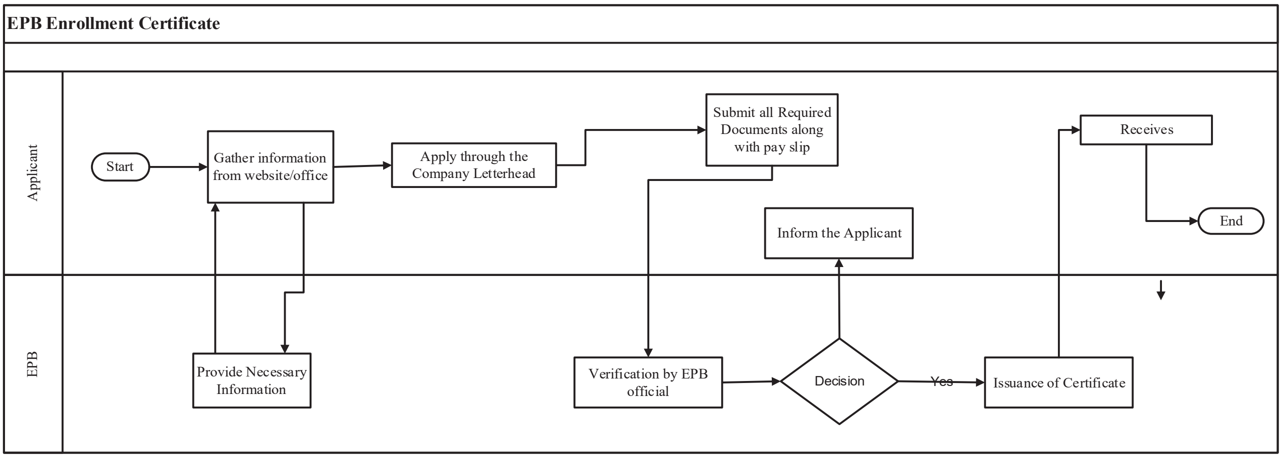

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	প্রযোজ্য নয়।
লাইসেন্স ফি	২,৩০০ টাকা
অন্যান্য খরচ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা

প্রতিশ্রুত সময়	২ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	উল্লেখ নেই।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেটের মূল দলিল ২. ইপিবি এনরোলমেন্ট নবায়নের আবেদনপত্র ৩. ২ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৪. পে-স্লিপ ৫. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স (সত্যায়িত ফটোকপি) ৬. হালনাগাদ রপ্তানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট (সত্যায়িত ফটোকপি) ৭. হালনাগাদ চেম্বার/সমিতি সদস্যপদ সার্টিফিকেট (সত্যায়িত ফটোকপি) ৮. ভ্যাট নিবন্ধন সার্টিফিকেট (সত্যায়িত ফটোকপি) ৯. হালনাগাদ ই-টিআইএন (সত্যায়িত ফটোকপি) ১০. স্মারকলিপি (সত্যায়িত ফটোকপি)
প্রক্রিয়ার ধাপ	১. কোম্পানির লেটারহেডে আবেদন করুন। ২. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পে-অর্ডার জমা দিন। ৩. ইপিবি কর্মকর্তারা কাগজপত্র যাচাই করবেন। ৪. নবায়ন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
নবায়ন ফি	১,৭২৫ টাকা

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	• বিপুল সংখ্যক কাগজপত্রর প্রয়োজন • সীমিত অনলাইন ট্র্যাকিং ব্যবস্থার কারণে বিলম্ব এবং জনবলের স্বল্পতা।
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	টিসিবি ভবন (১ম, ৪র্থ এবং ৯ম তলা) ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮০-০২-৫৫০১৩৪২০ ইমেইল: info@epb.gov.bd

জিরো ডিসচার্জ অফ হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল (জেডিএইচসি) সার্টিফিকেশন

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	পরিবেশগত সম্মতি নিশ্চিতকরণ (বিশেষত ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে)।
প্রযোজ্যতা	ক্রেতাদের শর্তানুসারে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান (প্রধানত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতা)
ব্যাপ্তি	বৈশ্বিক (প্রধানত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতা)

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	টেক্সটাইল এক্সচেঞ্জ (বৈশ্বিক)
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস (স্থানীয়)	ইন্টারটেক বাংলাদেশ ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় এবং ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন -২৪০৪
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://www.intertek.com/bangladesh/

নবায়ন

মেয়াদ	অর্ধ-বার্ষিক
আবেদনের পদ্ধতি	অনলাইন/অফলাইন

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	প্রযোজ্য নয়।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	জেডিএইচসি মান অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট।

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ইন্টারটেক-এ আবেদন করুন।
ধাপ ২	নমুনা সংগ্রহ ও ল্যাব পরীক্ষা।
ধাপ ৩	কোনো সংশোধনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন না থাকলে রিপোর্ট ইস্যু করা হবে।

প্রক্রিয়া চিত্র

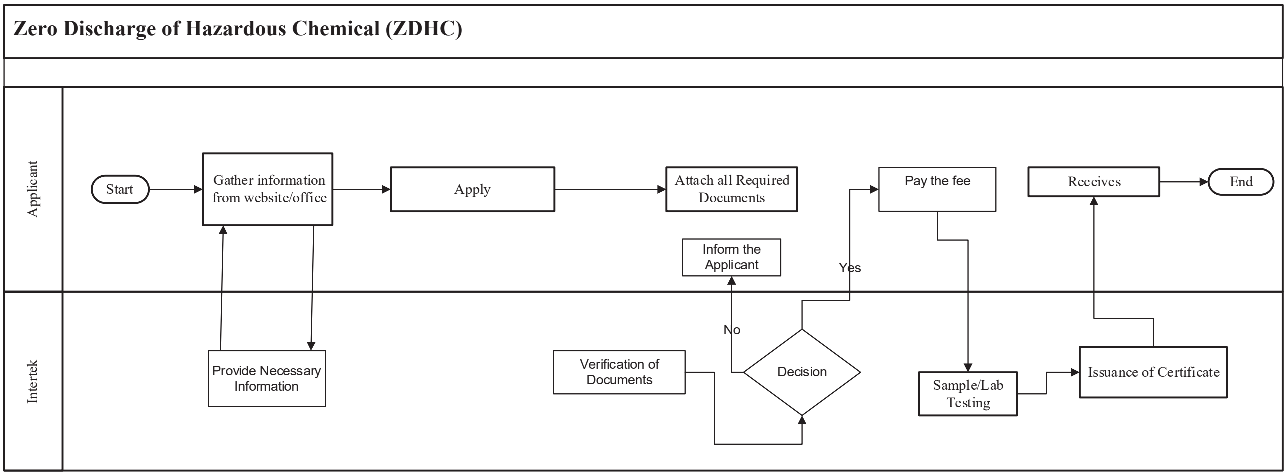

খরচ (ফি) (ইন্টারটেক অনুযায়ী)

পরীক্ষণ ফি	৩০০ মার্কিন ডলার
লাইসেন্স ফি	৭০০ মার্কিন ডলার
অন্যান্য খরচ	১৫% ভ্যাট

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (ইন্টারটেক অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	১৪ কার্যদিবস
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. ইন্টারটেক-এ আবেদন ২. নমুনা সংগ্রহ/ল্যাব পরীক্ষা ৩. কোনো সংশোধনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন না থাকলে রিপোর্ট ইস্যু।
প্রক্রিয়ার ধাপ	একই (নবায়নের জন্য প্রক্রিয়া নবায়নের মতোই)।
নবায়ন ফি	১,০০০ মার্কিন ডলার (৩০০+৭০০) + ১৫% ভ্যাট

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	• ইচ্ছাকৃত ব্যবহার না হওয়ার প্রমাণ প্রদানে জটিলতা • জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব।
স্থানীয় পার্থক্য	চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর।
যোগাযোগের ঠিকানা	ইন্টারটেক বাংলাদেশ ফিনিক্স টাওয়ার, ২য় এবং ৩য় তলা ৪০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ ফোন: ৮৮০৯৬৬৬৭৭৬৬৬৯, এক্সটেনশন-২৪০৪

বিকিরণকারী যন্ত্রের লাইসেন্স (গ শ্রেণীর লাইসেন্স)

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিকিরণ নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মনোনীত ব্যক্তির জন্য বিএইআরএ অনুমোদন লাভ।
প্রযোজ্যতা	বিকিরণ যন্ত্রপাতি, সুবিধা বা উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা।
ব্যাপ্তি	জাতীয়

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

জারিকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ)
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ) ই-১২/এ, শহীদ সাহাবুদ্দিন সড়ক, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	নির্দিষ্ট করা নেই।

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	আবেদনকারীকে অবশ্যই বিএইআরএ সিস্টেমে “প্রতিষ্ঠান/সংস্থা” হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে। ব্যক্তি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে না।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১। ট্রেড লাইসেন্স
২। টিএলডি রিপোর্ট
৩। আরসিও বার্ষিক রিপোর্ট (ঐচ্ছিক)
৪। ডিজিএইচএস থেকে লাইসেন্স (ঐচ্ছিক)
৫। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক কাগজপত্র

প্রক্রিয়া

অনলাইন ধাপসমূহ	
ধাপ ১	নিশ্চিত করুন যে ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টটি “প্রতিষ্ঠান/সংস্থা” হিসেবে নিবন্ধিত।
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় সফট কপি কাগজপত্র প্রস্তুত করুন: শিক্ষাগত সনদ, আরসিও-এর ছবি এবং অন্যান্য সহায়ক কাগজপত্র।
ধাপ ৩	অনলাইন আবেদন ফর্ম পূরণ করুন (প্রতিষ্ঠান, বিকিরণ ইনভেন্টরি, পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি, পূর্বের ঘটনা এবং বিকিরণ কর্মীদের বিবরণ সহ)।
ধাপ ৪	বিএইআরএ অনুমোদনের জন্য আবেদন জমা দিন।

খরচ (ফি)

আবেদন ফরম ফি	নির্দিষ্ট করা নেই।
লাইসেন্স ফি	নির্দিষ্ট করা নেই।
অন্যান্য খরচ	নির্দিষ্ট করা নেই।

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

প্রতিশ্রুত সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	ব্যক্তি ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট আবেদন করতে পারে না; অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে।
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ)

রেডিয়েশন নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার (আরসিও) মনোনয়ন

প্রাথমিক বিবরণ

উদ্দেশ্য	কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিকিরণ নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মনোনীত ব্যক্তির জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ)-এর অনুমোদন লাভ।
প্রযোজ্য ক্ষেত্র	যে সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থা বিকিরণ যন্ত্রপাতি, সুবিধা বা উৎস ব্যবহার করে।
ব্যাপ্তি	জাতীয় পর্যায়।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ)
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ) ই-১২/এ, শহীদ সাহাবুদ্দিন সড়ক, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
অনলাইন পোর্টাল/লিংক	https://services.most.gov.bd/services?category=2

নবায়ন

মেয়াদ	নির্দিষ্ট করা নেই।
আবেদনের পদ্ধতি	অনলাইন ও অফলাইন।

প্রয়োজনীয় শর্ত ও কাগজপত্র

পূর্বশর্ত	আবেদনকারীকে অবশ্যই বিএইআরএ সিস্টেমে একটি “প্রতিষ্ঠান/সংস্থা” হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে। ব্যক্তি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে না।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
	১. বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার (আরসিও) শিক্ষাগত সনদপত্র ২. বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার (আরসিও) ছবি ৩. অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সহায়ক কাগজপ

আবেদন প্রক্রিয়া

ধাপসমূহ	
ধাপ ১	ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টটি একটি “প্রতিষ্ঠান/সংস্থা” হিসেবে নিবন্ধিত কিনা তা নিশ্চিত করুন।
ধাপ ২	প্রয়োজনীয় সফট কপি কাগজপত্র প্রস্তুত করুন: শিক্ষাগত সনদ, আরসিও-এর ছবি এবং অন্যান্য সহায়ক কাগজপত্র।
ধাপ ৩	অনলাইন আবেদন ফর্মটি পূরণ করুন। এতে প্রতিষ্ঠান, বিকিরণ ইনভেন্টরি, পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি, পূর্বের দুর্ঘটনা এবং বিকিরণ কর্মীদের তথ্য দিতে হবে।
ধাপ ৪	বিএইআরএ-এর অনুমোদনের জন্য আবেদনটি জমা দিন।

প্রক্রিয়া চিত্র

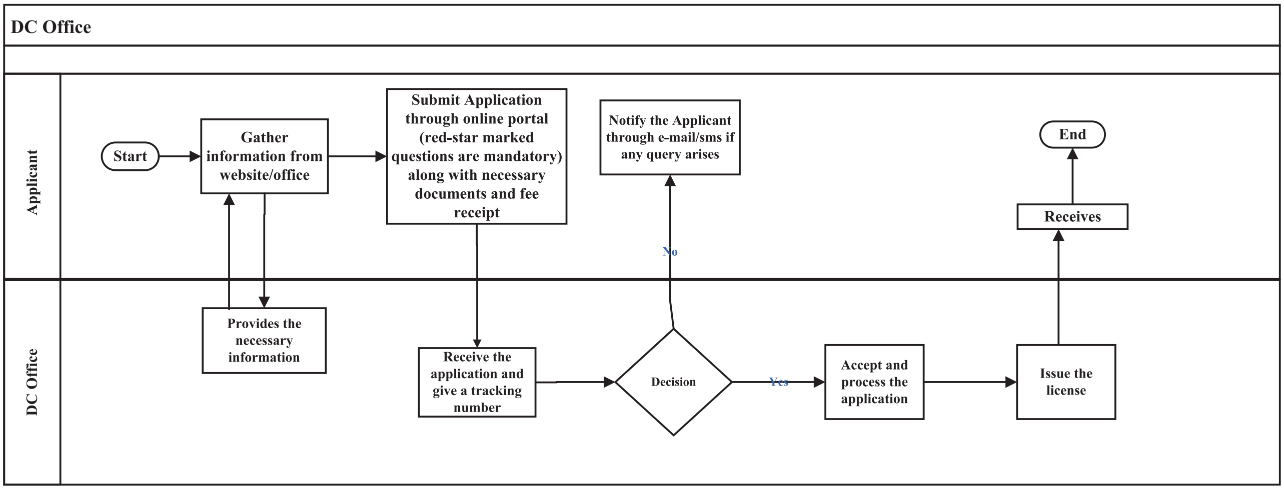

খরচ (ফি)

আবেদন ফর্ম ফি	নির্দিষ্ট করা নেই।
লাইসেন্স ফি	ডায়াগনস্টিক এক্স-রে: ৪,০০০ টাকা
শিল্প ব্যবহার:	১০,০০০ টাকা
অন্যান্য খরচ	নির্দিষ্ট করা নেই।

প্রাপ্তির সময়সীমা (সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী) (নাগরিক সনদ অনুযায়ী)

নির্ধারিত সময়	বিজ্ঞাপন জারির পর ৩০ দিনের মধ্যে।
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সময়	নির্দিষ্ট করা নেই।

নবায়ন প্রক্রিয়া

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	ইস্যুর সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রর মতোই।
প্রক্রিয়ার ধাপ	ইস্যুর প্রক্রিয়ার মতোই।
নবায়ন ফি	ইস্যুর ফির মতোই।

টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাধারণ জটিলতা	ব্যক্তি ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে না; আবশ্যই প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে।
স্থানীয় পার্থক্য	প্রযোজ্য নয়।
যোগাযোগের ঠিকানা	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ) ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল খাতে টেস্টিং ঘাটতি

বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল (LE) খাতে টেস্টিং ও মাননিশ্চয়ন সবচেয়ে দুর্বল অংশগুলোর একটি। যদিও BUET, BCSIR, BSTI-এর মতো কিছু টেস্টিং সুবিধা রয়েছে, তারপরও মাঠ পর্যায়ে খণ্ড ওয়ার্কশপগুলোতে টেস্টিং গ্রহণ অত্যন্ত কম।

মূল সমস্যা অবকাঠামোর অভাব নয়—বরং বাজারে পরীক্ষিত বা সার্টিফায়েড পণ্যের চাহিদা নেই।

ক্রেতারা সাধারণত দ্রুত ডেলিভারি, কম দাম এবং তাৎক্ষণিক ব্যবহারযোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়। তাই ওয়ার্কশপ মালিকরা পরীক্ষার পরামর্শ দিলেও ক্রেতারা সময় ও বাড়তি খরচের কারণে তা এড়িয়ে যায়।

ফলে একটি দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে:

- ক্রেতারা টেস্টিং চায় না
- ওয়ার্কশপগুলো বিনিয়োগ করে না
- মাননির্ভর উৎপাদনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না

স্বল্প-খরচে, সহজপ্রাপ্য, ক্লাস্টারভিত্তিক টেস্টিং সেন্টারের অভাব পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করছে। এর ফলে খণ্ড খাত উচ্চমানের শিল্পচাহিদা, রপ্তানি মান, এবং ফরমাল সাপ্লাই চেইনে অন্তর্ভুক্ত হতে পিছিয়ে রয়েছে।

অধ্যায় ৫

প্রাসঙ্গিক নীতিমালার প্রাথমিক বিবরণ

বাংলাদেশ শিল্পনীতি ২০২২: প্রাথমিক বিবরণ

ওয়েব লিংক: https://moind.gov.bd/site/view/policies/%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE

শিল্পনীতি ২০২২ : প্রাথমিক বিবরণ

রপ্তানিমুখী শিল্প, এসএমই খাত, উদ্ভাবনী শিল্প, এবং সবুজ ও টেকসই শিল্পায়নকে সামনে রেখে সরকার শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করেছে। এর লক্ষ্য হলো শিল্প খাতকে আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক, পরিবেশবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলা, যাতে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি বৈশ্বিক বাজারেও বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হয়।এ নীতি শুধু শিল্পায়নের একটি কাগজপত্র নয়, বরং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের পথে শিল্প খাতের জন্য একটি কৌশল গত রূপরেখা।

শিল্পনীতি ২০২২-এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দেওয়া হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, উদ্যোক্তা বিকাশ, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নকে এই নীতির প্রণয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি নীতি প্রণয়নের সময় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs), ভিশন ২০৪১ এবং ২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নতিওকরণ করার কথা বলা হয়েছে। । অর্থাৎ শিল্পনীতি ২০২২ কেবল শিল্পের সম্প্রসারণ নয়, বরং একটি আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার রূপরেখা।

শিল্পনীতির উদ্দেশ্য

- শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস।
- এসএমই শিল্পের প্রসার ও উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা।
- প্রযুক্তি স্থানান্তর, উদ্ভাবন এবং গবেষণা-বিকাশকে উৎসাহ দেওয়া।
- দেশীয় কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পকে সহায়তা করা।
- পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- এসএমই, কুটির ও মাইক্রো শিল্পকে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় আনা;
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা;
- গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে শিল্প খাতকে আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক করা;
- পরিবেশবান্ধব ও সবুজ শিল্পায়ন নিশ্চিত করা।

নীতিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের ওপর। এ নীতিতে বলা হয়েছে শিল্পায়ন অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত

শিল্পনীতি ২০২২-এ বেশ কিছু খাতকে "অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- তৈরি পোশাক (জগএ)
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
- ওষুধশিল্প
- হালকা প্রকৌশল
- কৃষিভিত্তিক শিল্প
- তথ্যপ্রযুক্তি ও আইসিটি
- অটোমোবাইল
- জাহাজ নির্মাণ
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি
- সৃজনশীল শিল্প

নীতিতে এসব খাতের জন্য বিশেষ সুবিধা, প্রণোদনা ও সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

খাতভিত্তিক দিকনির্দেশনা

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প (SME): নীতিমালায় ঝগউ খাতকে অর্থনীতির "মেরুদণ্ড" বলা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তা ও তরুণ উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে প্রণোদনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি, বিশেষ তহবিল গঠন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা শিল্প: দেশীয় ওষুধ উৎপাদন বাড়াতে কর-সুবিধা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল নেওয়া হয়েছে। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশি ওষুধকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে মান নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণায় বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প: পরিবেশবান্ধব ট্যানারি স্থাপন, আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আইসিটি ও হাইটেক শিল্প: সফটওয়্যার রপ্তানি, ফ্রিল্যান্সিং, ইচঙ সেক্টর এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে উৎসাহিত করার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সরকার এ খাতকে ভবিষ্যতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন উৎস হিসেবে দেখছে।

সৃজনশীল শিল্প : নতুন একটি খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে ফ্যাশন ডিজাইন, কারুশিল্প, সাংস্কৃতিক পণ্য, মিডিয়া ও বিনোদন খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্য সংযোজন ঘটিয়ে রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা তৈরি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান কৌশলসমূহ

- রপ্তানি খাত শক্তিশালীকরণ: তৈরি পোশাক, চামড়া, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল, জাহাজ নির্মাণ, আইসিটি ইত্যাদি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- এসএমই উন্নয়ন: নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা, সহজ ঋণপ্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ, এবং বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- শিল্পাঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চল: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পাঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন।
- সবুজ শিল্পায়ন: নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- ডিজিটাল রূপান্তর: ই-কমার্স, আইটি-সক্ষম সেবা (ITES), চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) প্রযুক্তি গ্রহণ।
- বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ: একক জানালা (One Stop Service), কর-সুবিধা, অবকাঠামো উন্নয়ন।
- অবকাঠামো উন্নয়ন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় শিল্পায়ন সহায়ক ব্যবস্থা।

শিল্প শ্রেণিবিন্যাস

নীতিমালায় শিল্প খাতকে কয়েকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে:

১। আকারভেদে: কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প।

২। কাঠামোভেদে: রপ্তানিমুখী, আমদানি বিকল্প, স্থানীয় বাজারভিত্তিক শিল্প।

৩। অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত: কৃষিভিত্তিক শিল্প, আইসিটি, চামড়া, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইল ইত্যাদি।

৪। উদীয়মান খাত: বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বিশেষ দিকনির্দেশনা

- নারী ও যুব উদ্যোক্তা: ঋণপ্রাপ্তি সহজীকরণ, বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ।
- আঞ্চলিক ভারসাম্য: প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা, যাতে গ্রামীণ শিল্প উন্নত হয়।
- গবেষণা ও উদ্ভাবন: বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাতের সমন্বয়, গবেষণাভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (ঝউএং) অর্জন: শিল্পায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সাশ্রয়ী জ্বালানি, কর্মসংস্থান, এবং জলবায়ু সহনশীল অর্থনীতি।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- জ্বালানি সংকট ও উচ্চ ব্যয়।
- প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব।
- অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।
- পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু ঝুঁকি।
- আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি

নীতিতে শিল্পায়নের পথে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ নিয়ে আলাদা ধারা রয়েছে। ধারা ৭.১ অনুযায়ী প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। তবে সুযোগও কম নয়। ধারা ৭.২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তরুণ জনশক্তি, কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিপুল সম্ভাবনা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি গ্রহণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তি (সার্ক, বিমসটেক, এফটিএ ইত্যাদি) শিল্পায়নের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

সার্বিকভাবে শিল্পনীতি ২০২২ বাংলাদেশের শিল্পায়নকে একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার রূপরেখা। এটি শুধু শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির কৌশল নয়, বরং মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি গ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার একটি সামগ্রিক নীতি। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের জন্য নির্দিষ্ট ধারা যুক্ত করে নীতিটি একটি বাস্তবমুখী রূপ পেয়েছে। সঠিক বাস্তবায়ন হলে, এটি অর্থনীতিকে বহুমুখী করবে, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ গঠনে শিল্প খাতকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ঃ

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উন্নয়ন (অধ্যায় ৫)

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে (ধারা ৫.১)। এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক ও ঘঝউঅ এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিবন্ধন কার্যক্রম জোরদার করা হবে। একটি জাতীয় ইনফরমাল সেক্টর ডেটাবেজ গঠন করা হবে (ধারা ৫.৭.১) এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নিবন্ধন সহজ করা হবে। এছাড়া SDG-8 এর আলোকে কর্মীদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে (ধারা ৫.৫)।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়ন (অধ্যায় ৬)

ব্যবসা নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা অনলাইন লাইসেন্স ও ছাড়পত্র ব্যবস্থা চালু করা এবং বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (ধারা ৬.১.৪) এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্যোগ। তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক স্টার্ট-আপ ফিন্যান্সিং স্কিম চালু করবে।

নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন (অধ্যায় ৭)

নারী উদ্যোক্তাদের শিল্পে সম্পৃক্ত করতে নীতিতে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঋগউ খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (ধারা ৭.৪.৪)। অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে (ধারা ৭.৪.১০)। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার নির্দেশনা আছে (ধারা ৭.৪.৯)।

আঞ্চলিক ভারসাম্য ও অনগ্রসর এলাকা (অধ্যায় ৮)

ধারা ৮.১ অনুযায়ী, অনগ্রসর এলাকায় শিল্প নগরী/শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য সরকারি সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া হবে। ধারা ৮.২ তে সরকারি খাসজমি ও অব্যবহৃত শিল্প জমি ব্যবহার করে নতুন শিল্প স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং সুষম শিল্পায়ন।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন (অধ্যায় ১০)

শ্রমিক ও শিল্প উভয় স্তরে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়ন করা হবে (ধারা ১০.৪)। প্রতিটি শিল্পে “প্রোডাক্টিভিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার” নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে (ধারা ১০.৭)। এছাড়া উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে “Productivity and Quality Excellence Award” প্রদান করা হবে (ধারা ১০.১০)।

মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গুণগত মান (অধ্যায় ১১)

মেধাসম্পদ আইনকে আন্তর্জাতিক চুক্তি এঞজওচঝ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (ধারা ১১.২)। দেশীয় মান সনদপ্রাপ্ত পণ্য সরকারি ক্রয়ে অগ্রাধিকার পাবে (ধারা ১১.৪) এবং আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রেও দেশীয় মান সনদ বাধ্যতামূলক হবে (ধারা ১১.৫)। ভৌগোলিক নির্দেশক (এও) পণ্য সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (ধারা ১১.১২)।

আমদানি বিকল্প শিল্প (অধ্যায় ১২)

আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই অধ্যায়ে বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। ধারা ১২.১ অনুযায়ী, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে ভর্তুকি, কর ছাড় এবং শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হবে। ধারা ১২.২ তে বলা হয়েছে, পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প ও অগ্রাধিকার খাতে যুগোপযোগী বিনিয়োগ প্রণোদনা দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ হালকা প্রকৌশলইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২২: প্রাথমিক বিবরণ

হালকা প্রকৌশলসেক্টরের (খউঝ) শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্য:

- 4IR-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি
- ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতি
- বাজার প্রসার
- গুণমান মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ
- পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি

নীতিমালার উদ্দেশ্য একটি সমন্বিত শিল্পোন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে–

- 4IR প্রস্তুতি (অটোমেশন, AI, IoT)
- রপ্তানি প্রতিযোগিতা
- এসএমই অন্তর্ভুক্তি ও কর্মশক্তির রূপান্তর

সংজ্ঞা

হালকা প্রকৌশলপণ্য

ধাতব বা অ-ধাতব উপাদান ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, উপাদান বা অংশ উৎপাদন, উন্নয়ন বা নকশাকে বোঝায়, যা ম্যানুয়াল, সেমি-অটোমেটিক বা অটোমেটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়।

হালকা প্রকৌশলশিল্প

জাতীয় শিল্প নীতি অনুযায়ী, মূল যন্ত্রপাতি নির্মাতা (ঙউগ) বা ইন্টারমিডিয়েট কম্পোনেন্ট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, যারা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যন্ত্রাংশ, উপাদান বা সমাপ্ত পণ্য তৈরি করে।

মূল তথ্য

হালকা প্রকৌশলসেক্টর (LES) কে "সকল শিল্পের জননী" বলা হয় কারণ–

- এটি মূলধনী যন্ত্র, স্পেয়ার পার্টস, উপকরণ সরবরাহ করে
- উল্লেখযোগ্য রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে
- দেশীয় বাজারে বহু আমদানি-পরিবর্তক পণ্য উৎপাদন করছে

এর প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে–

- নীতিগত সহায়তা
- সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ
- প্রযুক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্য
- উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন
- গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধা
- প্রকৌশল খাত-সংক্রান্ত বাধা অপসারণ

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শিল্পভিত্তি সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে খউঝ-কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

বিডা (BIDA) ওভারভিউ

LES বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি–

- অন্যান্য শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, টুলস ও স্পেয়ার সরবরাহ করে
- এউচ-এর প্রায় ৩% অবদান রাখে
- বার্ষিক ২০০ বিলিয়ন টাকার টার্নওভার তৈরি করে
- প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে
- ৬০,০০০ মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ এবং ২০,০০০ এসএমই-তে ১০ লাখ মানুষকে কর্মসংস্থান দেয়

দেশের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক পণ্যের ৪৮-৫২% এখন দেশীয়ভাবে LES উৎপাদন করছে।

৩০% রপ্তানি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করে সেক্টরটি বিদেশি বাজারেও সম্প্রসারণ করছে।

LES-এর প্রধান শিল্প হাবসমূহ: ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, যশোর, সৈয়দপুর।

সেক্টরের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে হালকা প্রকৌশলকাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপে, LES বাংলাদেশের শিল্পভিত্তির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ–এউচ, কর্মসংস্থান, আমদানি-পরিবর্তক উৎপাদন এবং ভবিষ্যতের রপ্তানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারখানা আইন, ১৯৬৫ (বাংলাদেশ) এর প্রাথমিক বিবরণ

ওয়েব লিংক: http://182.160.97.198:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/911/The%20Factories%20act%2C%201965.pdf?sequence=3

কারখানা আইন, ১৯৬৫ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যা কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ পরিচালনার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে, যেখানে পেশাগত নিরাপত্তা, শ্রমিক কল্যাণ এবং শ্রম অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের শোষণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে এ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র

কারখানা আইন, ১৯৬৫-এর মূল উদ্দেশ্য হলো কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং তাদের কর্মঘণ্টা ও কর্মপরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। বিদ্যুৎচালিত কারখানায় যেখানে কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিক এবং বিদ্যুৎ ছাড়া কারখানায় যেখানে কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক কাজ করে, সেখানে এ আইন প্রযোজ্য। টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যাল, কেমিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান্টসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতাভুক্ত।

এই আইনে মূলত তিনটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ। পেশাগত ঝুঁকি প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের সুযোগ প্রদান এবং শ্রমিকদের শোষণ রোধে কর্মঘণ্টা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

মূল বিধানসমূহ

১. স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থা

আইন অনুযায়ী কারখানা মালিককে কারখানার অভ্যন্তরে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে হবে। পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, আলো এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বর্জ্য অপসারণ এবং ক্ষতিকর ধোঁয়া ও ধূলিকণার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে হবে। বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহৃত কারখানার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত রোগ প্রতিরোধে কঠোর বিধান অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

২. নিরাপত্তা বিষয়ক বিধান

শ্রমিকদের নিরাপত্তা এই আইনের অন্যতম মূল বিষয়। আইনে যন্ত্রপাতিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা, অগ্নি-নিরাপত্তা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। জরুরি নির্গমন পথ, অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) প্রদান করা মালিকের দায়িত্ব। তদুপরি, আইনে আইনগত কর্মক্ষম বয়সের নিচে থাকা শিশুদের নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩. কল্যাণমূলক সুবিধা

আইনে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ধোয়া-মোছার স্থান, গোসলের ব্যবস্থা, ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার এবং নারী শ্রমিকদের জন্য ক্রেশ (শিশু যত্নকেন্দ্র) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে এমন কর্মস্থল তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মৌলিক প্রয়োজনের ন্যূনতম ব্যবস্থা থাকে।

৪. কর্মঘণ্টা ও ছুটি

এই আইন কর্মঘণ্টা, বিরতির সময় ও সাপ্তাহিক ছুটির বিধান নির্ধারণ করে। সাধারণত কোনো শ্রমিকের দৈনিক কাজ ৮ ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক কাজ ৪৮ ঘণ্টার বেশি হওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত কাজের (ওভারটাইম) জন্য অতিরিক্ত মজুরি, বেতনসহ বার্ষিক ছুটি এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধানও এখানে অন্তর্ভুক্ত, যা কাজ ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

৫. অপ্রাপ্তবয়স্ক ও নারী শ্রমিকের নিয়োগ

আইনটি শিশুশ্রম ও অল্পবয়সী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং ন্যূনতম বয়স ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করেছে। নারীদের কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ সীমিত করা হয়েছে এবং গর্ভাবস্থায় বিশেষ সুরক্ষা ও সুবিধা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

৬. পরিদর্শন ও আইন মেনে চলা

সরকার এই আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ করে। পরিদর্শকদের কারখানায় প্রবেশ, কর্মপরিবেশ পরীক্ষা এবং আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ বা আইনি শাস্তি আরোপের সুপারিশ করার ক্ষমতা রয়েছে। নিয়োগ, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত কাগজপত্রভুক্ত ও সংরক্ষণ করা মালিকের আইনগত দায়িত্ব।

আইনের প্রভাব

কারখানা আইন, ১৯৬৫ শিল্পক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল শ্রমসম্পর্ক, শ্রমিক সুরক্ষা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি পেশাগত দুর্ঘটনা কমায় এবং শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইলের মতো রপ্তিনির্ভর খাতে এ আইন মান্যতা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি উন্নত করতে সহায়ক। ছোট ও মাঝারি কারখানায় আইন প্রয়োগে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও, সচেতনতা ও নজরদারি বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে অনুগত্যের মাত্রা বাড়ছে।

কারখানা আইন, ১৯৬৫ বাংলাদেশে শ্রম আইনের একটি মৌলিক ভিত্তি, যা শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। এটি শ্রমিকদের অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে সুরক্ষা দেয়, ন্যায্য কর্মঘণ্টা ও কল্যাণমূলক সুবিধা নিশ্চিত করে এবং শিশু ও নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে। নিরাপদ, উৎপাদনশীল ও টেকসই শিল্প পরিবেশ গড়ে তুলতে এ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ বয়লার আইন, ২০২২: প্রাথমিক বিবরণ

Boiler Act, ২০২২ পুরাতন Boiler Act, ১৯২৩ বাতিল করে একটি আধুনিক, নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক আইন প্রণয়ন করেছে।

এই আইন প্রযোজ্য–

- বয়লার নির্মাণ
- আমদানি-রপ্তানি
- স্থাপন ও ব্যবহার
- পরিদর্শন, লাইসেন্সিং, নিরাপত্তা মান

এটি SDG 8 । SDG 9-এর লক্ষ্যকে সমর্থন করে।

অধ্যায়ভিত্তিক প্রাথমিক বিবরণ

চ্যাপ্টার ১: ভূমিকা

- বয়লারের সংজ্ঞা
- লাইসেন্সধারী অপারেটরের ভূমিকা
- প্রযোজ্যতা সীমা

চ্যাপ্টার ২: প্রধান পরিদর্শকের দফতর ও বয়লার বোর্ড

- প্রধান বয়লার পরিদর্শকের অফিস
- অঞ্চলে শাখা স্থাপন
- বয়লার বোর্ড গঠন (মন্ত্রণালয়ের সচিব-সভাপতি)
- পরামর্শ, অনুমোদন, বিরোধ নিষ্পত্তি

চ্যাপ্টার ৩: বয়লার নির্মাণ, আমদানি, রপ্তানি

- বয়লার অপারেটরের লাইসেন্স (মেয়াদ ৫ বছর)
- তিন গ্রেডে লাইসেন্স
- নির্মাণকারী, আমদানিকারক, পরীক্ষাকেন্দ্রের নিবন্ধন

চ্যাপ্টার ৪: রেজিস্ট্রেশন, ব্যবহার, সার্টিফিকেশন

- সকল বয়লারের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন
- বছরের জন্য সার্টিফিকেট
- স্থানান্তর, মেরামত, অপারেশন নিয়ম

চ্যাপ্টার ৫: অপারেটর ও রিপেয়ারারের লাইসেন্স

- মেরামত বা ইনস্টলেশনে অনুমোদন
- পরিদর্শন বাধ্যতামূলক

চ্যাপ্টার ৬: পরিদর্শন, আইনপ্রয়োগ, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা

- পরিদর্শকের ক্ষমতা
- দুর্ঘটনা রিপোর্টিং
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত
- ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

চ্যাপ্টার ৭: প্রশাসনিক শাস্তি, আপিল

- জরিমানা (১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, পুনরাবৃত্তিতে দ্বিগুণ)
- আপিলের বিধান

চ্যাপ্টার ৮: মানবসম্পদ কাঠামো

- সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ
- দায়িত্ব ও কর্তব্য

চ্যাপ্টার ৯: অপরাধ ও দণ্ড

- নিবন্ধন ছাড়া বয়লার ব্যবহার: সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড / ২ লক্ষ টাকা জরিমানা
- পুনরায় অপরাধে শাস্তি দ্বিগুণ

চ্যাপ্টার ১০: ক্ষমতা অর্পণ

- সরকার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে

চ্যাপ্টার ১১: বিধিমালা প্রণয়ন

- নতুন আইন বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়ন
- পুরাতন আইন বাতিল

প্লাস্টিক-সম্পর্কিত বিধান

Boiler Act, ২০২২-এ প্লাস্টিক সম্পর্কিত সরাসরি কোনো ধারা নেই।

তবে এটি–

- পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি
- কম দূষণ
- শক্তি-সাশ্রয়ী শিল্পপরিবেশ

প্রচার করে, যা প্লাস্টিক টেকসই ব্যবস্থাপনার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০৩০-কে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

উপসংহার

Boiler Act, ২০২২ আধুনিক, নিরাপদ, দায়িত্বশীল শিল্পব্যবস্থা নিশ্চিত করে–

- দুর্ঘটনা হ্রাস
- নিরাপত্তা মানদণ্ড বৃদ্ধি
- পরিদর্শন ও তদারকি শক্তিশালীকরণ
- আন্তর্জাতিকমানসম্পন্ন বয়লার উৎপাদন
- টেকসই শিল্পায়ন

যদিও এটি প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার আইন নয়, তবু পরিচ্ছন্ন শিল্পপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করে পরিবেশবান্ধব শিল্পশাসনকে সহায়তা করে।

অধ্যায় ৬
পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ২:
প্রসেস ম্যাপের প্রতীকের ব্যাখ্যা

প্রান্তিক নির্দেশক
(শুরু/সমাপ্ত)

প্রক্রিয়া

নথিপত্র

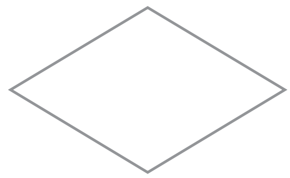

সিদ্ধান্ত

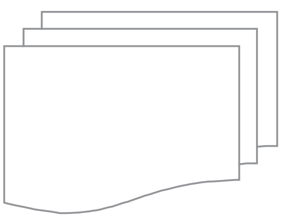

নথিপত্রের অনুলিপি

প্রস্তুতি

হাতে করা ইনপুট

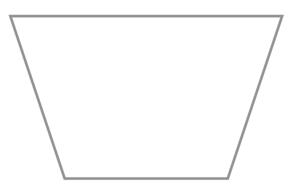

হাতে পরিচালনা

একমুখি প্রক্রিয়

উভয়মুখি প্রক্রিয়া

পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া

পরিশিষ্ট ৩:
সুপারিশমালা ও মন্তব্য ফর্ম

এ গাইডের পাঠকগণ এখানে তাদের সুপাািরশ ও মন্তব্য প্রদান করতে পারেঃ

১। এ গাইডের কোন অংশ আপনার কাছে বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়?

২। এ গাইডের কোন অংশ আপনার কাছে কম প্রাসঙ্গিক মনে হয়?

৩। এ গাইডে আর কি কি সন্নিবেশ করা যেতে পারে?

নাম: --

কোম্পানির নাম: ---

পজিশন:--

ঠিকানা:--

ফোন: ---ফ্যাক্স:---

ই-মেইল:---ওয়েবসাইট:--

পূরণ করা ফর্মটি নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করুনঃ

বিজনেস ইনিশিয়েটভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট

ডিসিসিআই বিল্ডিং (১০ম তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৯৯৬১

ই-মেইল: info@buildbd.org , ceo@buildbd.org

ওয়েবসাইটঃ www.buildbd.org

পরিশিষ্ট ৪: ছবিতে অংশীজনদের সাথে সংলাপের কিছু মুহূর্ত

BEIOA

BEMMA

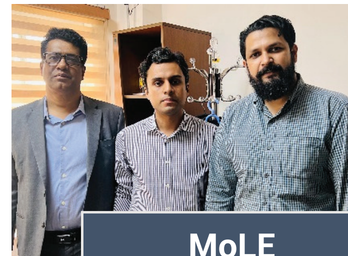
MoLE

Honda private Ltd.

Design Tech.

BCI

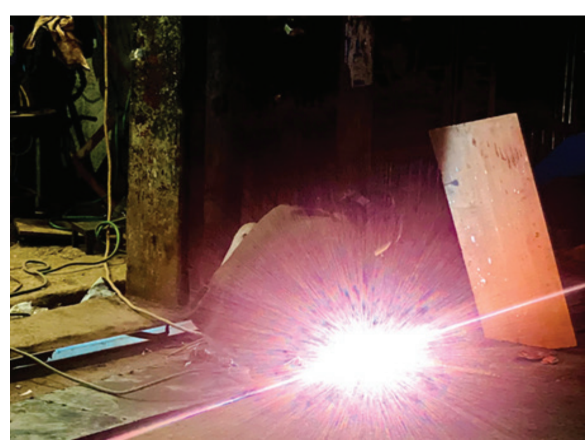

ISBN 978-984-33-7307-6
9 789843 373076

International Labour Organization

BUILD
dialogue • research • advocacy
Business Initiative Leading Development

The project is co-funded under the Team Europe Initiative on Decent Work in Bangladesh

Co-funded by the European Union

EMBASSY OF DENMARK

Kingdom of the Netherlands

Sweden Sverige

In partnership with Canada